Contents

দশম বর্ষ

দ্বিতীয় সংখ্যা

# তর্জুমানুল-হাদীছ

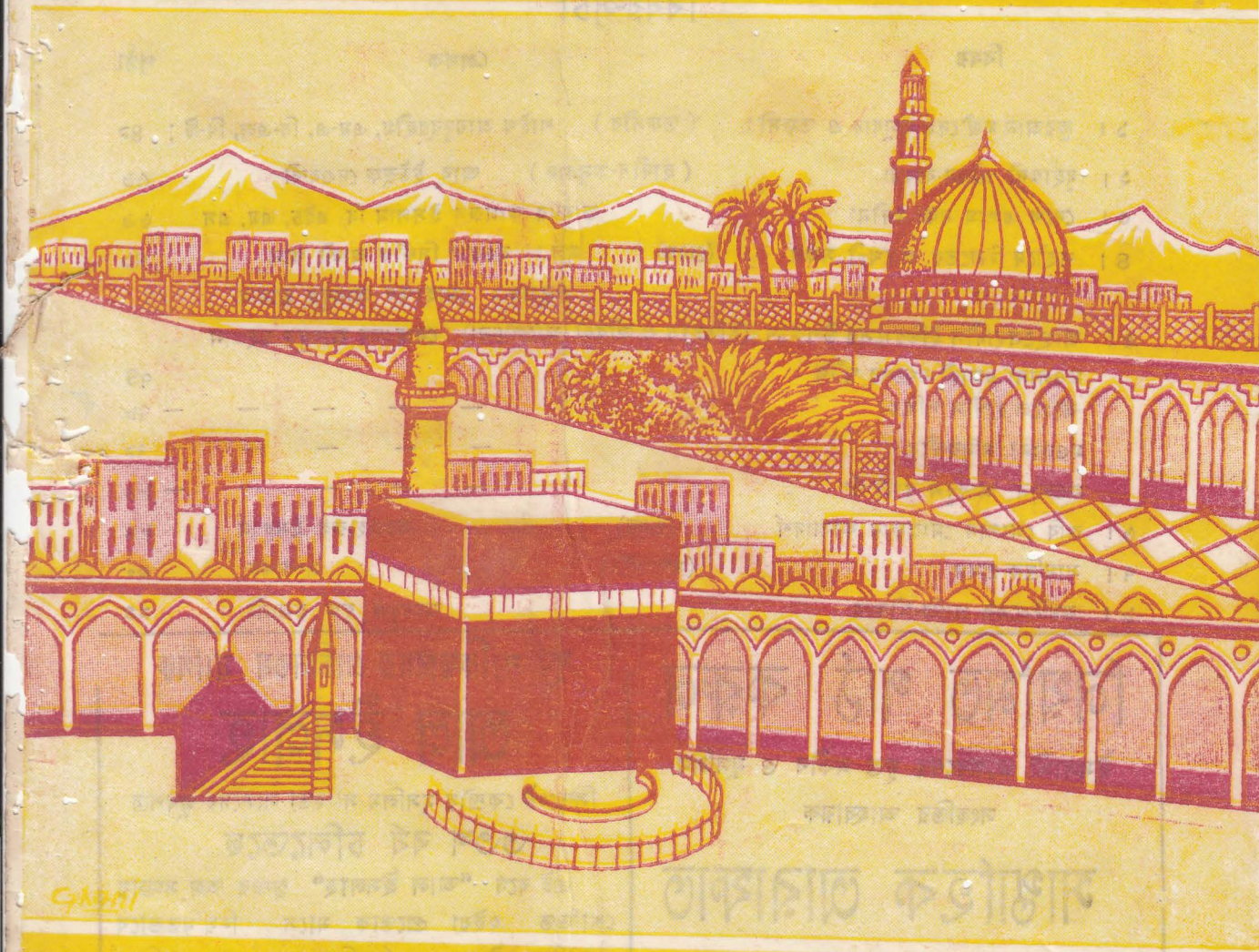

সম্পাদক
শাইখ আবদুর রহীম এম এ, বি এল, বি টি

www.ahlehadeethbd.org

Contents

# তর্জুমানুল-হাদীস

( মাসিক )

দ্বাদশ বর্ষ—দ্বিতীয় সংখ্যা

কার্তিক-অগ্রহায়ণ,—১৩৭১ বাং　　নভেম্বর—১৯৬৪ ইং

জমাদিল আখির-রজব,—১৩৮৪ হিঃ

## বিষয়-সূচী


| | বিষয় | | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|---|
| ১। | কুরআন মজীদের অনুবাদ ও তফসীর | ( তফসীর ) | শাইখ আবদুর্‌রহীম, এম-এ, বি-এল, বি-টি ; | ৪৯ |
| ২। | মুহাম্মদী জীবন-ব্যবস্থা | ( হাদীস-অনুবাদ ) | আবূ ইউসুফ দেওবন্দী | ৫৬ |
| ৩। | দেখে এলাম মক্কা মদীনা | | ডক্টার কামরুল ইসলাম বি এইচ, এম, এস | ৬৬ |
| ৪। | শহীদে মিল্লতের আখেরী সফর | (প্রবন্ধ) | মূল : নওয়াব সিদ্দীক আলী খান<br>অনুবাদ : মোহাম্মদ আবদুছ ছামাদ | ৭১ |
| ৫। | আহ্‌লেহাদীস ইতিহাসের উপকরণ : | (ইতিহাস ও জীবনী আলোচনা) | মোহাম্মদ আবদুর রহমান | |
| | মওলানা এলাহী বখশের পুঁথি | | | ৭৪ |
| | আহলে হাদীস পত্রিকা | | — — — — — | ৭৮ |
| | মওলানা মনিরুদ্দীন | | — — — — — | ৭৯ |
| | মওলানা আবদুল বারী খাঁ | | — — — — — | ৮১ |
| ৬। | কবি গোলাম মোস্তফার কাব্যাদর্শ | (প্রবন্ধ) | আজহারুল ইসলাম | ৮৫ |
| ৭। | সাময়িক প্রসঙ্গ | (সম্পাদীয়) | সম্পাদক | ৯০ |
| ৮। | জমঈয়তের প্রাপ্তি-স্বীকার | | আবদুল হক হক্কানী | ৯৩ |



# নিয়মিত পাঠ করুন

ইসলামী জাগরণের দৃপ্ত নকীব ও মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

## সাপ্তাহিক আরাফাত

৮ম বর্ষ চলিতেছে

সম্পাদক : মোহাম্মদ আবদুর রহমান

বার্ষিক চাঁদা : ৬·৫০　ষান্মাসিক : ৩·৫০

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ম্যানেজার : সাপ্তাহিক আরাফাত, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

পূর্ব পাকিস্তানের প্রাচীনতম মাসিক

# আল ইসলাহ

সিলহেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের মুখপত্র

## ৩৩শ বর্ষ চলিতেছে

এই বর্ষে "আল ইসলাহ" সুন্দর অঙ্গ সজ্জায় শোভিত হইয়া প্রত্যেক মাসে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছে। নিয়মিত গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ছাড়াও ইহাতে আছে শ্রেষ্ঠ লেখক লেখিকাদের মননশীল রচনা সমূহ।

বার্ষিক চাঁদা সাধারণ ডাকে ৬৲ টাকা, ষান্মাসিক ৩৲ টাকা, রেজিষ্টারী ডাকে ৮৲ টাকা, ষান্মাসিক ৪৲ টাকা।

ম্যানেজার—আল ইসলাহ
জিন্নাহ হল, দরগা মহল্লাহ, সিলহেট।


www.ahlehadeethbd.org

# তর্জুমানুল হাদীস

(মাসিক)

আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের মুখপত্র

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

প্রকাশ মহল ঃ ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, রমনা, ঢাকা।

| | | |
|---|---|---|
| দ্বাদশ বর্ষ | অক্টোবর ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দ, জুমাদাল্-আখের ১৩৮৪,<br>আশ্বিন-কার্তিক ১৩৭১ বংগাব্দ | দ্বিতীয় সংখ্যা |

بسم الله الرحمن الرحيم

## تفسير القران العظيم
## কুর্‌আন-মজীদের ভাষ্য

শাইখ আবদুর রহীম এম·এ, বি·এল বি·টি, ফারিগ-দেওবন্দ

٢٥٨ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِىْ حَاجَّ اِبْرٰهٖمَ فِىْ رَبِّهٖٓ اَنْ اٰتٰهُ اللّٰهُ

২৫৮। [হে রসূল,] যে লোকটিকে আল্লাহ রাজক্ষমতা দান করিয়াছিলেন বলিয়াই লোকটি [অহঙ্কারভরে] নিজ রব্ব সম্পর্কে ইব্‌রাহীমের সহিত বাদানুবাদ করিয়াছিল সেই লোকটির কথা আপনি কি ভাবিয়া দেখিয়াছেন?

www.ahlehadeethbd.org

الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرٰهِمُ رَبِّيَ الَّذِي

يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ

قَالَ إِبْرٰهِمُ فَإِنَّ اللّٰهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ

مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ

[তবে শুনুন।] ইব্‌রাহীম যখন বলিয়াছিল "আমার রব্ব তো তিনি—যিনি জীবনও দান করেন, মরণও আনেন;" তখন ঐ লোকটি বলিয়াছিল, "আমিও তো [অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড রহিত করিয়া] জীবন দান করি এবং [নিরপরাধকে হত্যা করিয়া] মরণ আনি।'[২৬৫] ইব্‌রাহীম বলেন, "আচ্ছা, এ কথা তো নিশ্চিত যে, আল্লাহ সূর্যকে পূর্বদিক হইতে উদিত করেন। তবে আপনি উহাকে পশ্চিম দিক হইতে উদিত করুন দেখি।" তাহাতে ঐ যে লোকটি কাফির হইয়াছিল সে

২৬৫। আয়াতে যে লোকটির কথা বলা হইয়াছে সে ছিল সম্রাট 'নমরূদ'। সে নিজেকে সকলের রব্ব বলিয়া মানিতে লোকদেরে বাধ্য করিত। কথিত আছে, এক সময়ে দেশে দুর্ভিক্ষ হইলে 'নমরূদ' নিজ ভাণ্ডার হইতে প্রজাদেরে আহার্য দিতে থাকে। প্রজারা খাদ্যের জন্য তাহার নিকট পৌঁছিলে সে জিজ্ঞাসা করিত, "তোমার রব্ব কে?" যে ব্যক্তি উত্তরে বলিত, "আপনি আমার রব্ব" তাহাকে নমরূদ খাদ্য দিত; কিন্তু যে ব্যক্তি তাহাকে রব্ব বলিয়া স্বীকার করিত না তাহাকে সে খাদ্য দিত না। অনন্তর, ইব্‌রাহীম আঃ খাদ্যের জন্য নমরূদের নিকট পৌঁছিলে নমরূদ তাঁহাকেও ঐ প্রশ্ন করে। তাহাতে ইবরাহীম আঃ বলেন, "আমার রব্ব তো তিনি—যিনি জীবন দানও করেন, মরণও দেন।" ঐ সময়ে হযরত ইবরাহীম আঃ ও নমরূদের মধ্যে আয়াতে উল্লিখিত বাদানুবাদ ঘটে।

অনন্তর ইবরাহীম আঃ যখন তাঁহার রব্বের পরিচিতি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, জীবিতকে মরণ-দান এবং মৃতকে জীবন দান হইতেছে রব্বের অন্যতম নিদর্শন, তখন নমরূদ বলিয়া উঠে, 'আমিও তো জীবন দান করি এবং মরণ আনি।'

এই বলিয়া নমরূদ মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত এক ব্যক্তিকে তাহার সম্মুখে হাযির করতঃ তাহার মৃত্যু-দণ্ড মাফ করিয়া দিয়া বলিল, "এই তো আমি মৃতকে জীবন দান করিলাম।" তারপর একজন নিরপরাধ লোককে হত্যা করতঃ বলিল, "এই তো আমি জীবিতকে মরণ দিলাম।"

ঐ সময়ে ইবরাহীম আঃ যাহা বলেন তাহা আয়াতেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

তফসীরকারগণ বলেন, ইবরাহীম আঃ ও সম্রাট নমরূদের মধ্যে এই প্রকার বাদানুবাদ হইবার পরে নমরূদ ইবরাহীম আঃকে খাদ্য না দিয়াই বিদায় করিয়া দেয়। অতঃপর ইবরাহীম আঃ শস্য লইবার জন্য যে থ'লে লইয়া আসিয়াছিলেন তাহা তিনি পথিমধ্যে বালুকা দ্বারা পূর্ণ করিয়া বাড়ী ফিরিয়া যান। তারপর বিশ্রাম করিতে করিতে তিনি ঘুমাইয়া পড়েন।

ইতিমধ্যে তাঁহার বিবি 'সারা' রাঃ থ'লে খুলিয়া দেখেন উহাতে ময়দা রহিয়াছে। অনন্তর উহা হইতে কিছু পরিমাণ ময়দা লইয়া তিনি রুটি পাক করেন, এবং হযরত ইবরাহীম আঃ ঘুম হইতে উঠিলে তাঁহার সামনে ঐ রুটি পেশ করা হয়। আল্লাহ তা'আলা বালুকাকে ময়দায় পরিণত করিয়াছেন বুঝিতে পারিয়া হযরত ইবরাহীম আঃ আল্লাহ তা'আলার শুক্র-গুযারী করেন।

www.ahlehadeethbd.org

فَبُهِتَ الَّذِىْ كَفَرَ ۚ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۔

হতবুদ্ধি হইল।২৬৬ [স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে সত্যের অপলাপকারী] অনাচারীদিগকে আল্লাহ পথে আনিবার ব্যবস্থা করেন না।২৬৭

২৫৯ اَوْ كَالَّذِىْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ وَّهِىَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا ۚ قَالَ اَنّٰى يُحْىٖ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهٗ ۚ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ۚ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالَ بَلْ لَّبِثْتَ مِائَةَ

২৫৯। আর ঐ লোকটিরও কথা [কি ভাবিয়া দেখিয়াছেন?]—যে লোকটি ভূপতিত ছাদের উপরে পতিত-প্রাচীর ও জনমানবশূন্য অবস্থায় পরিত্যক্ত কোন জনপদ দিয়া যাইতে যাইতে বলিয়াছিল, "এই জনপদের [অধিবাসীদের] মৃত্যুর পরে আল্লাহ ইহাদেরে কী ভাবে জীবিত করিবেন!" অনন্তর, আল্লাহ তাহ'কে মরণ দিয়া ঐ ভাবে এক শত বৎসর রাখিলেন। তারপর, তাহাকে পুনর্জীবিত করিয়া বলিলেন, "কতক্ষণ [এই অবস্থায়] রহিলে? সে বলিল, "এক, আধ দিন রহিয়াছি।" আল্লাহ বলেন, "[না, তাহা নয়।] বরং তুমি

২৬৬। এখানে তর্কশাস্ত্রের তরফ হইতে একটি প্রশ্ন উঠে। প্রশ্নটি এই—ইব্রাহীম আঃ একটি যুক্তিতে পরাজিত হইয়া অপর একটি যুক্তির অবতারণা করেন। এই প্রকার যুক্তি-পরিবর্তন তর্কশাস্ত্রে নিন্দনীয় ও পরাজয়েরই শামিল।

উত্তরে বলা হয়, ইবরাহীম আঃ যুক্তির মূল ভিত্তি আদৌ পরিবর্তন করেন নাই। 'মৃতকে জীবন দান করা' হইতেছে 'রব্ব হওয়ার অন্যতম নিদর্শন'। এই ছিল তাঁহার যুক্তির ভিত্তি। তারপর, মানুষের উপর দিয়া 'মৃতকে জীবন-দানের কদর্থ ও ভ্রান্ত তাৎপর্য গ্রহণ করতঃ নমরূদ জনগণকে বিভ্রান্ত করিবার প্রয়াস পাইতেছে দেখিয়া ইবরাহীম আঃ সূর্যের উপর দিয়া নমরূদের 'মৃতকে জীবন-দানের ক্ষমতা' দেখিতে চাহিলেন। ইব্রাহীম আঃ-র দ্বিতীয় উক্তিটির তাৎপর্য এইরূপ—সূর্যোদয়ে সূর্যের অস্তিত্ব প্রকাশ পায় এবং সূর্যাস্তে সূর্যের অস্তিত্ব অন্তর্হিত হয় বলিয়া সূর্যোদয়কে সূর্যের জীবন-লাভ এবং সূর্যাস্তকে সূর্যের মরণ-লাভ বলা মোটেই অসঙ্গত নয়। আমার রব্ব, আল্লাহ তা'আলা সূর্যকে মরণ দেন তাহাকে পশ্চিম গগনে অন্তর্হিত করিয়া—আর ঐ মৃত সূর্যকে জীবন দেন তাহাকে পূর্ব গগনে আবির্ভূত করিয়া। অতএব, আপনিই যদি প্রকৃত রব্ব হন তাহা হইলে আপনার নিকটে আমার একটিমাত্র অনুরোধ এই যে, আপনি পশ্চিম গগনে সূর্যকে আবির্ভূত করিয়া আপনার রব্ব হওয়ার নিদর্শন প্রকাশ করুন।

২৬৭। 'আল্লাহ তা'আলাই মৃতকে জীবন দান করেন.—এই সত্যটির যথার্থতা এই আয়াতটিতে এবং পরবর্তী দুইটি আয়াতে সন্দেহাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। এই সত্য অস্বীকারকারী এক জন সম্রাটের সহিত একজন পয়গম্বর সম্রাটের তর্ক-যুদ্ধ এই আয়াতটিতে বর্ণনা করা হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দেখান হইয়াছে যে, এই সত্য অস্বীকারকারী সম্রাট ঐ তর্কযুদ্ধে পরাজিত, হতবুদ্ধি ও নিরুত্তর হইয়া পড়ে। এই সত্যটি পরবর্তী আয়াত দুইটিতে কী ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে তাহা পরে বর্ণনা করা হইতেছে।

www.ahlehadeethbd.org

عَامٍ فَانْظُرْ اِلٰي طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ

يَتَسَنَّهْ ۚ وَانْظُرْ اِلٰي حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ

اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ

نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا ۚ فَلَمَّا

تَبَيَّنَ لَهٗ قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ

شَيْءٍ قَدِيْرٌ •

٢٦٠ وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اَرِنِيْ

كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتٰى ۚ قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ

قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِيْ ۚ قَالَ

একশত বৎসর এই ভাবে রহিয়াছ। তবুও দেখ, তোমার খাদ্য ও পানীয় বাসি হয় নাই। আর তোমার গাধাটির দিকে তাকাও। আর তোমাকে লোকদের জন্য একটি বিশিষ্ট নিদর্শনে পরিণত করিবার জন্য [আমি তোমার সম্পর্কে এই সব করিলাম]।[২৬৮] আবার হাড়গুলির দিকে তাকাইয়া দেখিতে থাক,—সেগুলিকে আমি কী ভাবে জীবন্ত করতঃ পরস্পরের সহিত যুক্ত করিতেছি। তারপর, আবার কী ভাবে উহাকে মাংস দ্বারা আবৃত করিতেছি।[২৬৯] অনন্তর ইহা যখন তাহার সম্মুখে স্পষ্ট প্রতিভাত হইল তখন সে বলিল, "আমি ধ্রুব জ্ঞান রাখি যে, আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে ক্ষমতাবান।"

২৬০। আর [হে রসূল, স্মরণ করুন ঐ সময়ের কথা]—যখন ইব্রাহীম বলিয়াছিল "হে আমার রব্ব, আপনি মৃতকে কী ভাবে জীবিত করিবেন, তাহা আমাকে [চাক্ষুষ] দেখান।" আল্লাহ বলেন, "তুমি কি [ইহা] বিশ্বাস কর না?" সে বলে, "নিশ্চয় বিশ্বাস করি। তবে আমার অন্তরের শান্তির জন্য [আমার এই বাসনা]"। আল্লাহ বলেন, "তবে, চারিটি পাখী লও।

---

২৬৮। আয়াতে উল্লিখিত লোকটি সম্বন্ধে বিশুদ্ধ মত এই যে, তিনি একজন পয়গম্বর ছিলেন এবং তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস ও ঈমান ছিল যে, আল্লাহ তা'আলা মৃত মানুষকে পুনর্জীবিত করিয়া তাহাদিগকে তাহাদের পাপ-পুণ্যের শাস্তি ও পুরস্কার দিবেন। 'আল্লাহ কী ভাবে ইহাদেরে জীবিত করিবেন!'—তাঁহার এই উক্তিটি অসম্ভাব্য-প্রকাশক ছিল না; উহা ছিল আশ্চর্য-ভাব প্রকাশক মাত্র।

আল্লাহ তা'আলার 'মৃতকে জীবন-দান' ক্ষমতা সম্পর্কে আশ্চর্য-ভাব প্রকাশ করা একজন পয়গম্বরের পক্ষে বাস্তবিকই চরম বে আদবী ও অমার্জনীয় অপরাধ। সেই কারণে তাঁহাকে আয়াতে বর্ণিত দুর্ভোগ পোহাইতে হইয়াছিল।

২৬৯। 'হাড়গুলির দিকে তাকাইয়া দেখিতে থাক'—আল্লাহ তা'আলার এই উক্তির মধ্যে কাহার হাড়গুলির দিকে তাকাইয়া দেখিতে বলা হইয়াছিল সে সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়। কিন্তু উক্তিটির পূর্বাপর অনুষঙ্গের প্রতি অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিলে ইহা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মৃত গাধাটির ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হাড়গুলির দিকেই তাকাইয়া দেখিতে বলা হইয়াছিল।

www.ahlehadeethbd.org

فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ
اِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ
جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَاْتِيْنَكَ سَعْيًا ۭ وَاعْلَمْ
اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۔

٢٦١ مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ
فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ
سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ

অনন্তর, [সেবা-যত্ন দ্বারা] তাহাদিগকে তোমার দিকে আকৃষ্ট কর [এবং ঐ ভাবে তাহাদেরে উত্তম রূপে চিনিয়া রাখ]। তারপর, [তাহাদিগকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া টুকরাগুলি একত্র মিশাইয়া উহাকে তোমার সম্মুখে যতগুলি পাহাড় আছে তত ভাগ করিয়া] এক একটি ভাগ এক একটি পাহাড়ের উপর রাখ। তারপর, [দূরে সরিয়া আসিয়া] তাহাদিগকে [এক এক করিয়া] ডাকিতে থাক। তখন তাহারা দ্রুত তোমার নিকটে আসিবে। আর জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ প্রবল-প্রতাপ, অতীব বিচক্ষণ।"[২৭০]

২৬১। যাহারা নিজ নিজ ধন সম্পদ আল্লার পথে ব্যয় করে তাহাদের ঐ ব্যয়ের উপমা এমন একটি শস্য-বীজের অনুরূপ যাহা হইতে এমন সাতটি মঞ্জরী উদ্গত হয় যাহার প্রত্যেকটি মঞ্জরীতে এক শত বীজ থাকে; এবং আল্লাহ যাহার জন্য ইচ্ছা করেন প্রতিদান গুণিত করেন।[২৭১] আর আল্লাহ দানে প্রশস্ত, সর্বজ্ঞ।

---

২৭০। পূর্বে আয়াতে উল্লিখিত লোকটির উক্তি এবং এই আয়াতে উল্লিখিত ইব্‌রাহীম আঃ র উক্তি ভাষার দিক দিয়া বিভিন্ন হইলেও উভয়ের তাৎপর্য একই। উভয়েরই উদ্দেশ্য ছিল এক। উভয়েই কামনা করিয়াছিলেন, 'মৃতকে জীবনদানের রূপ' দর্শন করিতে।

প্রথম ক্ষেত্রে 'জীবনদানের রূপটি' দেখান হয় আবেদনকারীর নিজের উপর দিয়া ও তাঁহার গাধার উপর দিয়া। পক্ষান্তরে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে উহা দেখান হয় অপর চারিটি জীবের উপর দিয়া। উভয়েই পয়গম্বর হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাদের সহিত আল্লাহ তা'আলার আচরণের তারতম্যের কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া তথ্যদর্শী, তত্ত্বজ্ঞ আলিমগণ বলেন,

"প্রথম পয়গম্বরের ভাষা পয়গম্বরোচিত হয় নাই। আশ্চর্য-ভাব প্রকাশের জন্য তিনি যে ভাষা ব্যবহার করেন তাহাই অস্বীকার-ভাব প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাঁহার ঐ ভাষাগত ত্রুটির জন্য তাঁহার সহিত ঐরূপ আচরণ করা হয়। পক্ষান্তরে, ইব্‌রাহীম আঃ-র উক্তির ভাষা সুস্পষ্টভাবে আবেদন নিবেদনমূলক ছিল বলিয়া তাঁহার সহিত সদয় আচরণ করা হয়।"

বস্তুতঃ অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, একই ভাব বিভিন্ন লোক বিভিন্ন ধরনে প্রকাশ করার ফলে, কেবলমাত্র ভাষার তারতম্যের কারণে কেহ বা শাস্তি পায় আবার কেহ বা পুরস্কৃত হয়।

২৭১। 'আল্লাহ যাহার জন্য ইচ্ছা করেন প্রতিদান গুণিত করেন।'—আল্লাহ তা'আলার এই বাণীর তাৎপর্য দুই ভাবে বর্ণনা করা হয়। এই বাণীর পূর্বে আল্লাহ তা'আলা যাহা বলিয়াছেন তাহার মর্ম এই যে, দাতার আর্থিক সচ্ছলতা-অনটন ও তাহার আন্তরিকতার মাত্রা এবং দান-গ্রহীতার প্রয়োজনের তীব্রতার মাত্রা ইত্যাদি

www.ahlehadeethbd.org

Contents



حَبَّةٍ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝

২৬২। যাহারা নিজ নিজ সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে—আরও যাহারা ঐ ভাবে যাহাই ব্যয় করে তাহা ব্যয় করার পরে ঐ ব্যয়কে উল্লেখযোগ্য কাজ বলিয়া প্রচার করে না এবং উহা উল্লেখকরতঃ দানপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে মনঃপীড়াও দেয় না—তাহাদের জন্য তাহাদের রবের নিকটে তাহাদের [ নির্ধারিত ] প্রতিদান রহিয়াছে। তাহাদের জন্য কোন [ বিপদের ] আশঙ্কাও নাই এবং তাহারা [ আশা-ভঙ্গজনিত ] দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হইবে না।

٢٦٢ اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَآ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَآ اَذًى لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝

২৬৩। যে দানের পশ্চাতে পীড়ন আসে সেই দান অপেক্ষা প্রিয় বচন ও ক্ষমাই উত্তম। আর আল্লাহ [ ঐ প্রকার দান সম্পর্কে ] অত্যন্ত বেপরওয়া, অত্যন্ত সহিষ্ণু।

٢٦٣ قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَآ اَذًى وَاللّٰهُ غَنِىٌّ حَلِيْمٌ ۝

---

করণে দানের সওয়াবে তারতম্য ঘটিয়া থাকে। ফলে, কোন দানের সওয়াব দেওয়া হয় দশ গুণ, কোনটির দেওয়া হয় বিশগুণ, পঁচিশ গুণ, শত গুণ, ইত্যাদি। উর্ধপক্ষে সওয়াব দেওয়া হয় সাত শত গুণ।

তারপর, এই বাণীতে যাহা বলা হয় তাহার প্রথম তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ যাহার জন্য ইচ্ছা করেন তাহার দানের সওয়াব সাত শত গুণ পর্যন্ত গুণিত করেন—সাত শত গুণের বেশী সওয়াব তিনি দেন না। আবার আল্লাহ তা'আলা সওয়াব গুণিত করিতে বাধাও নন। সওয়াব গুণিত করা সম্পূর্ণ নির্ভর করে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার উপরে।

ইহার দ্বিতীয় তাৎপর্য—এই যে, যদিও আল্লাহ তা'আলা দানের সওয়াব গুণিত করিতে বাধ্য নন তবুও তিনি দাতার আর্থিক অবস্থা ও মানসিক আন্তরিকতা ভেদে এবং দান গ্রহীতার প্রয়োজন ভেদে দানের সওয়াব সাধারণতঃ সাত শত গুণ পর্যন্ত দিয়া থাকেন। বিশেষ অবস্থায়, আল্লাহ তা'আলা যাহার জন্য ইচ্ছা করেন তাহার দানের সওয়াব দিতে গিয়া সাতশত গুণকেও গুণিত করিয়া থাকেন। অর্থাৎ ১৪০০, ২১০০, ২৮০০ ইত্যাদি গুণ সওয়াবও দিয়া থাকেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents



٢٦٤ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا
صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى كَالَّذِىْ يُنْفِقُ
مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ، فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ
عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا
لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَىْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا، وَاللّٰهُ
لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ۔

২৬৪। ওহে মুমিনেরা, নিজ নিজ দানকে উল্লেখযোগ্য কর্ম বলিয়া প্রচার করতঃ অথবা দান-প্রাপ্ত ব্যক্তিকে পীড়ন করতঃ তোমরা তোমাদের দানগুলিকে ঐ ব্যক্তির [দানের] ন্যায় নিষ্ফল করিয়া তুলিও না যে ব্যক্তি আল্লার প্রতি ও পরকালের প্রতি ঈমান না রাখিয়া কেবলমাত্র লোককে দেখাইবার [ও দুনয়াতে সুনাম অর্জনের] উদ্দেশ্যে নিজ ধন-সম্পদ [সৎকাজে] ব্যয় করিয়া থাকে। অনন্তর, তাহার উপমা এমন একটি সমতল প্রস্তরখণ্ডের অনুরূপ যাহার উপরিভাগে [সাময়িকভাবে] সামান্য মৃত্তিকা সঞ্চিত হয় [এবং তখন তাহাতে কিছু লতা-গুল্মও জন্মে)। অনন্তর, তাহাতে এক পশলা বৃষ্টি পৌঁছিয়া উহাকে সাফ-শূণ্য করিয়া ছাড়ে। তাহারা ঐ ভাবে যে দান করে তাহার কিছুরই প্রতিদান লাভে তাহারা সক্ষম হইবে না। আর আল্লাহ কাফির লোকদেরে পথে আনেন না।

٢٦٥ وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ
اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا
مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍۢ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا

২৬৫। আর যাহারা আল্লার সন্তোষ-লাভের উদ্দেশ্যে এবং নিজেদেরে আল্লার হুকম পালনে দৃঢ় রাখিবার জন্য[272] নিজ নিজ মাল আল্লার পথে ব্যয় করে তাহাদের ঐ ব্যয়ের উপমা উচ্চ সমতল ক্ষেত্রস্থ এমন একটি বাগানের অনুরূপ যে বাগানে মুষলধারায় বৃষ্টি পৌঁছিলে ঐ বাগানটি [অপর বাগানের তুলনায়] দ্বিগুণ[273] খাদ্য বস্তু আনয়ন করে আর তাহাতে যদি

২৭২। এই অংশটির আর এক প্রকার অর্থও করা হয়। তাহা এই, যাহারা আল্লার সন্তোষ-লাভের উদ্দেশ্যে এবং উহাতে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া দৃঢ় থাকিবার জন্য।

২৭৩। زوج শব্দের অর্থ 'জোড়া'ও হয়, আবার 'জোড়ার একটি'ও হয়। কাজেই زوجان এর অর্থ দুই 'জোড়া'ও হয়, আবার 'জোড়ার দুইটি' বা 'এক জোড়া'ও হয়।

www.ahlehadeethbd.org

Contents



وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝

মুষলধারায় বৃষ্টি না পৌঁছে তাহা হইলে ছিটা-ফোঁটা বৃষ্টি।[২৭৪] আর তোমরা যাহা কিছু কর সবই আল্লাহ প্রত্যক্ষকারী।

সেইরূপ ضعف শব্দটির অর্থ 'দুই গুণ' বা ডবলও হয় এবং 'দুই গুণের এক গুণ'ও হয়। কাজেই ضعفين এর অর্থ 'দুই দ্বিগুণ' অর্থাৎ 'চতুর্গুণ'ও হইতে পারে এবং 'দ্বিগুণ'ও হইতে পারে।

২৭৪। 'তাহা হইলে ছিটা-ফোঁটা বৃষ্টি' ইহার ফলে কী ঘটিবে তাহার কিছুই আয়াতে বলা হয় নাই। এই কারণে ইহার তফসীর দুইভাবে করা হয়।

(প্রথম তফসীর) ছিটা-ফোঁটা বৃষ্টিই ফলদানের পক্ষে যথেষ্ট হয়। অর্থাৎ মুষলধারে বৃষ্টি পৌঁছিলে ঐ বাগানে যে পরিমাণ ফল ধরে তাহার অর্ধেক (মতান্তরে এক চতুর্থাংশ) ফল ধরে যদি ঐ বাগানে ছিটাফোঁটা বৃষ্টি পৌঁছে। ফল কথা, আল্লার সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে দাতা প্রসন্নতা সহকারে যাহা কিছু আল্লার পথে ব্যয় করে তাহার প্রতিদান—অল্পই হউক, আর বেশীই হউক—সে পাইবেই পাইবে। ঐ প্রকার ব্যয় কোন ক্রমেই বিফল বা ব্যর্থ হইবে না।

(দ্বিতীয় তফসীর) মুষলধারায় বৃষ্টি পাইলেও বাগানটি যে পরিমাণে ফল দেয়, ছিটা-ফোঁটা পাইলেও ঐ বাগান অনুরূপ ফল দান করে। ইহাই ঐ বাগানের মাহাত্ম্য। অনুষঙ্গের প্রতি লক্ষ্য করিলে এই দ্বিতীয় তফসীরই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া বুঝা যায়।

www.ahlehadeethbd.org

# মুহাম্মদী জীবন-ব্যবস্থা

বুলুগুল মরাম—বঙ্গানুবাদ

—আবু য়ুসুফ দেওবন্দী

( পূর্ব প্রকাশিতের পর )

## كِتَابُ الْحُدُوْدِ

## শরী'আত-গর্হিত কার্যের শরী'আত নির্ধারিত শাস্তি

## بَابُ حَدِّ الزَّانِىْ

### ব্যভিচারীর শরী'আত নির্ধারিত শাস্তি

৩৭৫। আবু হুরাইরা রাঃ এবং খালিদ-তনয় যাইদ জুহানী রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, গ্রামবাসীদের এক জন রসূলুল্লাহ সঃ-র নিকট আসিয়া বলিল, "আল্লার রসূল, আমি আপনাকে আল্লার কসম দিয়া বলিতেছি যে, আপনি একমাত্র আল্লার কিতাব অনুযায়ী আমার ব্যাপারটি সম্পর্কে ফয়সলা দিবেন। অপর এক জন বলিল, সে প্রথম ব্যক্তিটির তুলনায় অধিকতর বুদ্ধিমান ছিল—"হাঁ, আপনি আল্লার কিতাব অনুযায়ী আমাদের ব্যাপারটি ফয়সলা করুন এবং ব্যাপারটি বর্ণনা করিবার জন্য আমাকে অনুমতি দিন।" ইহাতে তিনি বলিলেন "বল"। সে বলিতে লাগিল, "আমার পুত্র এই লোকটির বাড়ীতে চাকর ছিল। অনন্তর, সে ইহার স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করিয়া বসে। তারপর, [আমার পুত্রের শাস্তি সম্বন্ধে] আমাকে জানান হইল যে, আমার পুত্রের শাস্তি হইতেছে প্রস্তরাঘাতে প্রাণদণ্ড। আমি আমার পুত্রের প্রাণের বদলে [এই লোকটিকে] এক শত ছাগল ও একটি বাঁদী দিলাম। তারপর, আমি আলিম-দিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিলেন যে, আমার পুত্রের শাস্তি হইতেছে একশত বেত্রাঘাত ও এক বৎসরের জন্য দেশ হইতে বহিষ্কার; আর এই লোকটির স্ত্রীর শাস্তি হইতেছে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড।" অনন্তর, রসূলুল্লাহ সঃ বলেন,

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَاَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللّٰهِ، اَلْوَلِيْدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا اُنَيْسُ اِلَى امْرَاَةِ هٰذَا، فَاِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا •

"যাঁহার হাতে আমার জান রহিয়াছে তাঁহার কসম, আমি তোমাদের বিচার নিশ্চয় আল্লার কিতাব অনুযায়ী অবশ্যই করিব। বাঁদীটি ও

www.ahlehadeethbd.org

ছাগল-পাল তুমি ফেরৎ পাইবে। এক শত বেত্রাঘাত ও এক বৎসর যাবৎ দেশ হইতে বহিষ্কার[১] হইবে তোমার ছেলের শাস্তি। আর হে উনাইস,[২] এই লোকটির স্ত্রীর নিকট তুমি যাও। অনন্তর, সে যদি এই অপরাধ স্বীকার করে তবে তাহ'কে প্রস্তরাঘাতে হত্যা কর।" বুখারী ও মুসলিম ; ভাষা মুসলিমের।

---

১। ব্যভিচারের শাস্তি ব্যাপারে ইমামগণ যে বিষয়গুলি সম্বন্ধে একমত তাহা এই :—

(ক) কুমার পুরুষ কুমারী স্ত্রীলোকের সহিতই ব্যভিচার করুক অথবা স্বামী সম্ভোগকারিনী স্ত্রীলোকেরই সহিত ব্যভিচার করুক উভয় অবস্থাতেই কুমার ব্যভিচারীর জন্য এক শত বেত্রাঘাত অবধারিত। সেইরূপ কুমারী স্ত্রীলোক কুমার পুরুষের সহিতই ব্যভিচার করুক অথবা স্ত্রী সম্ভোগকারী পুরুষের সহিত ব্যভিচার করুক উভয় অবস্থাতেই কুমারী ব্যভিচারিনীর জন্য এক শত বেত্রাঘাত অবধারিত।

(খ) স্ত্রী সম্ভোগকারী পুরুষ কুমারী স্ত্রীলোকের সহিতই ব্যভিচার করুক অথবা স্বামী সম্ভোগকারিনী স্ত্রীলোকের সহিত ব্যভিচার করুক উভয় অবস্থাতেই স্ত্রী সম্ভোগকারী ব্যভিচারীর জন্য প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড অবধারিত। সেইরূপ স্বামী সম্ভোগকারিনী স্ত্রীলোক কুমার পুরুষের সহিতই ব্যভিচার করুক অথবা স্ত্রী সম্ভোগকারী পুরুষের সহিতই ব্যভিচার করুক উভয় অবস্থাতেই স্বামী সম্ভোগকারিনী ব্যভিচারিনীর জন্য প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড অবধারিত।

কিন্তু ইমামদের মতভেদ রহিয়াছে, (ক) কুমার ব্যভিচারীকে ও কুমারী ব্যভিচারিণীকে এক বৎসরের জন্য দেশ হইতে বহিষ্করণ শাস্তি সম্পর্কে এবং (খ) স্ত্রী সম্ভোগকারী ব্যভিচারীকে ও স্বামী সম্ভোগকারিনী ব্যভিচারিণীকে এক শত বেত্রাঘাত করা সম্পর্কে।

(ক) কুমার ব্যভিচারীকে ও কুমারী ব্যভিচারিণীকে এক বৎসরের জন্য দেশ হইতে বহিষ্করণ সম্পর্কে ইমামদের মত :—

(প্রথম মত) ইমাম শাফি'ঈ পরবর্তী হাদীসটি অবলম্বন করতঃ বলেন যে, কুমার ব্যভিচারী ও কুমারী ব্যভিচারিনী উভয়ের প্রতিই বহিষ্করণ শাস্তি অবশ্যই পালনীয়। (নওবী মুসলিমের ভাষ্য)।

(দ্বিতীয় মত) হযরত 'আলী কাঃ রঃ মতে কুমার ব্যভিচারীর প্রতি বহিষ্করণ শাস্তি পালিত হইতে পারে ; কিন্তু কুমারী ব্যভিচারিণীর বেলায় ঐ শাস্তি পালিত হইবে না। ইমাম মালিক এই মত পোষণ করেন। তাঁহারা বলেন যে, কুমারী ব্যভিচারিণীকে দেশ হইতে বাহির করিয়া দিলে তাহাতে দুর্নীতি আরও পরিব্যাপ্ত হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। (নওবী—মুসলিমের ভাষ্য)।

(তৃতীয় মত) হযরত 'উমর রাঃ এক জন লোককে মদ্যপানের শাস্তিতে দেশ হইতে বাহির করিয়া দিলে ঐ লোকটি খৃষ্টান রাজ্যে চলিয়া গিয়া খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে। এই কারণে হযরত উমর (রাঃ) পরে ঐ শাস্তি আর প্রয়োগই করেন নাই।

ইমাম নওবী বলেন, সুবিখ্যাত তাবি'ঈ হাসান বাসারী রহঃ-এর মত এই যে, কুমার ব্যভিচারীকে এবং কুমারী ব্যভিচারিণীকে এক বৎসরের জন্য দেশ হইতে বহিষ্করণ শাস্তিটি অবশ্য পালনীয় নয়।

ইমাম আবূ হানীফা এই মত পোষণ করেন। তাঁহার মতে বহিষ্করণ শাস্তিটি শরী'আত নির্ধারিত 'হাদ্দ' এর অন্তর্ভুক্ত নয়—বরং ইহা শাসন-ব্যবস্থামূলক শাস্তি। কাজেই, এই শাস্তি-প্রয়োগ ইমাম বা আমীরের সম্পূর্ণরূপে ইচ্ছাধীন। ক্ষেত্র-বিশেষে তিনি এই শাস্তি প্রয়োগ করিবেন এবং

www.ahlehadeethbd.org

৩৭৬। সামিত-তনয় 'উবাদা বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ একদা বলেন,

خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، فَقَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ.

"আমার নিকট হইতে বিধান গ্রহণ কর। আমার নিকট হইতে বিধান গ্রহণ কর। আল্লাহ [ব্যাভিচারিণী] স্ত্রীলোকদের জন্য ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।[৩] কুমারী স্ত্রীলোকের সহিত কুমার পুরুষের ব্যভিচারে উহাদের প্রত্যেকের জন্য এক শত বেত্রাঘাত; আর স্বামী সম্ভোগকারিণী স্ত্রীলোকের সহিত স্ত্রী-সম্ভোগকারী পুরুষের ব্যভিচারে উহাদের প্রত্যেকের জন্য একশত বেত্রাঘাত[৪] ও প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড [নির্ধারিত হইল]।—মুসলিম।

৩৭৭। আবূ হুরাইরা রাঃ বলেন, [একদা] রসূলুল্লাহ সঃ মসজিদে ছিলেন, এমন সময়ে মুসলিমদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট আসিল। অনন্তর, সে রসূলুল্লাহ সঃ-কে ডাক দিয়া বলিল, "আল্লার রসূল, নিশ্চয়, আমি ব্যভিচার করিয়াছি।" তিনি তাহার দিক হইতে ফিরিয়া অন্য দিকে মুখ করিলেন। তখন

ক্ষেত্রবিশেষে তিনি এই শাস্তি নাও দিতে পারেন। রসূলুল্লাহ সঃ এই শাস্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন বলিয়া যেরূপ বিভিন্ন হাদীসে উল্লেখ পাওয়া যায় সেইরূপ কোন কোন হাদীসে উহার উল্লেখ মোটেই নাই। যথা, সহীহ মুসলিম হইতে উধৃত পরবর্তী হাদীসটি। তারপর, আবূ দাউদের একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, এক জন কুমার পুরুষ কোন এক স্ত্রীলোকের সহিত ব্যভিচার করিয়াছে বলিয়া নবী সঃ-র নিকট স্বীকার করে। অনন্তর, ঐ স্ত্রীলোকটিকে জিজ্ঞাসা করা হইলে সে ব্যভিচার অস্বীকার করে। সাহাবী বলেন,

فَجَلَدَهُ وَتَرَكَهَا

"অনন্তর, নবী সঃ ঐ পুরুষ লোকটিকে বেত্রাঘাত করান এবং স্ত্রীলোকটিকে ছাড়িয়া দেন।"

এই হাদীসে বহিষ্করণের কোনই উল্লেখ নাই।

(খ) স্ত্রী-সম্ভোগী ব্যভিচারী ও স্বামী-সম্ভোগিনী ব্যভিচারিনীকে এক শত বেত্রাঘাত ও প্রস্তরাঘাতে সংহার —উভয় শাস্তি এক সঙ্গে দেওয়া সম্পর্কে ইমামদের মত এইঃ

সহীহ মুসলিমের ভাষ্যকার ইমাম নওবী বলেন,

"স্ত্রী সম্ভোগী ব্যভিচারী এবং স্বামী সম্ভোগিনী ব্যভিচারিনীর শাস্তি সম্পর্কে একদল 'আলিমের মত এই যে, উহাদেরে প্রথমে এক শত বেত্রাঘাত করা হইবে এবং তারপর, উহাদেরে প্রস্তরাঘাতে সংহার করা হইবে। এই দলে রহিয়াছেন সাহাবী হযরত 'আলী রাঃ, তাবি'ঈ হাসান বাসারী, ইমাম ইসহাক, ইমাম দাউদ ও তাঁহার যাহিরী দল এবং এক দল শাফি'ঈ।

"কিন্তু চারি ইমাম ও অধিকাংশ আলিমের মতে ঐ ক্ষেত্রে কেবলমাত্র প্রস্তরাঘাতে সংহার শাস্তিটি দেওয়া হইবে—বেত্রাঘাত করা হইবে না। প্রমাণ স্বরূপ তাঁহারা মা'ইয এর ঘটনা, গামিদীনী স্ত্রীলোকটির ঘটনা, এই হাদীসে উল্লিখিত স্ত্রীলোকটির ঘটনা প্রভৃতির উল্লেখ করেন। অধিকন্তু, তাঁহারা বলেন যে, এক সঙ্গে ঐ উভয় শাস্তির বিধান প্রথমে ছিল। পরে উহা হইতে বেত্রদণ্ড শাস্তিটি রহিত হইয়া কেবলমাত্র প্রস্তরাঘাতে সংহার শাস্তিটি অব্যাহত রাখা হয়।

২। যে স্ত্রীলোকটির সহিত ব্যভিচার করা হইয়াছিল বলিয়া এই ঘটনাটিতে উল্লেখ রহিয়াছে সেই স্ত্রীলোকটি যে গোত্রের ছিল, উনাইসও সেই গোত্রের ছিল। সেই কারণে ঐ স্ত্রীলোকটির স্বীকারঅস্বীকারসূচক উক্তি শুনিবার জন্য রসূলুল্লাহ সঃ উনাইসকে প্রেরণ করেন।

৩। "আল্লাহ [ব্যভিচারিণী] স্ত্রীলোকদের জন্য ব্যবস্থা করিয়া দিলেন" এই বাক্যটিতে সূরা আন্-নিসা'র ১৫শ আয়াতটির দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। আয়াতটির তরজমা এই ঃ

"আর [হে মুমিনগণ,] তোমাদের স্ত্রীলোকদের মধ্যে যাহারা বেহায়াপনার কাজটি (ব্যভিচার) করে তাহাদের [সে কর্ম] সম্পর্কে তোমাদের মধ্য হইতে চারিজন সাক্ষী তলব কর। অনন্তর, তাহারা যদি সাক্ষ্য [দিয়া তাহাদের ব্যভিচার প্রমাণ করিয়া] দেয় তাহা হইলে যে পর্যন্ত মৃত্যু আসিয়া তাহাদের আয়ু পূর্ণ না করে অথবা যে পর্যন্ত আল্লাহ তাহাদের জন্য কোন ব্যবস্থা করিয়া না দেন সে পর্যন্ত তোমরা তাহাদের গৃহ-মধ্যে আটক রাখ।"

৪। এই অধ্যায়ের ১নং নোট দেখুন।

www.ahlehadeethbd.org

লোকটি রসূলুল্লাহ সঃ-র মুখের সামনে সরিয়া গিয়া বলিল, "আল্লার রসূল, আমি বাস্তবিকই ব্যভিচার করিয়াছি।" আবার রসূলুল্লাহ সঃ তাহার দিক হইতে ফিরিয়া অন্য দিকে মুখ করিলেন। এই ভাবে ঐ লোকটি রসূলুল্লাহ সঃ-র সামনে ঐ উক্তিটির চারিবার পুনরাবৃত্তি করিল।

অনন্তর, ঐ লোকটি যখন নিজের বিরুদ্ধে চারিবার সাক্ষ্য দিল তখন রসূলুল্লাহ সঃ তাহাকে ডাক দিয়া বলিলেন,

أَبِكَ جُنُونٌ ؟ قَالَ : لَا - قَالَ : فَهَلْ

أَحْصَنْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ - فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ

"তোমাকে কি পাগলামীতে ধরিয়াছে? সে বলিল, 'না'। রসূলুল্লাহ সঃ আবার বলিলেন, "[উহার পূর্বে] তুমি কি স্ত্রী-সম্ভোগ করিয়াছিলে?" সে বলিল, 'হাঁ।" তখন নবী সঃ বলিলেন, 'ইহাকে লইয়া যাও এবং প্রস্তরাঘাতে ইহাকে সংহার কর।—বুখারী ও মুসলিম।

৩৭৮। ইবন 'আব্বাস রাঃ বলেন, মালিব-তনয় মা'ইয যখন নবী সঃ-র নিকটে আসিয়াছিল তখন নবী সঃ তাহাকে বলিয়াছিলেন,

لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ -

قَالَ : لَا يَا رَسُولَ اللهِ -

"সম্ভবতঃ তুমি [তাহাকে] চুম্বন করিয়া থাকিবে অথবা [তাহার] গায়ে হাত দিয়া থাকিবে অথবা তুমি [তাহার দিকে] [কাম-দৃষ্টিতে] তাকাইয়া থাকিবে।" সে বলিয়াছিল, "আল্লার রসূল, তাহা নয়।"—বুখারী।

৩৭৯। খাত্তাব-তনয় 'উমর রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি [একদা] খুতবাতে বলেন,

"ইহা নিশ্চিত যে, আল্লাহ মুহম্মদ সঃ-কে ন্যায় ও সত্যের বাহক-রূপে পয়গম্বর মনোনীত করেন এবং তাঁহার প্রতি কিতাব নাযিল করেন। অনন্তর, আল্লাহ তাঁহার প্রতি যাহা নাযিল করেন তাহার মধ্যে প্রস্তরাঘাতে-সংহারের আয়াতটি ছিল। আমরা উহা পাঠ করিয়াছি, মুখস্থ করিয়াছি এবং উহার অর্থ ও তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। তদুপরি, রসূলুল্লাহ সঃ প্রস্তরাঘাতে সংহার করাইয়াছেন এবং তাঁহার পরে আমরাও প্রস্তরাঘাতে সংহার করাইয়া আসিতেছি। কিন্তু আমার আশঙ্কা হয় যে, দীর্ঘ কাল গত হইলে লোকের মধ্যে কেহ কেহ বলিবে, আমরা আল্লার কিতাবে তো প্রস্তরাঘাতে সংহারের কথা পাই না"। ফলে 'আল্লাহ নাযিল করিয়াছেন' এমন একটি ফরয হুকম পরিত্যাগ করাইয়া তাহারা [লোককে] গুমরাহ করিতে থাকিবে। বস্তুতঃ, যে সকল পুরুষ ও স্ত্রীলোক হালাল যৌন-সম্ভোগ করিয়াছে তাহাদের মধ্য হইতে কেহ যদি ব্যভিচার করে এবং উহা যদি সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয় অথবা উহার ফলে গর্ভ সঞ্চার হয় অথবা স্বীকারোক্তি পাওয়া যায়[৫] তাহা হইলে ঐ ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণীকে

৫। ব্যভিচার অপরাধ কী ভাবে সাব্যস্ত হইবে তাহা হযরত উমর রাঃ-র এই বর্ণনা হইতে জানা যায়। তাহা হইতেছে সাক্ষ্য দ্বারা, অথবা গর্ভধারণ দ্বারা অথবা স্বীকারোক্তি দ্বারা। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ এই :

(ক) ব্যভিচার প্রমাণ সম্পর্কে সাক্ষ্যদান। এই প্রসঙ্গে কুরআন মজীদে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে,

www.ahlehadeethbd.org

প্রস্তরাঘাতে সংহার করা আল্লার কিতাব মতে ন্যায় ও বাস্তব সত্য।—বুখারী ও মুসলিম।

৩৮০। আবু হুরাইরা রাঃ বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সঃ-কে ইহা বলিতে শুনিয়াছি :

إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا حَدًّا وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ•

"তোমাদের কাহারও কোন ক্রীতদাসী যদি ব্যভিচার করে এবং তাহার ব্যভিচার স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে তাহা হইলে প্রভু তাহাকে বেত্রাঘাতের শাস্তি দিবে; কিন্তু সে তাহাকে তিরস্কার বা শ্লেষ-বিদ্রূপ করিবে না। তারপর, সে যদি আবার ব্যভিচার করে তাহা হইলে সে তাহাকে আবার বেত্রাঘাতের শাস্তি দিবে; কিন্তু তাহাকে তিরস্কার বা শ্লেষ-বিদ্রূপ করিবে না। অতঃপর সে যদি তৃতীয়বার ব্যভিচার করে এবং তাহার ব্যভিচার স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে তাহা হইলে সে যেন চুলের একটি দড়ির বদলে হইলেও তাহাকে

---

ইহাতে ন্যূনপক্ষে চারিজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের প্রয়োজন হইবে। চারিজনের কম সংখ্যক লোকের সাক্ষ্যে ব্যভিচার প্রমাণিত হইবে না। মুসলিমের ভাষ্যকার ইমাম নওবী বলেন, "ইমামগণ এ বিষয়ে একমত যে, চারিজন ন্যায়নিষ্ঠ পুরুষ লোকের সাক্ষ্যে ব্যভিচার সাব্যস্ত হইবে।"

(খ) স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে ব্যভিচারের শাস্তি প্রদানের যথার্থতা সম্বন্ধেও সকল ইমাম একমত। বর্তমান পরিচ্ছেদের ৩৭৫ নং হাদীসে রসূলুল্লাহ সঃ-র বাণী

فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا

'ঐ স্ত্রীলোকটি যদি ব্যভিচার অপরাধ স্বীকার করে তবে তাহাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা কর' ইহাই প্রমাণ করে। আবার ৩৭৭ নং হাদীসে দেখা যায় যে, রসূলুল্লাহ সঃ স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে প্রস্তরাঘাতে ব্যভিচারীর প্রাণ সংহারের হুকম দেন।

(গ) গর্ভসঞ্চার দ্বারা ব্যভিচার সাব্যস্ত হওয়া সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ দেখা যায়। ইমাম নওবী বলেন,

"হযরত 'উমর রাঃ-র মত এই যে, স্বাধীনা স্ত্রীলোকের স্বামী না থাকা অবস্থায়, এবং ক্রীতদাসীর স্বামী বা প্রভু না থাকা অবস্থায় যদি তাহাদেরে গর্ভবতী পাওয়া যায় তাহা হইলে তাহাদের প্রতি ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ করা হইবে।

"হযরত 'উমর রাঃ-র বাণীকে ভিত্তি করিয়া ইমাম মালিক এই মত পোষণ করেন যে, ঐ প্রকার স্ত্রীলোক যদি স্থানীয়া অধিবাসিনী হয় এবং যোর-যবরদস্তি ব্যভিচার করা হয় নাই বলিয়া বুঝা যায় তাহা হইলে তাহাকে ব্যভিচারের শাস্তি দেওয়া হইবে। কিন্তু ঐ স্ত্রীলোক যদি বিদেশ হইতে আগতা হইয়া থাকে এবং দাবী করে যে, তাহার স্বামী অথবা প্রভু রহিয়াছে তাহা হইলে তাহার প্রতি ব্যভিচারের শাস্তি জারী করা চলিবে না।

'ইমাম শাফি'ঈ, ইমাম আবূ হানীফা ও অধিকাংশ আলিমের মত এই যে, সন্দেহের অবকাশ থাকিলে হাদ্দসমূহের প্রয়োগ হেতু অচল ও ব্যাহত হইতে বাধ্য, কাজেই কোন স্ত্রীলোকের স্বামী অথবা প্রভু থাকুক আর নাই থাকুক,—সে স্থানীয়াই হউক আর বিদেশাগতাই হউক,—সে যোর যবরদস্তির দাবী করুক আর নাই করুক,—যে পর্যন্ত তাহার ব্যভিচার সম্পর্কে শারী'আত-সম্মত সাক্ষ্য অথবা স্বীকারোক্তি পাওয়া না যাইবে সে পর্যন্ত কেবলমাত্র তাহার গর্ভের উপর ভিত্তি করিয়া তাহাকে ব্যভিচারের শাস্তি দেওয়া সিদ্ধ হইবে না।"

www.ahlehadeethbd.org

বিক্রয় করিয়া ফেলিবে।৬—বুখারী ও মুসলিম; কিন্তু ভাষা মুসলিমের।

৩৮১। 'আলী রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

اَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ

"তোমাদের গোলাম-বাঁদীদের প্রতি শরী'আত-নির্ধারিত শাস্তি জারী কর।"—আবূ দাউদ। মুসলিম গ্রন্থে ইহাকে আলী রাঃ-র উক্তি হিসাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।

৩৮২। 'ইমরান ইবন হুসাইন রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, জুহাইনা [গোত্র মধ্যে গামিদ শাখা] গোত্রের একজন মহিলা ব্যভিচার-জনিত গর্ভবতী অবস্থায় নবী সঃ-র নিকট আসিয়া বলিল, "আল্লার নবী, আমি শরী'আত-নির্ধারিত শাস্তির কাজ করিয়া ফেলিয়াছি। অতএব আমাকে ঐ শাস্তি দিন। তখন রসূলুল্লাহ সঃ তাহার অভিভাবককে ডাকাইয়া বলিলেন,

اَحْسِنْ اِلَيْهَا، فَاِذَا وَضَعَتْ فَائْتِنِي بِهَا

"ইহার সহিত সদয় ব্যবহার করিতে থাক, অনন্তর সে যখন সন্তান প্রসব করিবে তখন তাহাকে আমার নিকট লইয়া আসিও।"

---

৬। এই হাদীসে ক্রীত দাসীর ব্যভিচারের শাস্তি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা হইয়াছে।

(এক) ক্রীতদাসী কুমারীই হউক অথবা স্বামী-সম্ভোগিনীই হইয়া থাকুক সে যদি ব্যভিচার করে তবে তাহার শাস্তি হইতেছে কেবলমাত্র বেত্রাঘাত। স্বামী-সম্ভোগিনী ক্রীতদাসী ব্যভিচার করিলে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে না।

তারপর, আল্লাহ তা'আলার কালামেও এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, স্বামী সম্ভোগিনী ক্রীতদাসী ব্যভিচার করিলে তাহার প্রাণদণ্ড শাস্তি হইবে না। কেননা, আল্লাহ তা'আলা সূরা আন্-নিসা'র ২৫নং আয়তে বলেন,

فَاِذَا اُحْصِنَّ فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۔

"অনন্তর ক্রীতদাসীদের চরিত্র যখন বিবাহযোগে রক্ষিত হইয়া উঠে তখন তাহারা যদি চরম বেহায়াপনার কাজ (ব্যভিচার) করিয়া বসে, তবে—স্বাধীনা রমণীদের ব্যভিচারের জন্য যে শাস্তি নির্ধারিত রহিয়াছে তাহার অর্ধেক শাস্তি ঐ ক্রীতদাসীদের জন্য অবধারিত।"

এই আয়াত মতে স্বামী সম্ভোগকারিণী ক্রীতদাসীর ব্যভিচারের শাস্তি দাঁড়ায় প্রাণদণ্ডের অর্ধেক। কিন্তু অর্ধেক প্রাণদণ্ড কার্যতঃ অসম্ভব বলিয়া স্বামী সম্ভোগকারিনী ক্রীতদাসীর ব্যভিচারের শাস্তি অজ্ঞাত থাকিয়া যায়। এই হাদীসে ঐ শাস্তি সম্পর্কে স্পষ্ট বিধান দেওয়া হইয়াছে। এই হাদীসমতে উভয় প্রকার ক্রীতদাসীরই ব্যভিচারের শাস্তি হইবে বেত্রাঘাত।

(দুই) তারপর ঐ ক্রীতদাসীকে বেত্রাঘাতের সংখ্যার কথা। আল্লাহ তা'আলা সূরা আন্ নূরের দ্বিতীয় আয়াতে বলেন, ব্যভিচারিনী ও ব্যভিচারী উভয়ের প্রত্যেককে তোমরা এক শত বেত্রাঘাত কর। স্বাধীনা স্ত্রীলোকের ব্যভিচারের শাস্তি এক শত বেত্রাঘাত নির্ধারিত রহিয়াছে বলিয়া ক্রীতদাসী ব্যভিচার করিলে তাহার শাস্তি হইবে এক শতের অর্ধেক—পঞ্চাশ বেত্রাঘাত।

(তিন) ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ করার ক্ষমতা কাহার হাতে? স্বাধীনা পুরুষ ও স্ত্রীলোকের ব্যভিচার অপরাধের শাস্তি প্রয়োগ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সূরা আন্ নূরের দ্বিতীয় আয়াতে বলেন, "তোমরা একশত বেত্রাঘাত কর।" ইহার তাৎপর্য এই যে, ঐ শাস্তি জারী করিবার অধিকার কোন ব্যক্তি বিশেষের নাই। এই ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে

www.ahlehadeethbd.org

Contents



সমগ্র মুসলিম সমাজকে। কাজেই মুসলিম সমাজের খলীফা বা প্রতিনিধি অথবা ঐ প্রতিনিধি কর্তৃক ভারপ্রাপ্ত শাসনকর্তা অথবা কাযী বা বিচারক বিচারান্তে ঐ শাস্তি প্রয়োগ করিবেন।

কিন্তু ক্রীতদাসীদের প্রতি ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগের অধিকার এই হাদীসে রসূলুল্লাহ সঃ ক্রীতদাসীর প্রভুকে দিয়াছেন। ইমাম শাফি'ঈ ইমাম মালিক, ইমাম আহমদ এবং জমহুর উলামার মত এই, "ক্রীতদাসীর ব্যভিচারের জন্য ক্রীতদাসীকে তাহার প্রভুই শাস্তি দিতে পারিবে। এই ব্যাপার কোন বিচারকের সামনে পেশ করার কোন প্রয়োজন নাই।"

গভীরভাবে চিন্তা করিলে, প্রভুর এই অধিকারের সঙ্গতি ও যৌক্তিকতার বিরুদ্ধে কোন আপত্তিই উঠিতে পারে না। কারণ পুত্র-কন্যাকে আদব-তহযীব শিক্ষা দিবার এবং ধর্ম-কর্ম পালন করাইবার দায়িত্ব পিতামাতার প্রতি অর্পিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পিতামাতাকে এই অধিকার দেওয়া হইয়াছে যে, তাহারা নিজ পুত্র-কন্যাদেরে ধর্ম-কর্ম পালনের জন্য তদ্বী-তাগাদা করিতে থাকিবে এবং প্রয়োজন হইলে তাহাদিগকে প্রহারও করিবে, শাস্তিও দিবে।

শিক্ষা-দীক্ষা ও আদব-তহযীব ব্যাপারে পিতামাতা ও পুত্র-কন্যার সম্পর্ক, গুরু ও শিষ্যের সম্পর্ক এবং প্রভু ও ক্রীতদাসীর সম্পর্ক একই পর্যায়ভুক্ত হওয়া সম্বন্ধে কোন মতভেদ থাকিতে পারে না। পুত্র-কন্যার আদব-তহযীবের জন্য পিতা মাতা যে পরিমাণে দায়ী, শিষ্যদের শিক্ষা-দীক্ষার জন্য গুরুও সেই পরিমাণ দায়ী। আবার ক্রীতদাসীর চরিত্র গঠন ও চরিত্র রক্ষার জন্য তাহার প্রভুও অনুরূপভাবে দায়ী। কাজেই পুত্র কন্যাদের অন্যায় কাজের জন্য তাহাদিগকে শাস্তি দিবার ক্ষমতা ও অধিকার পিতাকে যেভাবে দেওয়া হইয়াছে, শিষ্যদের অন্যায়ের জন্য তাহাদিগকে শাস্তি দিবার ক্ষমতা ও অধিকার গুরুকে সেই ভাবে দেওয়া এবং ক্রীতদাসীদের অন্যায়ের জন্য তাহাদিগকে শাস্তি দিবার ক্ষমতা ও অধিকার তাহাদের প্রভুকে দেওয়া নিশ্চয় যুক্তিসম্মত ও ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে।

তারপর, ক্রীতদাসীর ব্যভিচারের প্রমাণ সম্পর্কে এই হাদীসে বলা হইয়াছে تَبَيَّنَ زِنَاهَا 'তাহার ব্যভিচার স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে'। অর্থাৎ ক্রীতদাসীর ব্যভিচার সাব্যস্ত হইবার জন্য 'স্বীকারোক্তি' অথবা 'চারিজন সাক্ষীর সাক্ষ্য' কোনটিরই প্রয়োজন হয় না। যে ক্রীতদাসী অপর কাহারও বিবাহিত স্ত্রী নয় তাহাকে ব্যভিচার করিতে যদি তাহার প্রভু একাই দেখে, অথবা নির্ভরযোগ্য বিশ্বাসী কোন লোক দেখিয়া যদি ঐ ক্রীতদাসীর প্রভুকে জানায় এবং প্রভুর প্রতীতি জন্মে তাহা হইলে ঐ প্রভুই তাহাকে বেত্রাঘাত করিবে।

(চার) কোন ক্রীতদাসী দুই দফা ব্যভিচার শাস্তি ভোগ করিবার পরে তৃতীয় দফা ব্যভিচার করিলে তাহাকে যে কোন মূল্যে হস্তান্তর করিবার নির্দেশ এই হাদীসে দেওয়া হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন দেখা দেয়। প্রশ্নটি এই ঃ

রসূলুল্লাহ সঃ-ই বলিয়াছেন যে, কোন মুসলিম নিজের জন্য যাহা পসন্দ করে তাহা তাহার অপর মুসলিম ভাইয়ের জন্য যে পর্যন্ত পসন্দ করিতে না পারিবে সে পর্যন্ত সে খাঁটি মুমিন হইতে পারিবে না। কিন্তু ঐ ক্রীতদাসীর হস্তান্তর ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সঃ-র উক্ত বাণীর ব্যতিক্রম ঘটে।

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া ইমাম নওবী প্রথমে বলেন, "ঐ প্রকার ক্রীতদাসীকে বিক্রয় করিবার সময় তাহার ব্যভিচার দোষটির কথা তাহার প্রভুকে অবশ্যই প্রকাশ করিতে হইবে।"

অর্থাৎ অনন্তর, ঐ ক্রীতদাসীকে সংশোধন করিতে এবং সংযত রাখিতে পারিবে বলিয়া যে ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস থাকিবে সেই ব্যক্তিই উহাকে ক্রয় করিতে অগ্রসর হইবে।

তারপর, ইমাম নওবী আবার বলেন, "সম্ভবতঃ ক্রেতা ঐ ক্রীতদাসীকে নিজে সম্ভোগ করিয়া অথবা তাহাকে অপর কাহারও সহিত বিবাহ দিয়া তাহার সতীত্ব রক্ষার ব্যবস্থা করিবে। অবস্থা বিশেষে ক্রেতার ব্যক্তিত্ব ও প্রতাপের কারণে অথবা তাহার সদ্ব্যবহার ও উদার খোরপোষ দানের কারণেও ঐ ক্রীতদাসীর পক্ষে ব্যভিচার হইতে নিবৃত্ত থাকার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

[রাবী বলেন,] লোকটি তাহাই করিল।[৭] অনন্তর, রসূলুল্লাহ সঃ-র আদেশক্রমে তাহার কাপড় দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া দেওয়া হইল। তারপর, রসূলুল্লাহ সঃ-র আদেশক্রমে তাহাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হইল। অতঃপর রসূলুল্লাহ সঃ তাহার জানাযা-নমায পড়িতে প্রস্তুত হইলেন। তাহাতে উমর বলিলেন, "আল্লার নবী, সে তো ব্যভিচার করিয়াছে; তবুও কি আপনি তাহার জানাযা নমায পড়িবেন?" তখন রসূলুল্লাহ সঃ বলেন,

لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ

وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلّٰهِ تَعَالَى؟

"বাস্তবিক সে এমন তওবাই করিয়াছে যে, ঐ তওবা যদি মদীনা বাসীদের সত্তর জনের মধ্যে বণ্টন করা হয় তাহা হইলে উহা তাহাদের সকলকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে। (অর্থাৎ সত্তর জন সাহাবীর তওবার সমষ্টির অনুরূপ তওবা সে করিয়াছে। কারণ,) সে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার [সন্তোষ লাভের] জন্য নিজ জীবন বিসর্জন দিল—ইহার চেয়ে শ্রেষ্ঠ তওবা তুমি কি আর পাইয়াছ?"[৮] মুসলিম

৭। ইমামগণ এ বিষয়ে এক মত যে, শাস্তির কারণ ব্যভিচারই হউক আর নরহত্যাই হউক, অথবা মদ্যপানই হউক আর সতী রমনী সম্বন্ধে ব্যভিচারের অপবাদই হউক; প্রাণদণ্ড ও বেত্রাঘাত শাস্তি স্ত্রীলোকের গর্ভাবস্থায় তাহার উপর জারী করা হইবে না। সন্তান-প্রসব পর্যন্ত তাহার ঐ শাস্তি স্থগিত থাকিবে, এবং সন্তান প্রসবের পরে ঐ শাস্তি দেওয়া হইবে।

কিন্তু সন্তান প্রসবের কত কাল পরে ঐ স্ত্রীলোককে শাস্তি দেওয়া হইবে সে সম্বন্ধে ইমাম নওবী বলেন যে, উহাতে ইমামদের মতভেদ রহিয়াছে। তিনি বলেন, "ইমাম শাফি'ঈ ও আহমদের মত এবং ইমাম মালিকের মশহুর মত এই যে, নবজাত শিশুর প্রতিপালনভার যে পর্যন্ত কেহ গ্রহণ না করে সে পর্যন্ত ঐ স্ত্রীলোকের প্রতি প্রাণদণ্ড দেওয়া হইবে না। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা বলেন যে, সন্তান প্রসবের পরে কাল বিলম্ব না করিয়া প্রস্তরাঘাতে ঐ স্ত্রীলোকের প্রাণ সংহার করা হইবে।"

ইমাম আবু হানীফা সম্বন্ধে ইমাম নওবীর মন্তব্যটি নির্ভুল নহে। বস্তুতঃ, এই মস্‌আলা সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফা অপর ইমামদের সহিত এক মত। তাঁহাদের দলীল হইতেছে মুসলিম হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত অপর একটি হাদীস। ঐ হাদীসে দেখা যায় যে, ব্যভিচার জনিত গর্ভবতী একজন স্ত্রীলোক রসূলুল্লাহ সঃ-র নিকটে শাস্তির আবেদন করিলে তিনি তাহাকে ঐ সময়েই শাস্তি দিবার নির্দেশ না দিয়া যখন ঐ স্ত্রীলোকটির নবজাত শিশুটী রুটি খাইতে পারিয়াছিল সেই সময়ে প্রস্তরাঘাতে ঐ স্ত্রীলোকটির প্রাণ-সংহারের নির্দেশ দেন।

www.ahlehadeethbd.org

৬৮৩। জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ রাঃ বলেন, নবী সঃ আস্‌লাম গোত্রের একজন পুরুষ লোককে এবং য়াহূদ জাতির একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোককে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করাইয়াছিলেন।—মুসলিম।

য়াহূদীদ্বয়ের প্রস্তরাঘাতে সংহারের বিবরণ ইব্ন 'উমর রাঃ র যবানী বুখারী ও মুসলিমে রহিয়াছে।

৮। এই হাদীস হইতে জানা যায় যে, যে পাপের জন্য 'হাদ্দ' জারী করা হয় সেই পাপটি ঐ হাদ্দ-শাস্তি ভোগের ফলে মাফ হইয়া যায় এবং তাহার জন্য মৌখিক তওবা উচ্চারণের প্রয়োজন হয় না।

সহীহ-বুখারী ও সহীহ মুসলিম গ্রন্থদ্বয়ে উবাদা ইব্ন সামিতের যবানী বর্ণিত একটি হাদীসও এই মর্মে পাওয়া যায়। হাদীসটি এই;

"রসূলুল্লাহ সঃ-র আশে পাশে উপবিষ্ট এক দল সাহাবীকে তিনি বলেন, তোমরা আমার হাতে এই বলিয়া বাইআত কর যে;

'তোমরা কোন বস্তুকে আল্লার সহিত শরীক মানিবে না; তোমরা চুরি করিবে না, তোমরা ব্যভিচার করিবে না, তোমরা নিজ সন্তানদের হত্যা করিবে না, তোমরা তোমাদের হাত পায়ের মাঝে (অর্থাৎ মনের মধ্যে) কোন মিথ্যা অপবাদ বানাইয়া লইবে না এবং কোন নেক কাজে না-ফরমানী করিবে না'।

অনন্তর তোমাদের যে কেহ এই প্রতিজ্ঞা পালন করিবে তাহার প্রতিদান আল্লার যিম্মায়। আর কেহ যদি এই সব ব্যাপারে কোন কিছু খিলাফ করিয়া বসে এবং তাহার ফলে তাহাকে যদি দুনয়াতে শাস্তি দেওয়া হয় তাহা হইলে তাহার ঐ শাস্তিভোগ তাহার ঐ পাপের কাফ্‌ফারা হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

# দেখে এলাম মক্কা মদীনা

ডাক্তার কামরুল ইসলাম বি এইচ এম এস

[২৫২৬ বছরের এক অবিবাহিত যুবক যে পথ ধরে অসম সাহসিকতার সঙ্গে মক্কা মদীনার পবিত্র ভূমির আকর্ষণে ঘরের-বাহির হয়ে বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে এসেছেন—তার সরস বৃত্তান্ত আশা করি শুধু পাঠকদের ভাল লাগবে তাই নয়—এই বিবরণী থেকে তারা অনেক কিছু ভাবাবার, শিখবার এবং প্রেরণা লাভের সুযোগ পাবেন। তাই তার লেখা সংশোধন ও সংক্ষেপনের পর পাঠকদের খেদমতে পেশ করা হচ্ছে—সহঃ সম্পাদক, তর্জুমান]

## যাত্রার সূচনা

১৯৬১ সালের ১৩ই ডিসেম্বর। আমি ঢাকার বিশিষ্ট হোমিও প্যাথ এবং ঢাকা হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজের বর্তমান প্রিন্সিপাল ডাঃ নূরুল ইসলাম সাহেবের চ্যাম্বারে শিক্ষা-নবিস হিসেবে রোগী পর্যবেক্ষণে ব্যস্ত, এমন সময় শুভ্র কেশ ও আরবীয় পোষাকে সজ্জিত এক ব্যক্তির আগমনে আমরা থমকে উঠলাম এবং সমস্ত চ্যাম্বারটা যেন কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে রইল। আগত ভদ্রলোকটির মুখের চেহারা এবং চোখের চাহনিই বলে দিচ্ছিল যে, তিনি একজন অভিজাত ও সুরুচীসম্পন্ন ভদ্রলোক।

আমরা জিজ্ঞাসু নেত্রে সবাই তাঁর দিকে তাকিয়ে আছি। ভাবলাম পাকিস্তানে যখন এসেছেন এবং আমাদের কাছে হাযীর হয়েছেন তখন এই আরবীয় ব্যাক্তিটি উর্দুতেই কথা বলবেন। কিন্তু বিস্ময়ের উপর বিস্ময় সৃষ্টি করলেন তিনি, যখন খাস বাংলা যবানে আমাদের সঙ্গে বাতচিত শুরু করে দিলেন।

আমরা সবাই নিজের নিজের কথা ভুলে গিয়ে তাঁর মুখে পবিত্র মক্কা শরীফের খবরাখবর মন্ত্র মুগ্ধের মত শুনতে লাগলাম। অনেকক্ষণ পর ডাক্তার সাহেব তাঁর আগমনের হেতু জিজ্ঞাস করায় জানা গেল যে, ইনি কিছুদিন যাবৎ আংশিক পক্ষাঘাত (প্যারালাইসিস) রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রথমে সউদী সরকারের হাসপাতালে, তৎপর দিল্লীতে হাকিমী চিকিৎসা ক'রে বিফল মনোরথ হয়ে পূর্ব-পাকিস্তানে এসে কবিরাজী চিকিৎসা করান। তাতেও স্থায়ী ফল না পাওয়ায় তাঁর ঢাকার বন্ধু পূর্বপাক সরকারের 'এডমিনিস্ট্রাটিভ অফিসার অব পুলিস' জনাব আলহাজ্ব আবেদ আহমদ মোল্লা সাহেবের পরামর্শ মতে হোমিও চিকিৎসা করানর জন্যই সেখানে তাঁর আগমন। আমি নীরবে অথচ অত্যন্ত আগ্রহের সাথে তার প্রতিটি কথা শুনছিলাম। তাঁর চেহারায় ব্যক্তিত্বের ছাপ, তাঁর কথা বলার মার্জিত ভঙ্গী এবং তাঁর আরবীয় আল-খেল্লা আমাকেই বোধ হয় সবার চাইতে বেশী মুগ্ধ ক'রেছিল।

কথায় কথায় সউদী আরবের চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং তৎসহ হোমিও চিকিৎসার বিপুল সম্ভাবনার কথা ব'লে তিনি ডাক্তার নূরুল ইসলাম সাহেবকে আকর্ষণের চেষ্টা করলেন।

ডাক্তার সাহেবের ঢাকাতেই বিপুল প্রসার ও প্রচুর আয়, কাজেই কম্পাউণ্ডার সাহেব আমার দিকে ইশারা করলেন, বললেন, এই নবীন ডাক্তারকে নিয়ে যান। এখানে বলা বোধ হয় অনবশ্যক হবে না যে, অতি শৈশব হতেই ইসলামের প্রতি আমার ভিতরে এক প্রবল আকর্ষণ অনুভব ক'রে আসছি। পিতা মরহুম আলহাজ সেকান্দর আলী ইস-

www.ahlehadeethbd.org

লামের নামে—আলিম উলামার খেদমতে ছিলেন আত্মনিবেদিত। জ্যেষ্ঠভ্রাতা জমঈয়ত সেক্রেটারী ও আরাফাত-সম্পাদক শ্রদ্ধেয় জনাব মৌলবী আবদুর রহমান সাহেবের কথা কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না। সেই একই রক্ত আমার শিরায় শিরায় প্রবাহিত। বাল্যকালে দীর্ঘদিন তাঁরই সাহচর্যে পাবনায় অবস্থান করি এবং সেই সুযোগে প্রাতঃস্মরণীয় মরহুম আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফীর সহবতে অবস্থানের ফলে ইসলামের প্রতি এই স্বাভাবিক আকর্ষণ আরও তীব্র এবং গভীর হয়ে উঠার সুযোগ লাভ করে।

ফলকথা, মক্কাবাসী ভদ্রলোকের কথা এবং তাঁর ইশারা আমার হৃদয়ের গোপন কন্দরে গিয়ে বাসা বাঁধল।

মনের কথা আমার মনেই রইল—আমি শুধু ভদ্রলোকের হোটেলের ঠিকানাটি নোট করে রাখলাম। পরের দিন অতি আগ্রহের সাথে গিয়ে হাযির হ'লাম তাঁর হোটেলে। তিনি উৎফুল্ল চিত্তে আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে তাঁর নিকটে বসালেন।

তারপর উৎসাহী শ্রোতা পেয়ে বলতে লাগলেন মক্কা মদীনা সউদী আরবের কাহিনী, বিশেষ করে হোমিও চিকিৎসার অভাবিত সুযোগ সম্ভাবনার কথা। আমি যেতে রাযী হলে তিনি সর্বতোভাবে সাহায্য মদদের পূর্ণ আশ্বাস দিতেও ভুললেন না।

এখানে ব'লে রাখা যেতে পারে যে, ঢাকা থেকে বি এইচ এম এস পাশ করার পর বিদেশ থেকে হোমিও চিকিৎসায় আরও উচ্চতর ডিগ্রীলাভ এবং অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য আমি লণ্ডন ও নিউইয়র্কের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম কিন্তু নানা কারণে সে চেষ্টায় বিফল হয়ে মনে মনে ব্যর্থতার বেদনায় গুমরে মরছিলাম, এমন সময় পবিত্র মক্কা নগরীতে এই সুযোগের সম্ভাবনা আমার হতাশ হৃদয়ে এক নব আশার বিদ্যুৎ-ঝলক খেলে গেল। উচ্চতর শিক্ষা হ'তে বঞ্চিত হলেও এবার আর এক সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা মনে জেগে উঠল এবং আমাকে পবিত্র মক্কা ভূমিতে যাবার জন্য প্রবল অনুপ্রেরণায় মাতিয়ে তুলল।

জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে আমার মনোবাসনা জানালাম এবং একদিন মক্কাবাসী ভদ্রলোককে দাওয়াত ক'রে ভ্রাতার শান্তিনগরস্থ বাসায় ডেকে এনে ভাইয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলাম। সে সময় আমার আব্বাজান ঢাকাতে ভাইয়ের বাসায় ছিলেন। তাঁর কাছে মনোবাসনা প্রকাশ করলাম, তিনি শুনে খুবই খুশী হলেন এবং উৎফুল্ল হয়ে মন্তব্য করলেন, "মক্কা যাওয়া ভাগ্যের কথা, খোদা যদি তোমার নছিবে লিখে থাকেন তবে তাতে আমার কোনই আপত্তি নেই।" প্রায় ৭০ বৎসর বয়স্কা বাংলা-পল্লীর এক প্রবীণার মুখ দিয়ে এই ত্যাগপূত ও তেজ-দীপ্ত কথাগুলো এত সহজে বের হবে তা আমি কল্পনাই করতে পারি নাই। মরহুম আব্বাজানের মৃত্যুর পর বড় ভাইকেই পিতৃতুল্য শ্রদ্ধা করতাম এবং তিনিও আমাকে পুত্রাধিক স্নেহ করে এসেছেন। তাই তাঁর গভীর অপত্যস্নেহের কারণে আমাকে বিদায়ের অনুমতি দিতে একদিকে যেমন তাঁর মন সায় দিচ্ছিল না, অন্য দিকে আবার বৃহত্তর কল্যাণের দিকে চেয়ে মানা করতেও পারলেন না।

আমার তথায় যাওয়ার সংকল্পের পশ্চাতে ছিল প্রধানতঃ দু'টো কারণ। প্রথম : বিশ্বের সমস্ত মুসলমানদের মিলন কেন্দ্রে হাজীদের সেবা স্বরূপ চিকিৎসা কার্য্য পরিচালনা, দ্বিতীয় : সৌদি আরবের, বিশেষতঃ মক্কা মদীনার সহিত বাংলার মুসলমানদের আত্মীয়তার যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে সেটাকে আরও নিবিড় করে তোলা। লোকে বলে থাকেন এবং আমার দীর্ঘ সফরেও প্রত্যক্ষ করলাম যে, বিশ্বের মুসলমানদের মধ্যে বাংলার মুসলমানরাই অধিকতম ধর্মভীরু। আমেরিকা, রাশিয়া এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশের কত কথাই না আমরা সংবাদ পত্রের মারফত জানতে পারি। কত বাজে, অপ্রয়োজনীয় এবং অভব্য কথা আমাদের পত্রিকাগুলোর পৃষ্ঠা সমূহে স্থান লাভ করে থাকে

www.ahlehadeethbd.org

Contents



কিন্তু যে দেশ ইসলামের প্রাণ-কেন্দ্র, যে মক্কা-মদীনার সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তার নিবিড় সম্পর্ক সে দেশে ও সেই পবিত্র নগরীদ্বয়ের খুব কম সংবাদই আমরা জানতে পারি।

তাই আমার উদ্দেশ্য ছিল যদি খোদা আমাকে সে দেশে কিছুদিনও থাকার তওফিক দেন তবে সে দেশের সংবাদ ও তথ্যাবলী আমি আমাদের 'আরাফাতের' মাধ্যমে এদেশের আগ্রহ-ব্যাকুল পাঠক-দিগকে উপহার দিব।

এবার মক্কাবাসী ভদ্রলোকটির কিঞ্চিৎ পরিচয় দিচ্ছি। তাঁর আসল নামটি নাই বল্লাম। আল্লার এক বান্দা তিনি কাজেই ধরে নিন তাঁর নাম আবদুল্লাহ অথবা যেহেতু ভাগ্যবান তিনি, বলতে পারেন তাঁর নাম সাদ'ৎ আলী। আসলে তিনি বাঙ্গালী, দক্ষিণ বঙ্গের কোন এক জিলায় তাঁর বাড়ী, জমি জমা ঢের রয়েছে সেখানে, কিন্তু যে ভাবেই হোক তিনি দীর্ঘদিন পূর্বে মক্কা মুয়ায্যমায় গিয়ে সউদী আরবের বাসিন্দা হয়ে যান, সেখাই তিনি বিবাহ করেন, পুত্র কন্যাও হয়। এখন সেখানে তিনি শুধু বিরাট সম্পত্তির মালিকই নন, বিপুল প্রতিপত্তিরও অধিকারী। নিজে মু'আল্লিম নন, কিন্তু অপর মু'আল্লিমের প্রতিনিধি হয়ে তিনি কাজ করেন। মাঝে মাঝে দেশে আসেন। রথ দেখা ও কলা বেচা উভয়ই হয়। দেশের সম্পত্তি এবং আত্মীয় স্বজনদের তিনি দেখে যান আর পুরাতন হাজীদের সাথে মুলাকাত ক'রে ভাবী হাজীদের তত্ত্বতালাশ নিয়ে তাঁর মু'আল্লিমের ছাপান কার্ড এবং আবেদন পত্র গুলোও ছড়িয়ে যান। বয়স বোধ হয় ৭০ এর কাছাকাছি হ'বে।

জনাব সা'দত আলী সাহেব ঢাকায় কিছুদিন চিকিৎসাধীন থাকার পর বাড়ী গেলেন। বাড়ী থেকে ফিরে এসে আমাকে খবর দিলেন দেখা করতে। সাক্ষাৎ ঘটল। কিন্তু এবার তিনি একা নন। সঙ্গে একটি মেয়ে। বয়স ১৮।২০ বছর হবে। পরমা সুন্দরী না হলেও, কোনদিক দিয়েই অসুন্দর বলার উপায় নেই, মুখে হাসি প্রায় লেগেই আছে, হৃদয়ের খবর আল্লাহ জানেন। সংক্ষেপ কথা, পূর্বে বিবাহ হয়েছিল, স্বামীর সঙ্গে বনিবনাও হয়নি, তালাক নেওয়া হয়েছে এবং মক্কাবাসী ধনবান এই ভদ্রলোকের সঙ্গে সম্প্রতি বিবাহ হয়েছে। গরীব শ্বশুরের অর্থাভাবও সঙ্গে সঙ্গে দূর হয়েছে। এবং মেয়েটির—পোড়া বাংলা থেকে পবিত্র ধাম মক্কা যাওয়ার পথও এখন প্রশস্ত হয়েছে। এজন্য তিনি অসুখী—এমন কোন ভাব তাঁর চেহারায় দেখা গেল না।

আল-হাজ সা'দৎ আলী সাহেব তাঁর নব পরিণিতা স্ত্রীটিকে নিয়ে এবার মক্কা রওয়ানা হবেন। বিলম্ব কেবল স্ত্রীর পাসপোর্ট ভিসার ঝামেলা নিয়ে। এজন্য তাঁদের কিছুদিন ঢাকাতে অবস্থান করতে হ'ল এবং সেই সুযোগে আমি 'খালা আম্মাকে' (বলতে ভুলে গেছি তাঁকে তাঁর পরিচয় লাভের পর আমি খালা আম্মা বলে ডাকতে শুরু করেছি) ভ্রাতার বাসায় তাঁর স্বামীসহ দাওয়াত করে আনলাম। পরিচয় এবং আকর্ষণ আরও বাড়ল।

সা'দৎ সাহেব তাঁর স্ত্রীর পাসপোর্ট যোগাড় করার সময় আমাকেও তাঁর সাথে নিয়ে যাওয়ার জন্য পাসপোর্ট করতে বললেন এবং যেতে যা খরচ লাগে তাও বহন করতে রাজী হলেন। কিন্তু একজনের আর্থিক অনুগ্রহের উপর ভরসা করে যাওয়ার ঝুঁকি গ্রহণ করতে মন সায় দিলনা। সেই মুহূর্তে আমার হাতেও টাকা ছিল না। তাই তাদেরকে বিদায় দিয়ে জামালপুরে চলে আসলাম। এদিকে আমার অন্যান্য ভাই ও আত্মীয় স্বজনের এটা মোটেই ইচ্ছা নয় যে, আমি তাদের স্নেহ-আকর্ষণ হ'তে এত দূরে সড়ে যাই। আমার ছোট ভাই প্রফেসর আবদুল গণী সাহেব তখন জামালপুর আশেক মাহমুদ কলেজে যোগদান করেছেন। আমার উপর তাঁর দান এবং টান উভয় ছিল খুব বেশী। তাই স্বাভাবিক কারণেই তিনিও আমাকে ছাড়তে রাজী ছিলেন না। তাঁর আহ্বানে ঢাকা হতে আমাকে জামালপুরে এসে প্র্যাকটিস শুরু করতে হলো। কিন্তু মন কিছুতেই

www.ahlehadeethbd.org

জামালপুর শহরে ডিসপেন্সারী খুলে হোমিও চিকিৎসা শুরু ক'রে দিয়েছি ; চিকিৎসার প্রতি আগ্রহ এবং রোগীদের প্রতি যথাযোগ্য মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। কিন্তু মন আমার ঘুরে বেড়ায় মক্কা মুয়ায্যমার পথে প্রান্তরে, কাবা শরীফের ভিতরে বাহিরে, মদীনা মনওওয়ারার অলী গলীতে, রসুলুল্লার (দঃ) জন্ম ও কর্মভূমিতে।

সা'দত আলী সাহেবের সঙ্গে চিঠির আদান প্রদান নিয়মিত ভাবেই চলছে। তিনি আহ্বান জানাচ্ছেন সাদরে, আশ্বাস দিচ্ছেন সর্বপ্রকার সাহায্যের।

এর মধ্যে জামালপুরের—আমাদেরই মহল্লা থেকে ১৯৬৩ সালে জনাব মৌলবী আবদুল হালীম এবং তাঁর শ্বশুর জনাব কসরউদ্দীন সরকার সাহেব হজের পারমিট পেয়ে রওয়ানা হলেন পবিত্রধামে। তাঁরা আমার চিঠি নিয়ে মক্কায় সা'দত আলী সাহেবের তত্বাবধানেই রইলেন। তাঁদের ফিরবার সময় সা'দত সাহেব আমার জন্য একটা ঘড়ি এবং আরও কিছু উপহার পাঠালেন তাদের মাধ্যমে। তাঁরা আমার যাওয়ার সম্বন্ধে কিছু উৎসাহ এবং কিছু নিরুৎসাহের বাণী শুনালেন তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে। উৎসাহ-টাই আমার মন ধরে রাখল। নিরুৎসাহটাকে ঝাটিয়ে দূরে তাড়িয়ে দিল। হাজী আবদুল হালীম সাহেব বয়সে প্রবীণ হলেও স্বাস্থ্য এবং মনের দিক দিয়ে এখনও নবীন। তার কথায় কথায় রস। রসিকতার সঙ্গেই আমাকে জানালেন, সা'দত সাহেবের এক মেয়ের বিবাহ কিছু দিন পূর্বেই হয়ে গেছে, তবে আর একটি মেয়ে এখনো আছে। সে এখন পড়ছে।

ইতিমধ্যে আমি দুটো স্বপ্ন দেখলাম। প্রথমটিতে দেখলাম : একটি পাহাড়। পাহাড় থেকে বের হয়েছে একটি ঝরণা, ঝরণার পানি যেমন স্বচ্ছ তেমনি শীতল। আমি সেখানে সেই পানিতে গোছল করলাম। শরীর ক্লেদমুক্ত, নির্মল এবং হালকা হয়ে উঠল। তৃপ্তিতে মন ভরে উঠল। দ্বিতীয় স্বপ্নে আমি দেখতে পেলাম, এক আরবীয় কিশোরী, সাদা ধবধবে কাপড় পরিহিতা আমার সঙ্গে আলাপ রতা। যদিও আরাবী তবু আমার সঙ্গে আলাপ করছে আমার মাতৃভাষায়, অনর্গল কথা বলে চলেছে পরিষ্কার বাংলায়। মনে হচ্ছিল যেন কতদিনের পরিচিত।

স্বপ্নের কথা কাউকে না বলে এর তা'বীর জানার জন্য এক বুযুর্গ আলেমের শরণাপন্ন হলাম। তিনি এর একটা ব্যাখ্যা শুনালেন আমাকে। আমার আগ্রহের প্রদীপে ঘৃতাহুতি পড়ল। পূর্বেই ইণ্টার ন্যাশন্যাল পাসপোর্টের জন্য দরখাস্ত দেওয়া ছিল। ইতিমধ্যে আমার আই, বি ও অন্যান্য ইনকোয়ারীর পর সিকিউরিটির জন্য ৫০০৲ টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিবার নির্দেশ বয়ে ঢাকা পাস পোর্ট অফিস হতে পত্র এসে গিয়েছিল। এতদিন স্থির-সঙ্কল্প হইনি বলে টাকা জমা দিইনি। এবার মনের দ্বিধা দ্বন্দ্ব দূর হয়ে গেছে, মা এবং বড় ভাইকে বলে এবং আর সবার নিকট আপাততঃ গোপন রেখে ১৯৬৩ সনের ১৮ই নবেম্বর ঢাকায় এসে ষ্টেট ব্যাংকে ৫০০ টাকা সিকিউরিটি স্বরূপ জমা দিয়ে ফেল্লাম। এর মাত্র ১৮ দিন পরই ৭ই ডিসে-ম্বর আমি আমার ইন্টারন্যাশন্যাল পাসপোর্ট খানা পেয়ে যাই। সাধারণতঃ এত শীঘ্র ইণ্টারন্যাশন্যাল পাসপোর্ট লাভ করা সম্ভব হয় না। তবে পাস-পোর্ট অফিসে কোন পরিচিত লোক বা বন্ধু-বান্ধব থাকলে অনেকটা সুবিধে হয়। এ ব্যাপারে আমার বন্ধু উক্ত অফিসের হেড একাউনট্যাণ্ট মিঃ ইস্তাজ আলীর সহায়তা ভুলবার নয়। এই প্রবন্ধের পাঠক-দের মধ্যে কারও কারও সউদী আরব অথবা অন্য কোন দেশ ঘুরবার আগ্রহ হ'তে পারে, সেজন্য ইণ্টারন্যাশন্যাল পাসপোর্ট ও ভিসা সংগ্রহের নিয়ম পদ্ধতি, সে সব কথা বিদেশী মুদ্রা পাওয়ার উপায় এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় করাচীর বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখবার বাসনা রইল।

আমার পাসপোর্ট হাতে আসার প্রায় ১০।১২ দিন পর ভাইগণ এবং বাড়ীর অপর সকলের নিকট সে

www.ahlehadeethbd.org

কথা প্রকাশ করা হ'ল। তাঁরা প্রথমটায় কিছু হতচকিত হলেও আমার কঠোর সঙ্কল্প, দৃঢ় মনোবল আর খোদার ঘর দর্শনের তীব্র আকাঙ্খা দেখে অবশেষে সবাই হাসি মুখে বিদায় দিবার জন্য প্রস্তুত হলেন। হজ্জের সময় ঘনিয়ে আসছে আর হজ্জেচ্ছু প্রার্থীগণ পারমিটের অনিশ্চয়তার আশা নৈরাশ্যের মাঝে দিন কাটাচ্ছেন—এমনি সময় আন্তর্জাতিক পাস পোর্টে করাচী হয়ে বাহরায়েনের পথে অজানা অচেনা পথে একা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত আমি। ক'বে ফিরব এবং আদৌ ফিরব কিনা এই কথা ভেবে আত্মীয় স্বজন এবং বিশেষ ক'রে আমার স্নেহময়ী মা চিন্তায় অস্থির। তাঁদের সবাইকে আমি এই বলে সান্ত্বনা দিলাম, যদি আমার নসিবে সরকারী ভাবে সেখানে থাকার সুব্যবস্থা হয় তবে ত থেকে যাব, এবং সম্ভব হ'লে দু'চার বছর পর দেশে এসে ঘুরে যাব। নচেৎ হজ্জ ক্রিয়া সমাধার পরই দেশে চলে আসব। আমার ইচ্ছা ছিল ইণ্ডিয়া হয়ে যাওয়ার, কিন্তু মিঞা ভাই জনাব মৌলবী আবদুর রহমান সাহেব ভারতের রাস্তার নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে না পেরে আমাকে তিনি সে পথে যেতে নিষেধ করলেন। কাজেই বিমানে করাচী যাওয়াই স্থির হ'ল। সংসারের কিছু ঝামেলা ছিল। ভাইদের সঙ্গে দেন দরবার ছিল। তদুপরি প্লেনে যাওয়ার জন্য অতিরিক্ত খরচের প্রশ্ন ছিল। এজন্য মিঞা ভাইকে বাড়ীতে এসে এসব ব্যবস্থার সহায়তা করতে হ'ল।

প্লেনের টিকেট কেনা হ'ল। ১৩ই জানুয়ারী (১৯৬৪) সন্ধ্যা ৭টার প্লেনে তেজগাঁ হতে যাত্রা শুরু করতে হবে। হাতে মাত্র ৬দিন সময়। খুব তাড়া-হুড়া ক'রেই প্রস্তুত এবং বিদায় গ্রহণের পালা শেষ করতে হ'ল। এক দৌড়ে ভাতিজি জাহানারাকে দেখার জন্য পাবনা থেকেও ঘুরে আসতে হ'ল।

এবার বিদায়ের পালা। আমাদের গ্রামের বর্তমান নাম ইকবালপুর। এই গ্রামের উৎসাহী যুবকদের নিয়ে একটা উন্নয়ন সংঘ গড়ে তুলেছিলাম। সংঘের সদস্যগণ ১১ই জানুয়ারী এক বিদায় সভার আয়োজন করে আমাকে আনুষ্ঠানিক ভাবে বিদায় সম্ভাষণ জানালেন। ১২ই জানুয়ারী গ্রামের মুরুব্বী মাতাব্বর এবং আত্মীয় স্বজনদের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে ভাইদের সঙ্গে একত্রে বসে আহার শেষ করলাম। রিকশায় আরোহণের সময় বোন এবং ভাবীরা ফোঁপিয়ে ফোঁপিয়ে কাঁদলেন। যেতে দিতে কারোরই ইচ্ছা হয় না কিন্তু তবু হায়! যেতে দিতে হয়। এই সংসারের নিয়ম, প্রকৃতি রাজ্যেও ঐ একই লীলা চলছে। রবীন্দ্রনাথ তার 'যেতে নাহি দিব' কবিতায় এই দার্শনিক তত্ত্ব অতি সুন্দর ভাবেই ফুটিয়ে তুলেছেন। আমাকে ষ্টেশন পর্যন্ত এগিয়ে দেওয়ার জন্য বন্ধুবান্ধব ও আপন জন ষ্টেশনে চললেন। ১৫টি রিকশার এক মিছিল চলল জামালপুর ষ্টেশন পর্যন্ত। ষ্টেশনেও সেই একই দৃশ্যের অবতারণা। ভাতিজা মুজিবরের বুক ভাঙ্গা কান্নায় আমি নিজেও নিজেকে সামলাতে পারলাম না। নিজেকে খুবই শক্ত করে রেখেছিলাম কিন্তু নিজের অজ্ঞাতেই কোথা থেকে দুই চোখ বেয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়তে লাগল।

গাড়ী ছেড়ে দিল, সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় দ্রুত-যান ঢাকায় পৌঁছে গেল। সঙ্গে আমার মা, ভাই আবদুল মজিদ, ভ্রাতুষ্পুত্রী আনোয়ারা এবং ভাগিনে আবদুল হান্নান। আইউব গেট নিউ কলোনীতে ভাইএর বাসায় রাত্রি বাসের পর পর দিবস বেলা ৩ ঘটিকা পর্যন্ত ঢাকায় বন্ধু বান্ধব এবং শুভেচ্ছা কামীদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতে কেটে গেল। মার দোওয়া এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতার স্নেহের দান সংগে নিয়ে সন্ধ্যার পূর্বে বিমান ঘাটিতে পৌঁছে গেলাম। আমাকে শেষ বিদায় দানের জন্য মা, মিঞা ভাই, ভাবী, তাদের ছেলে মেয়ে, অতিরিক্তে অবস্থানরত আমার ভগ্নি রাজিয়া খাতুন, ভগ্নিপতি মৌঃ মাহতাবুদ্দীন, জামালপুর থেকে আগত আবদুল মজিদ ভাই, জমঈয়তে আহলে হাদীসের কর্মী জনাব মওলানা আবদুল হক হক্কানী এবং আরও অনেকে বিমান বন্দরে উপস্থিত ছিলেন।

( ৭১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )

www.ahlehadeethbd.org

# শহীদে মিল্লতের আখেরী সফর

মূলঃ নওয়াব সিদ্দীক আলী খান

অনুবাদঃ মোহাম্মদ আবদুছ ছামাদ

আকাশের তারকারাজি চাঁদের রূপালী ঝলকে মিটিমিটি চমকাচ্ছিল। শেষ রাতের ঘুমপাড়ানী স্নিগ্ধ বায়ু পৃথিবীর প্রত্যেকটি বস্তুকে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত করে রেখেছিল এবং সুবহে কাযিবের ধীর পদক্ষেপ সেই শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ক্রমেই এগিয়ে চলেছিল; এমনি অবস্থায় আমি উঠে বসলাম। কারণ আমাকে কায়দে মিল্লতের সহগামী হয়ে রাওয়ালপিণ্ডি যেতে হবে। কয়েক দিন আগে থেকেই ৫ দিবস সফরসূচীর প্রোগ্রাম ঠিক হয়ে গিয়েছিল। প্রথমে সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের কথা ছিলনা, তখন আমাকে সহযাত্রীদের অন্তর্ভুক্তও করা হয় নাই। ১৯৫১ এর ১১ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার রাত্রে আমাকে নির্দেশ দেওয়া হলো যে, রাওয়ালপিণ্ডিতে সাধারণ সভার এন্তেযাম করতে হবে, তাতে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করার পরিকল্পনা রয়েছে। ১৫ই অক্টোবর সোমবার বেলা ১১টায় আমাকে ডেকে পাঠান হয়। আমি উপস্থিত হলে উযীরে আ'যম বল্লেনঃ করাচীতে আপনার বিশেষ কোন কাজ আছে? উত্তরে আমি আরয কর্‌লামঃ আপনার খিদমত ছাড়া আর কি কাজই বা আমার থাক্‌তে পারে! তাঁর মুখমণ্ডলে পরিদৃষ্ট হলো একটি স্মিত হাসি। তিনি বললেনঃ "আপনাকে আমার সাথে যাওয়া এজন্যও আবশ্যক যে, অনেক লোক সাক্ষাতের জন্য এসে বিরক্ত করবে; অধিকন্তু হয়ত এমন কোন রাজনৈতিক ব্যাপারও দেখা দিতে পারে যাতে আপনার উপস্থিতি প্রয়োজন হবে।" সার কথা হচ্ছে যে, ১৬ই অক্টোবরে শেষবারের মত তাঁর সফরের সাথী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ কর্‌লাম। খুব সম্ভব এটাও আল্লার ইচ্ছা ছিল যে, অন্তিম সময় পর্যন্ত আমি তাঁর সাহচার্য লাভ করবো।

সকাল ঠিক সাড়ে সাতটায় যথা নিয়মে আমি উযীরে আ'যমের বাসভবনে পৌঁছলাম। বড় সিড়ির সম্মুখে খোলা জায়গায় আমি তাঁর প্রতীক্ষা করছিলাম। কয়েক মিনিট পরই বন্ধ কলার সাদা সুট পরিধান করে তিনি সিড়িতে পদার্পণ করলেন। এ অবস্থায় স্নেহাস্পদ আশরাফ ও আকবর তাদের বগলে ব্যাগ ঝুলিয়ে তাঁর পশ্চাতেই আসছিল। উযীরে আযমের মুখমণ্ডলে ছিল সেই মৃদু হাসি। আমার সালামের জওয়াব দিতে দিতে তিনি চলার নির্দেশ দিলেন। যখন আমরা তাঁর কাল ক্যাডিলাক

# দেখে এলাম মক্কা মদীনা

( ৭০ পৃষ্ঠার পর )

সে বিদায়ের দৃশ্যের বর্ণনা দেওয়ার ভাষা আমার জানা নেই। এখানে কেউ ফোঁপিয়ে কাঁদলেন না। হয়ত বিমান বন্দরের আন্তর্জাতিক পরিবেশে তেমন করে কাঁদা সম্ভব ছিল না। কিন্তু হৃদয় দিয়ে অনুভব করলাম সকলের হৃদয় অভ্যন্তরের অবরুদ্ধ কান্না! বিদায় ক্ষণে মা'র চোখ দিয়ে অঝোর ঝরে পানি বয়ে চলেছিল।

সকলের কাছ থেকে শেষ বিদায় নিতে গেলাম, মা এবং দু ভাইয়ের স্নেহচুম্বনে আমার ললাটদেশ সিক্ত হ'ল। চোখমুছে অবশেষে বিমান বন্দরের ভিতরের চত্বরে ঢুকতে হ'ল।

৭-৫ মিনিটে অতিকায় জেট বিমান যাত্রা শুরু করল। প্রচণ্ড শব্দে মুহূর্তে অনন্ত নীল আকাশে ছুটে চলল—ঢাকার বিজলী বাতির মিছিল ক্ষণিকের মধ্যে চোখের আড়ালে সরে পড়ল, বাইরে সীমাহীন আঁধার ভেদ করে জেট দৈত্য পশ্চিম দিকে ধেয়ে চলল। পিছে পড়ে রইল ২৫ বছরের স্মৃতি-জড়িত মাতৃভূমি, পাক-বাংলার শস্য শ্যামল মাটি আর কুলু-কুলু ধ্বনিতে বয়ে চলা নদনদী! [ক্রমশঃ]

www.ahlehadeethbd.org

Contents



কা'রের নিকট পৌঁছলাম তখন আকবর বললো, আব্বা! আমরা আপনার সাথে পিণ্ডি যাব। স্নেহ ও মমতায় আপ্লুত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তিনি বললেন, না, তোমরা স্কুলে যাবে। তিনি উভয় বাছাধনকে "খোদা হাফেয" বললেন। ছেলেরা স্কুলে রওয়ানা হলো আর আমরা বিমান বন্দরের দিকে যাত্রা করলাম।

তাঁর অভ্যাস মত তিনি আমাকে তাঁরই পার্শ্বে বসালেন। আমি বললাম, সংবাদ পেলাম যে, রাওয়ালপিণ্ডিতে বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। একথা শুনেই তিনি তাঁর খাস খাদেম আবদুল গণীকে জিজ্ঞেস করলেন, কম্বলটি এনেছ কি? 'জি হাঁ এনেছি' বলে সে উত্তর দিল। মোরীপুরের রাস্তা শীঘ্রই অতিক্রম করা হলো। মোরীপুর পৌঁছে আমি আমার ঘড়ি দেখিয়ে বললাম, আজকে আমরা সঠিক সময়েই পৌঁছেছি। তিনি গম্ভীর স্বরে বললেন, "সর্বদাই আমাদেরকে সময়ের সদ্ব্যবহার ক'রে চলা উচিত"। যে সব বন্ধু বান্ধব বিদায় সম্বর্ধনা জানাতে বিমান বন্দরে এসেছিলেন তাঁরা মোলাকাত অন্তে বিদায় গ্রহণ করলেন। আমরা বিমানে আরোহণ করলাম। বিমান ঠিক আট টার সময় আকাশ পথে উড়ে মহান মুসাফির বক্ষে ধারণ পূর্বক দ্রুত গতিতে গন্তব্য স্থানের দিকেছুটে চললো যেখানে গৌরবময় শাহাদত তাঁর জন্য এন্তেযার করছিল।

যেহেতু তিনি আমাকে সর্বদাই অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সহকর্মী বলে মনে করতেন, কাজেই আমাকে তাঁর সাথে কেবিনেই বসালেন। সাড়ে নটায় আবদুল গণীকে নাশতা আনতে বললেন। আমরা সাড়ে নটা পর্যন্ত খবরের কাগজ পড়ছিলাম আর প্রসঙ্গতঃ বিভিন্ন ব্যাপারে কথোপাকথনও হচ্ছিল। এসব আলাপ আলোচনার মধ্যে ঐ বিমানটির আলোচনাই সমধিক উল্লেখযোগ্য যে বিমান খাস করে তাঁর জন্যই নির্মিত হচ্ছিল। ছোট টেবিলে নাশ্‌তা পরিবেশিত হলো আর আমরা আগ্রহভরে খেয়ে নিলাম। নাশ্‌তা শেষ হলে পরে ডপুটী প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ এম, মোহাম্মদ দেশরক্ষা দফ্‌তরের কাগজপত্রগুলো পেশ করলেন যা তিনি দেখ্‌তে থাক্‌লেন। যথা সময়ে আমরা চক্‌লালা বিমানবন্দরে পৌঁছে গেলাম। সময়ের কেমন সদ্ব্যবহার করা হয়েছিল তা বিশেষ ভাবে লক্ষ্যযোগ্য। সাক্ষাৎকামী গুণমুগ্ধ বিশেষ ব্যক্তিগণ তাঁকে বেষ্টিত করলেন। প্রত্যেক সাক্ষাৎকারীর রুচি মাফিক বাক্য তাঁর ভিতরে স্বভাব সঞ্জাত ছিল। জনগণের চেহারায় ফুটে উঠেছিল আনন্দের রেখা। আর সকলেই ছিল উৎফুল্ল ও উল্লসিত।

সার্কিট হাউজে পৌঁছেই উযীরে আ'যম ইসমাঈল দর্জিকে ডেকে পাঠাতে আদেশ করলেন। দুটি স্যুট কেটে ছেঁটে ঠিক করতে হবে, এগোলো তারই ফার্মের প্রস্তুত। দরজী এসে গেল। প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়ে তাকে স্যুট দিয়ে দেওয়া হলো এবং তাকীদ করা হলো যে, করাচী রওয়ানা হওয়ার পূর্বে ফেরত দিতে হবে। এরপর তিনি আমাকে জেনে নিতে বললেন যে, ক্যাম্বলপুর কত দূর এবং সেখানকার সফর সম্পন্ন করতে কি পরিমাণ সময় লাগতে পারে। অতঃপর নওয়াব গুরমানীর সাথে ড্রইং রুমে তাঁর গোপন আলাপ আলোচনা চললো। আমি দফতরে চলে গেলাম, কেননা তথায় কিছু লোক আমার এন্তেযারে ছিল। তাঁদের মধ্যে উযীরে আ'যমের সাথে সাক্ষাৎকামীদের সংখ্যাই ছিল অধিক। আমি প্রত্যেকের কাছে সাক্ষাতের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করলাম এবং তার একটা ফিহরিস্তও ঠিক করে ফেল্‌লাম, যাতে করে তাঁরা ক্যাম্বলপুর থেকে ফিরে আসার পর ১৮, ১৯ ও ২০ তারিখে উযীরে আ'যমের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ লাভ করতে পারে। আমি প্রায় দেড়টায় উযীরে আ'যমের কামরায় গেলাম। তখন তিনি একাকী বসেছিলেন। আমি নিবেদন করলাম, জল্‌দী করে খেয়ে নিয়ে একটু আরাম করুন! তিনি বল্‌লেন, খানা আনতে পাঠিয়েছি এবং আহারান্তে আরাম কর্‌বো।

আশ্চর্যের বিষয়, সেদিন আমার দুপুরের খানা

www.ahlehadeethbd.org

Contents



খাওয়া হয়নি। বিমান সফরের পর আমার আহারের রুচি ছিল না। শু'তে ইচ্ছা করলাম, কিন্তু ঘুম আসলো না, কেবল পাশ ফিরতে লাগলাম। প্রায় ৩টার সময় বাথরুম থেকে তাঁর কাসির আওয়াজ শোনা গেল। তাঁর বাথরুম আমার কামরা ও গোসলখানার সাথেই সংযুক্ত ছিল। আমি ঘাবড়িয়ে গেলাম তিনি এত তাড়াতাড়ি কেন উঠে বসলেন। আমি তাড়াতাড়ি কাপড় পরিধান করে ওয়াইটিং রুমে পৌঁছলাম তখন সম্ভবতঃ সাড়ে তিনটা বাজছিল। কমিশনার ইনআমুর রহীম সাহেবকে তথায় উপবিষ্ট দেখতে পেলাম। তিনি হয়ত কিছু বলতে চাচ্ছিলেন এমন সময় উযীরে আ'যমের 'কার' এসে হাযির হলো। তিনি খাকী রংগের শেরওয়ানী এবং বাদামী রংগের জিন্নাহ ক্যাপ পরেছিলেন। আমি বললাম আপনার আরও কিছুক্ষণ আরাম করা উচিত ছিল। তিনি মৃদু হেসে বললেন, কমিশনার সাহেব তো বলছিলেন, সাড়ে তিনটায় সভাস্থলে যেতে হবে। আমি বললাম, যখন ৪টা বাজতে ১২ মিনিট বাকী তখন আমরা রওয়ানা হবো একথা শুনে তিনি বসে পড়লেন এবং কমিশনার সাহেবকে শীত, মশা মাছি প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, গভর্ণর জেনারেল সাহেব নথিয়াগলী থেকে কবে ফিরছেন?

অবশেষে সারকিট হাউজ থেকে রওয়ানা হওয়ার দুঃসময়টি এসে গেল। ট্যাক্সীর পেছনের সিটে উযীরে আ'যমের সাথে গিয়ে বসলেন কমিশনার সাহেব। সম্মুখের সিটে আমি ড্রাইভারের সাথে বসার জন্য যাচ্ছি, দরজা না খুলতেই তিনি বললেন, "আপনি আমার কাছে এসে বসুন"। আমি উভয়ের মাঝের আসন গ্রহণ করলাম। ট্যাক্সী চললো। পথে দেখা গেল অনেক লোক সভাস্থলের দিকে যাচ্ছে। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন "সভায় যথেষ্ট লোক সমাগম হবে কি? আমি আশ্বাস দিলাম যে, খুব বেশী জনসমাগম হবে; কেননা দুটা থেকেই অফিসগুলো ছুটি দেওয়া হয়েছে। শেষ পর্যন্ত আমরা সভাস্থলে পৌঁছলাম।

তোরণদ্বারে স্থানীয় কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁকে অভ্যর্থিত ও মাল্যভূষিত করেন। তাঁদের সাথে পরিচয় করানো হলো। ন্যাশন্যাল গার্ডের দণ্ডায়মান দুটো লাইনের মধ্য দিয়ে তরবারী ও 'বর্শা-ফলকের তল দিয়ে সালাম গ্রহণ করতে করতে তিনি আনন্দিত ও উৎসাহিত চিত্তে সভামঞ্চের দিকে এগিয়ে চললেন। জনগণ করতালি ও জিন্দাবাদ ধ্বনিতে তাদের হৃদয় উল্লাস প্রকাশ করলো। তিনি একটি বড় কুরসীতে আসন গ্রহণ করলেন। জাতির নব দুলালের কণ্ঠে মাল্য সুশোভিত। বুটি তোলা কিংখাব বার বার গণ্ডদেশ চুম্বন করে চরম বে-আদবী প্রদর্শন করছিল, আমি উঠে গিয়ে তা হটিয়ে দিলাম। কারী সাহেব কোরআন মজীদ তেলাওত করে জলসার উদ্বোধন করলেন। রাওয়ালপিণ্ডি পৌর সভার চেয়ারম্যান সাহেব অভিনন্দন পত্র পাঠ করলেন। স্থানীয় মুসলিম লীগ প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ উমর সাহেব রাওয়ালপিণ্ডি নগরবাসীর তরফ থেকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁকে এই দৃঢ় আশ্বাস জানালেন যে, পাকিস্তানের হিফাযত ও স্থায়িত্বের জন্য এবং কাশ্মীরের আযাদী লাভের নিমিত্ত সর্ব প্রকার ত্যাগ স্বীকারে সকলে প্রস্তুত। অতঃপর উযীরে আ'যমকে অনুরোধ করা হলো, তিনি যেন তাঁর হৃদয়গ্রাহী ভাষণ দ্বারা উৎসাহী জনতাকে কৃতার্থ করেন।

আমি আমার চিরাচরিত অভ্যাসমতে তাঁর কুরসীর অব্যবহিত পেছনেই বিছানায় বসেছিলাম। পাকিস্তানের আশা আকাংখার একমাত্র প্রতিভূ, গরীব ও মুহাজিরদের আশ্রয়, আট কোটি মুসলমানদের প্রিয় নেতা, কায়েদে আ'যমের দক্ষিণ হস্ত ও প্রকৃত প্রতিনিধি, দৃঢ়তা ও স্থিরতার মূর্ত প্রতীক উযীরে আ'যম পূর্ণ ব্যক্তিত্ব ও গাম্ভীর্য এবং পূর্ণ স্থৈর্য ও শান্তি সহকারে উৎসুক দর্শক ও উৎকণ্ঠিত শ্রোতৃ-মণ্ডলীর উদ্দেশ্যে মাইক্রোফনের দিকে এগিয়ে চললেন। প্রায় একলক্ষ জনতা "করতালি" এবং

www.ahlehadeethbd.org

Contents



"লিয়াকত আলী খান জিন্দাবাদ! ধ্বনিতে উল্লাসে ও আনন্দে ফেটে পড়ল। জনতা মন্ত্রমুগ্ধ নয়নে তাদের জনপ্রিয়, দিগ্বী, চিন্তাশীল, দূরদর্শী ও বুদ্ধিমান উযীরে আযমের দিকে তাকিয়ে দেখছিল তিনি মুখ খুললেন। সেই মুখ থেকে "বেরাদরানে মিল্লত!" এই শ্রুতিমধুর আওয়াযটি আমাদের কর্ণকুহরে পৌঁছতে না পৌঁছতেই ক্রমান্বয়ে দু-টি গুলীর ভয়াবহ শব্দ শোনা গেল! সঙ্গে সঙ্গে আমি উদ্বিগ্নচিত্তে তাঁর দিকে ধাবিত হ'লাম। শরীরের বামদিকের অংশটুকু নড়ে উঠলো এবং পাকিস্তানের রওশন মিনার মঞ্চের উপর ঝুকে পড়লেন।

আমি ধরে রাখতে চেষ্টা করলাম। তাঁর সেই শির মুবারক—যে মস্তকের চিন্তাধারায় পাকিস্তানের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সমস্যাগুলোর সমাধান হতো সে মস্তকটি আমার বুকে লাগল। তিনি পূর্ণ এতমিনানের সাথে এবং উচ্চ আওয়াযে পড়লেন: "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ"। তিনি পতিত হচ্ছিলেন আর আমি সামলাবার চেষ্টা করছিলাম। দ্বিতীয়বার তিনি কালেমা তাইয়েবা পড়লেন। এতক্ষণে আমি মাটিতে বসে পড়লাম এবং তাঁর পবিত্র মস্তক আপন উরুতে স্থাপন করে নির্ভয় মুখমণ্ডলের দিকে দেখতে লাগলাম। কায়েদে মিল্লত তাঁর দূরদর্শী ও ব্যক্তিত্বের ছাপাঙ্কিত নয়নযুগল খুলে আমার দিকে চেয়ে বললেন, "আমার দেহে গুলি লেগেছে"। আমি সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বললাম, "হুযুর! একি বলছেন!" আমার এ বাক্যটি শেষ হতে না হতেই স্পষ্ট অথচ নিম্নস্বরে তিনি বললেন:

"আল্লাহ পাকিস্তানকে হেফাযত করবেন"। এটাই ছিল শহীদে মিল্লতের অন্তিম বাক্য যাঁর হৃদয়পটে ও মস্তিষ্কে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পাকিস্তানের চিন্তা বিরাজ করছিল। তিনি এই শেষ মুহূর্তে অসহায়া বেগমের কথা চিন্তা করলেন না—মা'সূম বাচ্চাদের কথাও না।......আমি তাঁর শিরওয়ানীর বুতাম খুলে দিলাম আর তাঁকে পানি পান করাবার চেষ্টা করলাম। কয়েক ফোঁটা পানি অবশ্য তিনি গিলতে পেরেছিলেন কিন্তু বাকী পানি দুই গাল দিয়ে গড়িয়ে পড়ল। আমার যবান থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই কটি কথা বের হয়ে এল "আহ! পাকিস্তানের উজ্জ্বলতম নক্ষত্রটি ডুবে গেল!!" তাঁর প্রদীপ্ত মুখমণ্ডলে না ছিল কোন উদ্বেগ ও চাঞ্চল্যের ছাপ না ছিল শ্বাস-প্রশ্বাসে অস্বাভাবিক ক্ষিপ্রতা—না ছিল ওষ্ঠাধরে কম্পন, না ছিল নয়নযুগলে কোন ভীতির নিদর্শন। জীবিত থাকাকালে তাঁর যে ব্যক্তিত্বপূর্ণ, মহিমাদীপ্ত এবং স্থির-নিশ্চল শান্তিস্নিগ্ধ মুখমণ্ডল ছিল তখনও তাই আছে। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি সম্পূর্ণ বীরত্বের ও বাহাদুরীর সাথে মৃত্যুর মোকাবেলা করেছেন। আফসোস! রাওয়ালপিণ্ডির মাটিতে দিবা সোয়া চারটার সময় লক্ষ কোটি পাকিস্তানীর আশা-আকাংখার দীপ্ত মশাল নিভে গেল।

এক রওশন-দেমাগ-জ্ঞান-বৃদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন
এখন আর তিনি নাই;
দেশে একটি দীপ্ত মশাল ছিল
এখন তা নির্বাপিত।

এই জ্যোতিষ্কের অন্তর্ধানে দুটি মা'সূম বাচ্চা আশরাফ ও আকবর এতীম হলো এবং বেগম লিয়াকত আলীর স্বামী-গৌরব লুণ্ঠিত হলো।

বস্তুতঃ খান লিয়াকত আলী খান মরদে-মু'মিনের শানে আল্লাহর সান্নিধ্যে হাযির হলেন। উযীরে আযমের শেরোয়ানীর হৃৎপিণ্ডের ঠিক উপরে বাম পকেটে রিভলবার ছাড়া সবুজ কাপড়ে সেলাই করা একটি ছোট সাইজের হামায়েল শরীফ বের হলো—তাতে তাঁর আল্লার প্রতি নির্ভরশীলতা ও ইসলাম-প্রীতির পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। সকলেই জানেন যে, তিনি কোন সম্পত্তি ছেড়ে যাননি। তিনি বলতেন, যতক্ষণ পর্যন্ত সকল মুহাজিরের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি নিজের জন্য কিছুই করবো না। তিনি ছিলেন আমাদের সেই মুহাজির উযীরে আযম—প্রকৃতপক্ষে যিনি একজন মুহাজিরের জীবন যাপন করে গেছেন।

উযীরে আযম ১৯৫১ সালের ১৪ই আগষ্ট আযাদী দিবসে ভাষণ দান প্রসঙ্গে বলেছিলেন:

www.ahlehadeethbd.org

Contents

# আহ্‌লে-হাদীস ইতিহাসের উপকরণ

## মওলানা এলাহী বখ্‌শের পুঁথি

—মোহাম্মদ আবদুর রহমান

[ পূর্ব প্রকাশিতের পর ]

### তাজকেরাতুল উলামা

আলেমদের উদ্দেশ্যে লিখিত বিশেষ কয়েকটি উপদেশ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এই পুঁথিতে। দুঃখের বিষয় এই পুঁথির যে কপি আমি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহাতে প্রথম দিকের ১০ পৃষ্ঠা নাই। ১১ হইতে ৫৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত আছে। শেষের দিকে কত পৃষ্ঠা নাই তাহা বলা মুস্কিল।

১১শ পৃষ্ঠায় সেই সব আলেমকে ভারবাহী গাধার সহিত তুলনা করা হইয়াছে যাহারা এলেম শিক্ষা করিয়া লোকদেরকে খুব নসীহত করে কিন্তু নিজে আমল করে না। মৌলবী, মওলানা প্রভৃতি খেতাব লাভ করিয়া খোশ এলহানে ওয়ায ফরমাইয়া লোকের প্রশংসা অর্জনের দিকেই ইহাদের দৃষ্টি ও আকর্ষণ। ইহাদের পরিণতি দোযখ ভিন্ন আর কিছুই নহে। মওলানা মরহুম তাঁহার দাবীর সমর্থনে কতিপয় হাদীস—এবারত সহ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তন্মধ্যে বুখারী মুসলিমের হাদীসটির শুধু তরজমা মওলানার পুঁথির ভাষায় উল্লেখ করিতেছি: আল্লার রসুল ফরমাইতেছেন:

মেয়ারাজের রাত্রে আমি যাই আসমানেতে।
আসিল কয়েক গোর আমার কাছেতে॥
আগুনের কেঁচি দিয়া ছুঁটেকে তাদের।
কাটিয়া ফেলিছে জান দিনের মাহের॥
তাহা দেখে পুছি আমি জিবরেলের তরে।
কোন গোর এরা বটে বাতাও আমারে॥

জিব্রাইল উত্তর দিতেছেন:

তোমার উম্মত বিচে আলেম যে জন।
নছিহত কৈরে ফিরে জানহে সুজন॥
অন্যে নছিহত করে নিজে নাহি মানে।
এছাই বর্ণিত আছে হাদিছ কোরানে॥

পুঁথিকার মওলানা মরহুম ইহাদের উদ্দেশ্যে এই হুশিয়ারী উচ্চারণ করিয়া বলেন:

সাবধান, সাবধান! দিনের আলেম।
বুরাইর কাম কৈরে না হবেন জালেম॥
হেদায়েত করিতে ভাই যদি কষ্ট পাবে।
আর যদি সেই কামে জান মাল জাবে॥
তবেও রাজি হৈয়া ভাই এ কাম করিবে।
সহিদের মরতবা ভাই আলবত্তা পাইবে॥

---

"আমার নিকট ধনও নাই, সম্পদও নাই; আমি তাতেই বেশ সুখী। কারণ এ দুটোই হচ্ছে ঈমানের প্রতিবন্ধক"। তিনি বলেছেন, "আমার নিকট আছে আমার প্রাণ যা আমি আমার দেশ ও জাতির জন্য ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছি।" আল্লার শপথ! কি চমৎকার তাঁর এই খুন ঝরান। কি চমৎকার তাঁর আত্মবিসর্জন!

কায়েদে মল্লাত লিয়াকত আলী খানের চাইতে অধিক সৌভাগ্যবান (বর্তমানে এদেশে আর কোন ব্যক্তিই হতে পারেন না। সে মাসে তিনি শাহাদতের পীযুষ পান করতঃ হযরত ইমাম হুসাইন (রাঃ) এবং শহীদানে কারবালার সঙ্গে আপন স্থান নির্দিষ্ট ও রক্ষিত করে নিয়েছেন। তাঁর শাহাদত এবং তাঁর কৃতিত্ব পাকিস্তানবাসী ও বিশ্ব মুসলিমের অন্তর থেকে কখনও মলিন হতে পারে না। তিনি জীবিত আছেন এবং চিরকাল অমর হয়ে থাকবেন।

[করাচীর "দৈনিক জঙ্গ" ১৭ই অক্টোবর, ১৯৬৪ সংখ্যা থেকে অনুদিত]

www.ahlehadeethbd.org

Contents



মালের লালচে যদি খেলাফ করিবে।
ফাছেক বেদাতির সঙ্গে মিলিয়া রহিবে॥
হুব লিল্লা বুগজ লিল্লা কিছু না করিবেন।
আলেম বলিয়া খোদা নাহিক ছাড়িবে॥

মওলানা মরহুম বলেন সর্বাপেক্ষা ভাল মানুষ হইতেছেন আলেম-রহমানী—যে আলেম আল্লার জন্যই হক পথের উপর সর্বদা কায়েম থাকেন, কোন লোভ, কোন প্রলোভন, কোন যশ, কোন অপযশ, কোন বিপদ, কোন আপদই তাহাকে সত্য পথ হইতে স্খলিত করিতে পারে না। আর যে আলেম লালসার দাস, হক-নাহকের বিচার বিবেচনা যাহার ভিতর নাই, অপরকে ভাল উপদেশ দিয়া নিজে যে অন্যায়ে লিপ্ত হয় সে মানুষের মধ্যে নিকৃষ্ট।

যে সব আলেম-সুদখোর, ঘুষখোর মালদার, প্রভাবশালী ও পদস্থ ব্যক্তিদের দরবারে ঘুরাফেরা করে, অন্যাচারী বেশরা ব্যক্তিদের ধনের ও শক্তির নিকট নিজেকে বিকাইয়া দেয় এবং তাহাদের নিকট রেযেকের জন্য আশা পোষণ করে এবং তাহাদেরকে সম্মানের চোখে দেখে তাহাদের আচরণে মওলানা মরহুম বিস্মিত হইয়া বলেন:

ই কি তাজ্জবের কাম, বুঝ অহে নেকনাম,
খোদাকে রাজ্জাক নাহি জানে॥
মার পেটে যেই জন, রেজেক বখসিল জান,
তারে ছেড়ে অন্য জনে মানে *
যদি খোদা বন্দ করে, রেজেক না দেয় কারে,
তবে রেজেক কে দিতে পারিবে॥
যদি রেজেক দেয় কারে, কে বন্দ করিবে তারে,
ত্রিজগতে কেহই নারিবে *
এয়ছা আলেমের পরে, খোদার লানত পড়ে
আর যত খলক আল্লার॥
সবলেই লানত করে, বুঝ সবে ভাই ছারে,
দেখ বয়ান কেতাব মাঝার *

অপর দিকে যে আলেম কাহাকেও ভয় না করিয়া, কাহারও কোনরূপ তোয়াক্কা না রাখিয়া আল্লার উপর পূর্ণ ভরসায় হক পথে অবস্থান করিয়া দ্বিনদারীর কাজ সম্পন্ন করেন—আল্লাহ তাঁহাকে আশ্রয় দিবেন, তাঁহার উপর সন্তুষ্ট থাকিবেন এবং আল্লার রহমত তাঁহার উপর বর্ষিত হইতে থাকিবে। তাই আলেম সমাজের প্রতি তাঁহার উপদেশ এই:

অহে আলেম দিনের ২॥
দেলে খুব ডর রাখ আপন রবের *
কেন রেজেকের লাগিয়া ২॥
জার তার কাছে যাও পাগল হইয়া *
ধর রাজ্জাকেরে ২॥
মায়ের পেটেতে যে দিল রেজেকেরে *

আল্লার তাবে রহিবে যে ব্যক্তি তাহার কি কোন অভাব থাকিতে পারে? একটি হাদীসে-কুদসী এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে। আল্লাহ বলেন, "যে ব্যক্তি আমার দিকে অর্ধহাত আগাইয়া আসিবে আমি তাহার দিকে এক হাত অগ্রসর হইব। আর যে এক হাত আসিবে আমি তাহার দিকে একগজ আগাইয়া যাইব। এইরূপে যে আমার দিকে হাটিয়া আসিবে আমি তাহার দিকে দৌড়াইয়া যাইব।"

সর্বশেষে আলেমদের উদ্দেশ্যে মওলানা মরহুমের নিবেদন এই:

অহে আলেমান ভাই ২॥
গোস্বা না করিয়া মাফ করিবেন সবাই *
সবার ফায়দার কারণ ২॥
এয়ছা কড়া ভাবে আমি করিনু বর্ণন *
যে জন খোদাকে ডরিবে ২॥
এ লেখা পড়িয়া খুব খোসাল হইবে *
যে জন বেডর হইবে ২॥
এ লেখা পড়িয়া সেহ গোস্বাতে মাতিবে *
দিনু লেখে হক বাত ২॥
মান বা না মান ভাই অহে নেকজাত *

অতঃপর এই পুঁথিতে ৪টি প্রশ্ন এবং কুরআন হাদীস মতে উহার সঠিক উত্তর প্রমাণপঞ্জীসহ লিখিত

www.ahlehadeethbd.org

Contents



হইয়াছে। প্রথম প্রশ্নটি স্ত্রীলোকদের সুন্নতী পোষাক সম্বন্ধে, ২য় প্রশ্ন মসজিদে দুনিয়াদারীর আলাপ আলোচনা সম্পর্কে, তৃতীয় প্রশ্ন মসজিদের শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতা সম্পর্কে এবং শেষ প্রশ্নটি হেদায়েতী বিদআতীদের সংমিশ্রিত সমাজ লইয়া।

মওলানা মরহুম তাঁহার শেষ জীবনে পাক্কা পরহেযগার ও পূরা দ্বীনদার ব্যক্তিদিগকে লইয়া একটি পৃথক জামা'ত বা সমাজ গঠন করেন। ইহারা ইবাদত এবং মুআমিলাত ব্যাপারে সৎজীবন যাপনের ওয়াদায় আবদ্ধ হন। যাহারা আমলের ব্যাপারে অপেক্ষাকৃত ঢিলা এবং ব'ছ-বিচার না করিয়া যেখানে সেখানে খাওয়া দাওয়া করেন এবং যত্রতত্র সকলের সঙ্গে মেলামেশা করেন, ইহারা তাহাদের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

শরীঅতের ব্যাপারে এই কঠোর পাবন্দীর জন্য তাঁহাকে এবং তাঁহার খাঁটি অনুসরণকারীদিগকে অন্যান্যদের ব্যবহারে কিছু মনোকষ্টও ভোগ করিতে হয়। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, শেষপর্যন্ত তাহার প্রতি সকলের শ্রদ্ধা অবিচল থাকে। তিনি সমাজের লোকদিগকে খাঁটি মুসলমানরূপে গড়িয়া তোলার জন্য জীবনের শেষ পর্যন্ত চেষ্টা চালাইয়া যান।

তাঁহার নির্মল নিষ্কলঙ্ক এবং খোদা-প্রেমে মশগুল জীবনের তুলনা আজিকার দিনে খুঁজিয়া পাওয়া একরূপ অসম্ভব। তাঁহার শেষ বয়সের জীবন ঘড়ির কাটার ন্যায় এবাদত ও নির্দিষ্ট কাজে অতিবাহিত হইত। নিম্নে তাঁহার সময় বণ্টনের একটি নির্ঘণ্ট দিয়া আমরা তাহার সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য শেষ করিতেছি।

শেষ রাত্রি ২/২॥ টায় তিনি ঘুম হইতে উঠিতেন। তাহাজ্জুদের নামায পড়িয়া তিনি দোওয়া আযকার এবং মা'রেফাতী ও দেহতাত্বিক গযলে আত্মসমাহিত হইতেন। তাঁহার সেই যিকর আযকার ও গযলের করুণ সুরের সঙ্গে অবিরল ধারায় দুই গণ্ড দিয়া অশ্রু প্রবাহিত হইয়া চলিত। তাঁহার সে সময়ের হৃদয়-ঝরা কান্নার শব্দ যাহারা শুনিয়াছে তাহারা জীবনে তাহা ভুলিতে পারিবে না।

৪।৪॥ টার সময় গৃহের সকলকে তিনি নামাযের জন্য ডাকিয়া মসজিদে চলিয়া যাইতেন। নিজেই আযান দিতেন ও নামাযের ইমামত করিতেন। ফজরের নামায গলছের মধ্যে সমাধা করিয়া গৃহে ফিরিতেন। এদিকে তাঁহার জন্য গরম ভাত প্রস্তুত হইয়া থাকিত। গরম ভাত ঘি সহ সাধারণতঃ আলু ভর্তা দিয়া সূর্য উঠার পূর্বেই তাহার খাওয়া শেষ হইয়া যাইত। সূর্য উঠার পূর্বে কিম্বা সঙ্গে সঙ্গে তিনি কেতাব নিয়া বসিতেন, পড়ার ফাঁকে ফাঁকে এশরাক ও যোহার নামায পড়িতেন।

তৎপর বেলা ১০॥ হইতে ১১টার মধ্যে গোসল করিয়া আবার আহার গ্রহণ করিতেন। আহারের পর যুহরের নামায পড়ার জন্য মসজিদে যাইতেন।

যুহর হইতে আসর এবং আসর হইতে মগরিব পর্যন্ত সংসারের খুটিনাটি কাজ, লোকজনের সহিত দেখাসাক্ষাৎ, আলাপ আলোচনা, উপদেশ প্রদান প্রভৃতিতে কাটাইতেন। মগরিব হইতে এশা পর্যন্ত দায়দরবার অথবা গৃহে অবস্থান পূর্বক অন্য কিছু করিতেন। এশার নামায ৮ হইতে ৯টার মধ্যে সমাধা করিয়া সকাল সকাল শুইয়া পড়িতেন এবং চিরভ্যাস মত ২/২॥ টায় উঠিয়া পর দিবসের কর্মসূচী শুরু করিতেন। মাঝে মাঝে ওয়ায নসীহতের জন্য ডাক পড়িলে সময়মত তাহাতে যোগদান করিতেন। বিদেশ সফরকালে নির্দিষ্ট মুন্সী সর্বদা তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। ষ্টেশনে ট্রেন পৌঁছিবার অন্তত এক ঘণ্টা পূর্বেই গিয়া উপস্থিত হইতেন। জীবনে তিনি কোনদিন ট্রেন ফেল করেন নাই। তাঁহার পকেটে ঘড়ি সব সময় থাকিত এবং ঘড়ির কাটা ধরিয়া তিনি কাজ করিতেন। কোন সময় একটু এদিক ওদিক হইতে পারিত না। তাঁহার পরহেযগারীর সঙ্গে সঙ্গে এদিকেও সকলের জন্য শিক্ষনীয় বিষয় রহিয়াছে।

১৩৫০ সালে দুর্ভিক্ষের বছরে সম্ভবতঃ ৮৪

www.ahlehadeethbd.org

Contents



বৎসর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন (ইন্না লিল্লাহে ... ... রাজেউন) তাঁহার জানাযায় বিপুল লোক সমাগম হয়। তাঁহার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া দূর দূরান্তর হইতে বহু লোক জানাযায় যোগদানের জন্য অগমন করেন; শরিষাবাড়ী আরাম নগর মদ্রাসার প্রবীণ মুদার্রেস মওলানা আবদুল মান্নান সাহেব তাঁহার জানাযার ইমামত করেন।

তিনি মৃত্যুর সময় তাঁহার অপর একখানা পুঁথির পাণ্ডুলিপি রাখিয়া যান। শেষ বয়সের লেখা তাঁহার এই পুঁথি ছাপানর জন্য তিনি কিছু টাকাও রাখিয়া যান। দুঃখের বিষয়, তাঁহার মৃতুর ২১ বৎসর পরও তাঁহার পুত্রগণ তাঁহার শেষ স্মৃতি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই।

তাঁহার সংগৃহীত বিরাট কেতাব ভাণ্ডার তাঁহার পুত্রগণের নিকট মওজুদ রহিয়াছে। তাঁহার ৫ পুত্র এবং দুই কন্যা ও বহু নাতী নাতনী এখন জীবিত রহিয়াছেন। পুত্রগণের মধ্যে একজন ডাক্তার, একজন দিল্লী ও অপর জন দেওবন্দের ফারেগ। কিন্তু কেহই পিতার ইল্‌ম, হিল্‌ম ও তাক্‌ওয়ার অধিকারী হইতে পারেন নাই।

# আহলে-হাদীস পত্রিকা

শির্ক, বিদআত এবং অন্যান্য অনৈসলামিক অনাচারের পঙ্কে নিমজ্জিত উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের প্রচার ও প্রসার আল্লার এক খাস রহমতের নিদর্শন। প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্বে বাংলা দেশে এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, ক্রমে ক্রমে উহা শক্তি সঞ্চয় করিয়া দিকে দিকে প্রচারিত ও প্রসারিত হয়। এই আন্দোলনের ফলে মুসলমানদের এক বৃহৎ অংশের আকীদা সংশোধিত হয়, আমল দুরস্ত হয় এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে রসূলুল্লাহর (দঃ) অনুসরণ কার্যকরী হয়। এক কথায় আল্লার কালাম এবং রসূলুল্লার (দঃ) হাদীস বাঙলার মুসলিম সমাজ ও ব্যক্তি জীবনকে পূর্বাপেক্ষা বেশী নিয়ন্ত্রিত করিতে থাকে। বৃহত্তর সমাজ তথা হানাফী জামা'তের আকীদা এবং আমলের সংশোধন কার্যও শুরু হয়। এই ব্যাপারে আহলে-হাদীস আন্দোলনের পরোক্ষ প্রভাব অনস্বীকার্য। বিভিন্ন উপায়ে এই প্রভাবের কাজ চলিতে থাকে।

বাঙলার বিভিন্ন এলাকায় কিভাবে আহলে-হাদীস জামাতের ভিত্তি স্থাপিত হইল, কিভাবে উহা সম্প্রসারিত হইল, কাহারা এই কার্যে তাঁহাদের জীবন উৎসর্গিত করিয়া কামিয়াবী লাভ করিয়াছিলেন, কি কি পন্থা তাঁহারা অবলম্বন করিয়াছিলেন সেই সমস্তের মোটামুটি বিবরণ পেশ করা এই প্রবন্ধাবলী রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। একক ভাবে এই কার্যের অংশ বিশেষও সমাধা করা অসম্ভব। এই জন্য সমাজের প্রাচীন এবং সুবিজ্ঞ লোকদের নিকট পুনঃ পুনঃ আবেদন জানাইয়া আসিতেছি, কিন্তু আশানুরূপ ফল পাইতেছি। সমগ্র প্রদেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পরিভ্রমণ করিতে পারিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে অনেকদূর অগ্রসর হওয়া যাইত, কিন্তু দৈনন্দিন ও সাপ্তাহিক যে দায়িত্ব স্কন্ধে অর্পিত রহিয়াছে তাহা না নামাইয়া উক্ত পথে পদক্ষেপের উপায় কোথায়?

আলোচ্য বিষয় পুনরারম্ভের পূর্বে সমাজের ওয়াকেফহাল ব্যক্তিগণের খেদমতে আমি পুনরায় সনির্বন্ধ আরয করিতেছি, মেহেরবানী পূর্বক উক্ত বিষয়ে যিনি যতটুকু বিশ্বস্ত তথ্য অবগত রহিয়াছেন এই লেখককে তাহা জানাইয়া সমাজের অশেষ কল্যাণ এবং সওয়াবের কাজে অংশ গ্রহণ করিবেন।

ইতিপূর্বে আহলে-হাদীসগণের লিখিত কয়েকটি দোভাষী পুঁথি এবং পুঁথিকারদের জীবনী ও কর্মতৎপরতার আলোচনা করিয়াছি। পরে অন্যান্য পুঁথি ও পুঁথিকার সম্বন্ধে আলোচনা করার ইচ্ছা আছে। এক্ষণে বাঙ্গালা ও আসাম আঞ্জুমানে আহলেহাদীস কর্তৃক প্রকাশিত মাসিক ও সাপ্তাহিক আহলে-হাদিসকে কেন্দ্র করিয়া আলোচনা শুরু করিব। এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে, মাসিক আহলে-

www.ahlehadeethbd.org

Contents



হাদীসের ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা হইতে ৩য় বর্ষ ৮ম সংখ্যা পর্যন্ত এবং সাপ্তাহিক আহলে হাদীসের প্রথম দুই বৎসর এবং পরবর্তী কোন কোন সংখ্যা আমার নিকট নাই। চেষ্টা সত্ত্বেও যোগাড় করিতে পারি নাই। উহা এখন দুষ্প্রাপ্য হইলেও কোথাও না কোথাও নিশ্চয়ই রহিয়াছে বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস। যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি উহার সন্ধান করিয়া কিছুদিনের জন্যও এই অকিঞ্চনের হাতে তাহা পৌঁছাইয়া দিতে পারেন তবে অত্যন্ত বাধিত হইব, সমাজও যথেষ্ট উপকৃত হইবে।

আমার নিকট সংরক্ষিত আহলে-হাদীস পত্রিকা সমূহে পরিবেশিত—আন্দোলন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনাও পরে করিব। তাহার পূর্বে এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারী সংশ্লিষ্ট বিশিষ্ট আলেম ওলামার জীবনের তথ্য একত্র করার প্রয়াস পাইব। অন্যান্য উৎস হইতে সংগৃহীত তথ্যও উহার সহিত যোগ করিয়া যতদূর সম্ভব তাঁহাদের চিন্তা ও কর্মধারার পরিচয় তুলিয়া ধরার চেষ্টা করিব।

মাসিক আহলে হাদীস, তৃতীয় বর্ষ, ৯ম সংখ্যার ৪২৩ পৃষ্ঠায় আমরা ২ জন বিশিষ্ট আলেমের নাম দেখিতে পাই। ইহারা হইতেছেন: ইসলাম মিশনের প্রচারক মওলানা লুৎফর রহমান সাহেবের পিতা মওলানা মনিরুদ্দীন এবং স্বনামধন্য মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ সাহেবের পিতা মওলানা আবদুল বারী খাঁ। উক্ত পত্রিকায় তাঁহাদের তৎপরতা সম্বন্ধে অতি অল্প তথ্যই পাওয়া যায়। প্রধানতঃ অন্য উৎস হইতে আমার সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও দ্বীনী খেদমতের কথা পাঠকবর্গের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতেছি।

## মওলানা মনিরুদ্দীন

ইঁহার সম্বন্ধে যে সামান্য তথ্য পরিবেশিত হইতেছে তাহা মওলানা আবদুল মান্নান আল-আযহারী সাহেবের নিকট হইতে সংগৃহীত।

মওলানা মনিরুদ্দীন সাহেবের বাড়ী ছিল ২৪পরগণা জিলার চণ্ডিপুর। উক্ত জিলার ময়নাবী মথুরাপুর নিবাসী মওলানা আযীমুদ্দীনের সাহচর্যে আসিয়া তিনি ধর্মীয় প্রেরণা লাভ করেন। মওলানা আযীমুদ্দীন সাহেব দিল্লী হইতে কুরআন ও হাদীসের বিদ্যার্জনের পর দেশে আসিয়া সর্বপ্রথম হেদায়তের আলো প্রজ্জলিত করেন। তাঁহার নিকট হইতে অনুপ্রাণনা লাভের পর উচ্চ শিক্ষা লাভের আগ্রহে মওঃ মনিরুদ্দীন দিল্লী গমন করেন। তিনি তথায় কাহার নিকট কুরআন হাদীসের শিক্ষা লাভ করেন তাহা জানা যায় নাই। তবে উস্তাযুল আসাতেযা মওলানা সৈয়েদ নযীর হুসেন সাহেব তাঁহার উস্তাদ হওয়াই সম্ভব। যাহা হোক যথাসময়ে তিনি তথা হইতে আলেম হইয়া দেশে ফিরেন।

সর্বপ্রথম তিনি নিজগৃহের হেদায়তে মনোযোগ দেন এবং পরিবারের লোকদিগকে আহলেহাদীস হওয়ার আহ্বান জানান। কিন্তু ইহাতে হিতে বিপরীত হয়। তাঁহার আত্মীয় স্বজন তকলীদের মোহে আচ্ছন্ন থাকায় তাঁহার নূতন মতবাদ গ্রহণে শুধু অস্বীকৃতিই জ্ঞাপন করেন না, তাঁহাকে পরিবার হইতে বিতাড়িত এবং গৃহ হইতে বহিষ্কৃতও করিয়া দেন।

অগত্যা তিনি তদীয় প্রেরণাদাতা ও প্রাথমিক উস্তাদ মওলানা আযীমুদ্দীন সাহেবের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তাঁহার কন্যার পাণিপীড়ন করেন। পরে তাঁহার আত্মীয় স্বজন তাহাদের ভুল বুঝিতে পারেন এবং তাঁহাকে গৃহে ডাকিয়া আনেন।

সেই সময় উক্ত সমগ্র অঞ্চল—বিশেষ করিয়া তাঁহার পরিবারের লোকজন শির্ক বিদআতে ডুবিয়া ছিল। সুদের টাকায় তখন তাহাদের অর্থের প্রাচুর্য—সেই প্রাচুর্যে তাহারা গর্বিত। এই অর্থ দ্বারা রেহান প্রভৃতি নানা উপায়ে তাহারা জমির পরিমাণ প্রচুর বাড়াইয়াছিলেন। তাহাদের ছিল গোলা ভরা ধান, অন্যান্য ফসলও ছিল প্রচুর।

মওলানা মনিরুদ্দীনের হেদায়তের পর তাহারা আহলে হাদীস মতবাদ গ্রহণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের আশ্চর্য পরিবর্তন সাধিত হয়। অন্যায়ভাবে

www.ahlehadeethbd.org

অর্জিত ঐ সমস্ত ধন এবং সম্পদ গরীবদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেওয়া হয়, কতক পুড়াইয়াও ফেলা হয়। গ্রামে এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় তাহাদের প্রভাব ছিল বিপুল। তাহাদের দেখাদেখি সকলেই আহলে-হাদীস মত গ্রহণ করিয়া ধন্য হয়।

মওলানা মনিরুদ্দীন একজন ভাল ওয়ায়েয ছিলেন। তাঁহার ওয়ায লোকদের মধ্যে বিপুল প্রভাব বিস্তার করিত। তিনি তাঁহার শিষ্য ও সাগরেদ মণ্ডলী পরিবৃত হইয়া এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে গমন করিতেন এবং গ্রামের ছোট বড় আওরত মরদ সকলের আকীদা ও আমলের সংস্কারে মনোনিবেশ করিতেন, সঙ্গে সঙ্গে শাগরেদদিগকেও শিক্ষা প্রদান করিতেন।

মওলানা মনিরুদ্দীন 'মনিরুল হুদা' নামে একখানা উৎকৃষ্ট পুঁথি লিখেন। উহাতে শির্ক, বিদআত এবং অন্যান্য গাইর-ইসলামী আচরণের প্রতিবাদ এবং প্রয়োজনীয় নসিহত রহিয়াছে। এই কেতাব পড়িয়া বহুলোক হেদায়ত প্রাপ্ত হয়। দুঃখের বিষয় চেষ্টা করিয়াও পুঁথিখানা পাই নাই। (কাহারও নিকট থাকিলে মেহেরবানী করিয়া পাঠাইয়া দিবেন।) তিনি পূর্ণ বয়সে মারা যান। হুগলী, যশোর, হাওড়া, বর্ধমান এবং ২৪ পরগণা যিলা ছিল তাঁহার কর্মক্ষেত্র। এই সব যিলায় তাঁহাকে হানাফী সম্প্রদায়ের আলেমগণের সঙ্গে বাহাস মুনাযিরায় প্রবৃত্ত হতে হয়।

তাঁহার প্রথম পক্ষের পুত্র মওলানা মোহাম্মদ ইউসুফ একজন বিশিষ্ট আলেম ছিলেন। দিল্লীতে তিনি লেখাপড়া সমাপ্ত করেন। তিনি অত্যন্ত পরহেযগার, পরোপকারী এবং উত্তম স্বভাবের লোক ছিলেন। মওঃ মনিরুদ্দীনের দ্বিতীয় পক্ষের ছেলের নাম মৌলবী লুৎফর রহমান। ইনি জনাব মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ ও মওঃ মনিরুয্যমান ইসলামাবাদী সাহেবান কর্তৃক পরিচালিত ইসলাম মিশনের মুবাল্লিগরূপে দীর্ঘদিন কাজ করেন। তাঁহার সম্বন্ধে পরে আরও তথ্য জানা যাইবে। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র এবং মৌলবী লুৎফর রহমানের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হাফেয আবদুল্লাহ এখনও বাঁচিয়া আছেন, এবং বর্তমানে খুলনা জিলার বাঁশদহে বসবাস করিতেছেন। স্বনামখ্যাত মওলানা আব্বাস আলী ছিলেন মওলানা মনিরুদ্দীন সাহেবের ভ্রাতুষ্পুত্র।

# মওলানা আবদুল বারী খাঁ

অধুনা পশ্চিম বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ২৪ পরগনা যিলার হাকিমপুর গ্রামে মওলানা আবদুল বারী খাঁর জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম ছিল তোরাব খাঁ, পিতামহের নাম আলী খাঁ। এই খাঁ পরিবারের বিখ্যাত মুজাহিদ—গাযী মুফিযুদ্দীন খাঁ ছিলেন মওলানা আবদুল বারী খাঁর চাচা এবং শ্বশুর। বিখ্যাত গাযী মদন খাঁ ছিলেন গাযী মুফিযুদ্দীনের চাচাত ভাই। হাকিমপুর ছিল জিহাদী আন্দোলনে বাঙলার কর্মকেন্দ্র। প্রখ্যাত মুজাহিদ নেতা মওলানা গাযী এনায়েত আলী সম্ভবতঃ ১৮৩২ হইতে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে পর্যন্ত প্রায় এক যুগ এই হাকিমপুরকে কেন্দ্র করিয়াই বাঙলায় তাঁহার তবলীগ, সমাজ সংস্কার এবং জিহাদী ডাকের কার্য পরিচালনা করেন। এখানে তিনি তদীয় স্ত্রী শরীফন বিবিকে সঙ্গে লইয়া বছরের ৬ মাস অতিবাহিত করিতেন।

উল্লিখিত গাযী মুফীযুদ্দীন খাঁ এবং মদন খাঁ ছিলেন মওলানা এনায়েত আলীর একনিষ্ঠ সহায়ক ও সহকর্মী মুসলমানদের ধর্মীয় সংস্কার সাধনে এবং জিহাদী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত করার ব্যাপারে ইঁহাদের অবদান তখনকার দিনে প্রচলিত ছড়ায় বিধৃত রহিয়াছে। ছড়াটি এই:—

জুম্মো পরে মুছল্লীরা
মদন খাঁরে কয়

www.ahlehadeethbd.org

Contents



ছাহেব, আপনার হ্যানে যুদ্ধ হলি
মোদের যুদ্ধ ঠ্যাকো হয়।
তওবা ক'রে মুরিদ হয়ে
আছি আপনার দস্তে
জিহাদ ক'রে মইরে যাবো
চইলে যাব ভেস্তে।

জেহাদী জোশে তখন সমস্ত দেশ সরগরম। জেহাদে যোগদানের জন্য এই সময় ২৪ পরগণা, নদীয়া, খুলনা, যশোর প্রভৃতি যিলা হইতে মুসলমান যুবকবৃন্দ হাকিমপুরে আসিয়া সমবেত হয়। এখানে কিছুদিন অবস্থান এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও নির্দেশ গ্রহণের পর জিহাদী কাফেলা সমবেত লোকের জয়ধ্বনির মাঝে রওয়ানা হয় সীমান্তের পথে পাটনার সাদেকপুর কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে।

খাঁ পরিবারের যে সব লোক ইতিপূর্বে জিহাদে যোগদান করেন, তন্মধ্যে মৌলবী ইব্রাহীম ওরফে আফতাব খান, হাজী মুফীযুদ্দীন খান, (ইংরাজী রিপোর্ট এবং মওলানা গোলাম রসূলের গ্রন্থে মুফিতুদ্দীন নামে উল্লিখিত) জনাব মদন খাঁ ও আলহাজ নাযিরুদ্দীন খাঁ ওরফে জীবন খাঁর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হাজী মুফীযুদ্দীনের অন্যতম চাচাত ভাই এর নাম তোরাব খাঁ। তিনিও ধর্মীয় জোশ ও জিহাদী ভাবধারায় সমভাবে উদ্বুদ্ধ। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আবদুল গনী খাঁ শান্ত শিষ্ট প্রকৃতির কিশোর, কনিষ্ঠ আবদুল বারী খাঁ চঞ্চল ও ডানপিটে প্রকৃতির ছেলে। তোরাব খাঁর ইচ্ছা ছিল তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রকে জেহাদে প্রেরণ করিবেন। কিন্তু এজন্য তাঁহার স্ত্রীর অর্থাৎ সন্তানের মা'র অনুমতি প্রয়োজন। তিনি মনের ইচ্ছা কিছুদিন মনেই রাখিলেন। অবশেষে সুযোগমত তাঁহার মনের নিয়তের কথা স্ত্রীর নিকট প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল, এখন তোমার কি অভিমত?" জিহাদের অশেষ ফযলীতের কথা তিনি ইতিপূর্বেই অবহিত ছিলেন। ইতিপূর্বে উক্ত পরিবারের মেয়েরা জিহাদের জন্য নিজেদের সোনার গহনা বিলাইয়া দিয়াছেন, তখন রূপার গহনাই ছিল তাঁহাদের একমাত্র আভরণ।

প্রিয়তম পুত্রের আশঙ্কিত চির বিচ্ছেদের বেদনায় হয়ত মাতৃহৃদয়ে ক্ষণিকের জন্য বিরহের আলোড়ন জাগিয়াছিল, হয়ত তাঁর দুই চক্ষুতে অশ্রু ভরিয়া উঠিয়াছিল কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্যই। স্বামী-ভক্ত ধর্মভীরু নারী আল্লার রাস্তায় পুত্রকে ছাড়িয়া দিতে রাযী হইয়া গেলেন। আবদুল বারীর বয়স তখন মাত্র ১০ হইতে ১২ বৎসরের মধ্যে। ঘোড়ার পিঠে দুই দিকে চাউলের বস্তা ঝুলান। তারই উপর বালক আবদুল বারীকে চড়ান হইল। বালকের মনে কোন দুঃখ নাই, তাহার চেহারায় বেদনার কোন চিহ্ন নাই, খুশীতে ভরপুর ও গর্বভরে বালক এমন ভাবে ঘোড়ায় চড়িল যেন সে রাজ্য জয় করিতে বাহির হইল। বালক একা নয়—মুজাহীদগণের এক ক্ষুদ্র কাফিলা তাহার সঙ্গে; সেই কাফিলা বিভিন্ন মনযিল অতিক্রম করিয়া পাটনার সাদেকপুরে প্রধান কর্মকেন্দ্রে পৌঁছিল। তথা হইতে মনযিলের পর মনযিল অতিক্রম করিয়া আবদুল বারী নিরাপদে সীমান্তের মুজাহিদ ছাউনিতে

www.ahlehadeethbd.org

Contents



গিয়া পৌঁছিল। সঠিক তারিখ জানা যায় নাই। সম্ভবতঃ ১৮৫০ এর দুই এক বছর পূর্বে সে সীমান্তে পৌঁছিয়াছিল।

ছাউনীতে লেখাপড়ার সামান্যই সুযোগ ছিল। যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষাই ছিল প্রধান। বালক আবদুল বারী কয়েক বৎসর সেখানে অবস্থান করিয়া যুদ্ধের প্রচলিত কলা কৌশল আয়ত্ত করিল।

সম্ভবতঃ ১৮৫৭ সালের কিছু পূর্বের ঘটনা। ইংরাজদের সহিত তখন মুজাহিদ বাহিনীর রণ দামামা বাজিয়া উঠিয়াছে। একটি বড় রকম যুদ্ধ শুরু হইয়াছে। এই যুদ্ধে জনাব আবদুল বারী খাঁ রণবেশে যোগদান করিয়াছেন। পাহাড়ে পাদদেশে যুদ্ধ হইতেছে, পাহাড়ের শীর্ষদেশে কতিপয় মুজাহিদ পাহাড়ায় রত। বৃহত্তর সংখ্যক শত্রু সৈন্যের প্রবল আক্রমণে মুজাহিদগণ যখন আর তিষ্ঠিতে পারিতেছেন না, ভারতীয় মুজাহিদ ও সীমান্তে বিলায়েতী সৈন্যের খুনে যুদ্ধক্ষেত্র লালেলালে হইয়া উঠিয়াছে, তখন মুজাহিদ সেনাপতি যুদ্ধ বন্ধের এবং অবশিষ্ট মুজাহিদগণকে সুবিধামত পশ্চাদাপসরণের নির্দেশ প্রদান করেন। যুবক আবদুল বারী ছিলেন পাহাড়ের চূড়ায়। খাঁড়া পাহাড়। একদিকে অগণিত শত্রুসৈন্য, অপর দিকে নিম্নতলে দেশীয় এলাকা। ঐদিকে অবতরণ অত্যন্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু উপায় নাই, বাধ্য হইয়া যুবক দেশীয় এলাকার দিকে খাড়া পাহাড় হইতে গড়াইয়া গড়াইয়া পড়িতে লাগিলেন। পাথরের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া যখন তাহার দেহ নিম্ন দেশে উপনীত তখন তিনি সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহারা। সেই অবস্থায় সূর্য অস্ত গেল, রাত্রিও অতিবাহিত হইল। পরদিন সকালে মহিষের পাল লইয়া সেখানে রাখালদের আগমন ঘটিল। একটি সুশ্রী যুবককে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় সেখানে একাকী পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া তাহাদের দয়া হইল। তাহারা তাঁহাকে তুলিয়া লইয়া সেবা শুশ্রুষা করিয়া তাহাদের গৃহে লইয়া আসিল। যখন তাহার হুশ ফিরিয়া আসিল তখন তিনি দেখিতে পাইলেন তাঁহার চারিদিকে পাহাড়ী লোক। পাথরের উপর পাথর সাজাইয়া তৈরী এক কুটীরে তিনি শায়িত। তাঁহাকে বজরার খৈ খাইতে দেওয়া হইল। তাহারা জিজ্ঞাসাবাদের পর জানিতে পারিল তিনি একজন মুজাহিদ। মুজাহিদদের কথা ইহারা জানিত—হাজার হাজার মাইল অতিক্রম করিয়া অবর্ণনীয় কষ্ট বরদাশ্‌ত করিয়া ইহারা দেশের আযাদীর জন্য, ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য এই দূরদেশে জান কুরবান করিতে আসিয়াছে। তাই তাহারা তাহাদিগকে শ্রদ্ধার চক্ষে দর্শন করিত। তাহারা তাঁহাকে যথেষ্ট খাতির মাদার এবং তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ পূর্ণ মেহমান নাওয়াজী করিয়া তাঁহাকে আপ্যায়িত করিল।

কিছুদিন তথায় অবস্থানের পর যুবক আবদুল বারী খাঁ লাহোরে প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। সীমান্তের পথ ঘাট তখন মোটেই নিরাপদ ছিল না। তাই তাহারা তাঁহাকে একা ছাড়িয়া দিল না। তাঁহার সঙ্গে উপযুক্ত লোক দিয়া তাহারা লাহোরের পথে নিরাপদ স্থান পর্যন্ত তাঁহাকে পৌঁছাইয়া দিল।

www.ahlehadeethbd.org

Contents



লাহোর কিম্বা উহার কাছাকছি কোন এক স্থানে এক আলেম ও হাফিয সাহেবের খেদমতে কয়েক বৎসর অবস্থান করিয়া তিনি সরফ, নুহু, মা'কুলাত এবং কুরআন মজীদের তফসীর প্রভৃতি অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি হাদীসের গ্রন্থ সিহাহ সিত্তা পড়ার আগ্রহ দেখাইলেন। উৎসাহী যুবকের মেধা এবং হাদীস-প্রীতি লক্ষ করিয়া তিনি বলিলেন, "বাবা! হাদীস যদি সত্যিকার অর্থে পড়তে চাও, তাহ'লে এখানে নয়, তুমি দিল্লী চলে যাও, হাদীস শাস্ত্র-বিশারদ মওলানা সৈয়েদ নযীর হুসেন মিঞা সাহেবের খেদমতে গিয়ে হাযীর হও।"

কথামত শিক্ষার্থী যুবক দিল্লীতে মিঞা সাহেবের খেদমতে গিয়া হাযির হইলেন। তাঁহার মাদ্‌রাসা তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্যায়ে উপনীত। তখন পাক ভারতের প্রতি প্রান্ত ছাড়াও বিভিন্ন মুসলিম দেশ এবং অন্যান্য অঞ্চল হইতে আগত ছাত্রে উক্ত বিদ্যাপীঠ ভরপুর। তথায় নুতন ছাত্রের ভর্তি হওয়া সহজ সাধ্য ব্যাপার ছিল না। বিশেষ আগ্রহশীল এবং অত্যন্ত মেধাবী ছাত্রদিগকেই উহাতে তখন ভর্তি করা হইত।

যুবক আবদুল বারী খাঁ তাঁহার সহিত মুলাকাত করিয়া স্বীয় পরিচয় এবং হাল হকীকৎ বর্ণনা করিলেন। মিঞা সাহেব তাঁহার আগ্রহের আন্তরিকতা এবং বিদ্যাবুদ্ধি পরীক্ষা করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। বলিলেন, হাদীস পাঠ সমাপ্ত করিতে ৬ বৎসর সময় লাগিবে। একাগ্রমনে পূর্ণ অধ্যবসায়ের সঙ্গে তোমাকে অধ্যয়নে লাগিয়া থকিতে হইবে। তিনি সমস্তই স্বীকার করিয়া নিলেন এবং ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাইলেন।

দীর্ঘ ৬ বৎসর মিঞা সাহেবের খেদমতে অবস্থান করিয়া তিনি ৬টি বিশ্বস্ত হাদীস গ্রন্থের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত অধ্যয়ন শেষ করেন। ছাত্রের মেধা ও কৃতিত্ব দর্শনে শিক্ষক অতীব সন্তুষ্ট হইলেন।

দীর্ঘদিনযাবৎ বাড়ীর সহিত খাঁ সাহেবের কোন যোগাযোগ ছিল না। আলহাজ গাযী মুফিযুদ্দীন খাঁ স্বীয় এক কন্যাকে আবদুল বারী খাঁর সঙ্গে বিবাহ দেওয়ার কথা মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। এতদিন তাহার কোন খোঁজ খবর না পাইয়া তাহার পিতা মাতার সহিত তিনিও অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলেন। এই সময় দিল্লী-ফেরৎ কোন এক ছাত্রের নিকট তাঁহার সংবাদ পাইয়া সকলেই পরম সন্তুষ্টি লাভ করিলেন।

হাজী মুফিযুদ্দীন মিঞা সাহেবের নিকট চিঠি লিখিলেন। চিঠি পাইয়া মিয়া সাহেব আবদুল বারী খাঁকে ডাকিয়া কিছু দিনের জন্য বাড়ী যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। মিঞা সাহেবের পাঠনগুণে হাদীসের প্রতি অনুরাগ যুবকের মন প্রাণ ছাপিয়া রহিয়াছে, তিনি অধ্যয়ন শেষ না করিয়া বাড়ী আসিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উস্তাদের পরামর্শ তাঁহাকে মানিতে হইল।

পিতামাতার 'হারাধন' ঠিক কতদিন পর তাহাদের সান্নিধ্যে ফিরিয়া আসিলেন তাহা সঠিকভাবে বলা মুশ্‌কিল। তবে অনুমিত হয় ১৫।১৬ বৎসরের কম হইবে না। পিতামাতা, আত্মীয় স্বজন এবং চাচা ও ভাবী শ্বশুর আনন্দে আত্মহারা হইলেন। যথাসময়ে হাজী মুফিযুদ্দীনের কন্যার সহিত মওঃ আবদুল বারী খাঁর শাদি মুবারক সুসম্পন্ন হইল। বিবাহের পর পুনরায় তিনি দিল্লী প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং পড়া শেষ করিয়া বাড়ী আসিলেন।

মওলানা আবদুল বারী অধ্যয়নে বরাবর কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। শেষ পরীক্ষাতেও সে কৃতিত্ব বজায় রহিল। উস্তাযুল আসাতেযা মওলানা সৈয়েদ নযীর হুসেন কর্তৃক লিখিত সার্টিফিকেটে তাঁহার কৃতিত্বের স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং হাদীস শাস্ত্র পাঠনের বিশেষ অনুমতিও প্রদান করা হয়।

আল্লার কালাম এবং রসূলের (দঃ) হাদীসের প্রতি যে গভীর অনুরাগ এবং উহা জনসমাজে প্রচারের যে প্রেরণা মওলানা আবদুল বারী খাঁ স্বীয় উস্তাদের নিকট হইতে লাভ করিলেন, দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি তাহাই বাস্তব কর্মক্ষেত্রে দিকে দিকে ছড়াইতে লাগিলেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents



তিনি ২৪ পরগণা, নদীয়া (বর্তমান কুষ্টিয়ার কুমারখালী অঞ্চলসহ) যশোর ও খুলনা জেলায় ব্যাপকভাবে পরিভ্রমণ করিয়া তওহীদ এবং এত্তেবায়ে সুন্নতের প্রচারকার্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। এই প্রচারকার্যে তদানীন্তন অন্যান্য আহলে-হাদীস প্রচারকগণের ন্যায় তাঁহাকেও বহু বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হইতে হয়। কিন্তু আল্লার উপর পূর্ণ ভরসা রাখিয়া তিনি তাঁহার ব্রত উদযাপন করিয়া চলিলেন। এই ব্যাপারে তকলীদপন্থী হানাফী আলেমগণের সঙ্গে তাঁহাকে বহু বাহাস মুনাযিরায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। তাঁহার যুক্তি প্রমাণ এবং ওয়ায নসীহতে বহু মুসলমান তকলীদ পরিত্যাগ করিয়া আহলে-হাদীস মত ও পথ কবুল করেন। (দেখুন : মাসিক আহলে-হাদীস, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫ বাংলা)

মওলানা আবদুল বারী খাঁর হাদীসের জ্ঞান ছিল অত্যন্ত ব্যাপক এবং গভীর। তাঁহার হস্তলিপি ছিল অতীব সুন্দর। তাঁহার হাদীসের কেতাবের মার্জিন তাঁহার স্বহস্ত লিখিত নোটে ভর্তি ছিল। আরবী ও ফারসী উভয় ভাষায় তিনি ছিলেন দক্ষ। সম্ভবতঃ তিনি কিছু সংখ্যক পুস্তকও রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু নানা দুর্বিপাকে তাহা খোয়া যায়। বাহাছ মুনাযেরার সময়ও বহু আলেম উলামা তাঁহার লিখিত ও সংগৃহীত পুস্তকাদি ধার নিতেন। পরে উহার অনেকগুলি ফেরৎ পাওয়া যায় নাই।

তাঁহার গৃহে বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আগত লোকদের ভিড় সব সময় লাগিয়া থাকিত। কেহ আসিত কোন বিষয়ে মসলা মাসায়েল জানার জন্য, আলেমগণ আসিতেন বুদ্ধি পরামর্শ ও জ্ঞানলাভের জন্য, কাহারও আগমন ঘটিত গ্রাম্য বিবাদ বিসম্বাদ মিটাইয়া দেওয়ার কিম্বা মধ্যস্থ মানার প্রস্তাব লইয়া। যে সব এলাকার মুসলমান তাঁহাকে পীর বা সর্দার বলিয়া মান্য করিত শরীঅতের হুকুম আহকাম পালনের ব্যাপারে তাহাদের শাসন তাম্বি করার দায়িত্ব ছিল তাঁহার উপর। এইরূপ বিচিত্র রকম কর্তব্য পালনে তাঁহার এক মুহূর্ত বিশ্রাম লওয়ার অবকাশ ছিল না।

মিঞা সাহেবের অন্যান্য ছাত্রের ন্যায় তিনিও পরহেযগারী ও ধর্মভীরুতার প্রতীক ছিলেন। তাহার মহামান্য উস্তাদ বাংলা পরিভ্রমণকালে একবার তাঁহাদের গৃহে তশরীফ আনেন। সেই সময় তাঁহার সালেহা স্ত্রী এবং বালকপুত্র মোহাম্মদ আকরাম খান তাঁহার নিকট তাবারুকান্ হাদীসের পাঠ গ্রহণ করিয়া ধন্য হন।

৫৪ কিম্বা ৫৫ বৎসর বয়সে কলেরায় আক্রান্ত হইয়া মওলানা আবদুল বারী খাঁ এবং তাঁহার সালেহা স্ত্রী প্রায় একই সঙ্গে জান্নাতবাসী হন। (ইন্না লিল্লাহে .....রাজেউন) মৃত্যুর সঠিক সন ও তারিখ উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই। সম্ভবতঃ ইং ১৮৯০ সালের কিছু পূর্বে কি কিছু পরে উভয়ের মৃত্যু ঘটে।*

* মরহুম মওলানা আবদুল বারী খাঁর উপর-বর্ণিত জীবনীর অধিকাংশ কথা তদীয় স্বনামধন্য পুত্র জনাব মওলানা মোহম্মদ আকরাম খাঁ সাহেবের নিকট বিভিন্ন সময় শ্রুত। সর্বশেষ শ্রবণের তারীখ ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৪ ইং।

www.ahlehadeethbd.org

# কবি গোলাম মোস্তফার কাব্যাদর্শ

॥ আজহারুল ইসলাম ॥

কবি গোলাম মোস্তফার সাহিত্যিক জীবনে উত্তো-রোত্তর যে ভাবটি প্রকাশ পেয়ে শেষ পরিণতি লাভ করেছিলো তা' ছিলো তাঁর স্বাজাত্য-বোধ। স্বজাতি ও স্বধর্মের প্রতি এমনতরো গভীর মমত্ব-বোধ আমরা আর কোন লেখকের মধ্যে পেয়েছি বলে মনে হয়না। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর প্রথম কবিতা "আদ্রিয়ানোপল বিজয়" প্রকাশিত হয়। তারপর থেকে একটানা ভাবে তাঁর সাহিত্য চর্চা চলেছে একটি সুনির্দিষ্ট পথে। রচনার গুণাগুণ ও উৎকর্ষের বিচারে হয়ত আমরা কোন কোন ক্ষেত্রে নিরাশ হবো কিন্তু তাঁর আমৃত্যু সাহিত্য সাধনায় যে নিষ্ঠা ও প্রেম প্রত্যক্ষ হয়েছে তার প্রশংসা আমরা শত মুখেই করবো।

শুধু কবিতাতে নয়, গদ্য রচনাতেও তিনি সমান কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ভাষা ও রচনাশৈলীর দিক ছাড়াও চিন্তার দিক দিয়ে তিনি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। মুসলমান সমাজের সেই অন্ধকার যুগে যখন প্রায় লেখকই হীনমন্যতা ব্যাধিতে ভুগছিলেন তখন এই বিশ্ববিদ্যালয় ফেরত গ্র্যাজুয়েট কবি স্বজাতি ও স্বধর্মের গৌরব মহিমায় দীপ্ত। তখনকার দিনে সাহিত্যের যাত্রা পথে তা' কম দুঃসাহসের ব্যাপার ছিলনা। আমাদের সৌভাগ্য কবি গোলাম মোস্তফা সেই দুঃসাহস ক'রে জাতির লেখকদিগকে পথ দেখাবার প্রয়াস পেয়েছিলেন। প্রথম জীবনে যে দুঃসাহস করেছিলেন শেষ জীবনেও তিনি তাই দেখিয়েছেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর আমাদের এতদঞ্চলের একশ্রেণীর সাহিত্যিক ( তাঁদের মধ্যে দায়িত্বসম্পন্ন লেখক ও সাহিত্যের অধ্যাপকেরাও ছিলেন) বিশ্বাস করেছিলেন যে দেশ বিভক্ত হ'লেও দেশের সাহিত্য বিভক্ত হয় নাই। দুই দেশের চিন্তাধারা একই খাতে প্রবাহিত হতেই হবে। কারণ পৃথিবীর চিন্তা ও সংস্কৃতি একই ধরণের অর্থাৎ তা একেবারে শাশ্বত এবং এর কোন নড়চড় হবেনা। কবি গোলাম মোস্তফা এরূপ মনোভাবের বিরুদ্ধে যে কঠিন সংগ্রাম করেছিলেন তাতে আশ্চর্য হতে হয়। 'নওবাহার' নামে একটি মাসিক পত্রিকা নিজ ব্যয়ে পরিচালন করে তিনি দু'বছরেরও অধিককাল এই মারাত্মক চিন্তার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন। এতে কোন কোন মহলে তাঁকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে দেখেছি। কিন্তু তা'তে তিনি লক্ষ্যচ্যুত হননি। আদর্শ ও চরিত্রবান লেখক ছিলেন তিনি। তাই শত ঝড় ঝঞ্ঝার দাপট সহ্য করে সাহিত্য সমাজে তিনি শাল তরুর মতো একভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে কবির মনে যে স্বাজাত্য বোধ জেগেছিল তা' ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুর কোলে ঢ'লে পড়া পর্যন্ত অর্থাৎ খোলাফায়ে রাশেদীন সম্পর্কিত রচনা-কার্যে লিপ্ত থাকাকাল পর্যন্ত সমানভাবেই প্রদীপ্ত ছিলো। তাঁর মতবাদ ও চিন্তার সাথে অনেকেই একমত হন নাই জানি, কিন্তু তাঁর বিশ্বাস ও সত্যানুসন্ধানের মূল্য বিরুদ্ধবাদীরাও দিবেন, তাতে আর সন্দেহ কি।

কবি গোলাম মোস্তফার গদ্য রচনার প্রশংসা অনেক স্থানেই হয়েছে। তাঁর 'বিশ্বনবী' গ্রন্থখানি পাঠ করে অনেকেই আত্মহারা হয়েছেন। পরিণত বয়সের রচনার কথা বাদই দিই। প্রথম জীবনের পদ্য রচনাতে যে জাতীয়তা বোধ ও জাগরণের স্বপ্ন প্রকাশ পায় তাতে বোঝা যায় কালে তাঁর গদ্য রচনা কিরূপ হবে। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে তাঁর "বীরাঙ্গনা খাওলা" শীর্ষক একটি ঐতি-হাসিক কাহিনী প্রকাশিত হয়। এতে যে ভাষা নৈপুণ্য প্রকাশ পায় তা' বাস্তবিকই এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের

www.ahlehadeethbd.org

ইংগিত বহন করে। এখানে একটু উধৃতি দিচ্ছি :—

"তখন প্রভাতে স্বর্ণ প্লাবনে পূর্বাকাশ ভাসিয়া গিয়াছে। সেই রক্তিমাভা বিশ্ববুকে নামিয়া আসিয়া মোস্‌লেম সেনানীর ললাটদেশ চুম্বন করতঃ তাহাদের ধর্মোজ্জ্বল মুখশ্রীকে আরও পবিত্রোজ্জ্বল করিয়া তুলিল। হিরণ কিরণের পুলক স্পর্শ খরধার মুক্ত তলোয়ারে বিশ্ববিজয়ী মুসলমান জাতির দোর্দণ্ড প্রতাপ, অনুপম নির্ভীকতা, অসীম মনোবল এবং প্রবল বিজয়াকাঙ্খার রেখাপাত করিয়া গেল।"

আরও একস্থানে আছে—

"সেই এলোকেশে রণরঙ্গিণী বেগে ভীতিহীনা দণ্ডপানি থাওলা মুখাবয়ব এক অপূর্ব শ্রীধারণ করিয়াছিল। কি সুউন্নত দেহ! মাংস পেশী সম্বলিত কি সুগোল নিটোল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ! কি মনোরম গঠন ভঙ্গিমা! স্বাস্থ্যোজ্জ্বল নয়নতারার কি বহ্নি দীপ্তি! দেখিলে মনে ভয় ও বিস্ময় জাগে।"

উপরোক্ত উধৃতিদ্বয় থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় কবি গোলাম-মোস্তফা কেবল উচ্চশিক্ষিত এবং পরিশীলিত মনের অধিকারীই ছিলেন না বরং একটা রোমান্টিক কবিপ্রাণ তার প্রাথমিক সাহিত্যকর্মে প্রেরণা দিয়েছিল। অবশ্য সেই রোমান্টিকতা পরিণত বয়সেও তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো। ফলে আমরা তাঁকে এমন সব কথা লিখতে বা বল্‌তে শুনেছি যা হয়ত ছিলো তাঁর রোমান্টিক মনেরই অভিব্যক্তি। এই কারণেই তাঁর কোন কোন চিন্তা খুব সত্য ব'লে সাহিত্যিক মহলে স্বীকৃতি লাভ করতে পারেনি। তবে এটা সত্য তার স্বাজাত্য বোধ এবং সচ্ছল কবি-প্রবণতা সম্পর্কে কোন মহলেই কোন প্রশ্ন উঠে নাই।

গোলাম মোস্তফার পূর্ববর্তী মুসলমান কবিদের লেখনীতে 'ওঠো আর জাগো'র সুরটাই প্রবল ছিলো। অতীত গৌরবের কথা স্মরণ ক'রে আক্ষেপ প্রকাশ করাই রীতি ছিল। মহাকাব্যের যুগে হয়ত তা বিসদৃশ ছিলো না। গোলাম মোস্তফা উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকের কৃতী বাঙালী হিন্দু কবিদের কাব্যাদর্শে উদ্বুদ্ধ হওয়ায় তাঁর কবিতায় একটু স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ পেয়েছিলো। অর্থাৎ আধুনিকতার স্পর্শ লেগেছিল। নজরুল ইস্‌লাম তখনো আবির্ভূত হন নাই। রবীন্দ্রনাথ তখন সাহিত্য গগনে মধ্যাহ্ন সূর্য। সত্যেন দত্ত, করুণা নিধান, যতীন বাগচী, কুমুদ মল্লিক, কালিদাস রায় প্রভৃতি সমসাময়িক কবিরা রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে কূজন গুঞ্জন শুরু করেছেন। এহেন অবস্থায় আমাদের কবির আবির্ভাব হওয়ায় তিনি তাদের অবলম্বিত নীতিই গ্রহণ করেছিলেন। হিন্দু কবিরা যখন হিন্দু জাতীয়তাবাদের পুণর্জাগরণের স্বপ্ন দেখছিলেন তখন কবি গোলাম মোস্তফা অনুরূপভাবে নিজের কর্মসূচী ঠিক করে নেন। অধঃপাতিত মুসলমানের মনে আশা ও প্রেরণা যোগাবার আয়োজন করলেন তিনি। সত্যি বল্‌তে কি ইসলামের আদর্শ ও কোরানের নীতি তাঁর অনুভূতিকে তীব্র করে তোলেছিলো।

স্বাজাত্যবোধ বা স্বাতন্ত্র্যবোধ কবির কাব্যে বিশিষ্টতা অর্জন করলেও তা কখনো উৎকট হয়ে দেখা দেয়নি। ফলে দেখতে পাই তার কবিতায় উঁচু সংস্কৃতিক পালিশ। বস্তুতঃ তার জাতীয় কবিতাগুলো অতি সুন্দর। ইসলামের সুমহান ঐক্য ও বিশ্ব মানবতার সুরটি কাব্যে বিধৃত ছিলো বলেই সর্বত্র সৌন্দর্য রক্ষিত হয়েছে। কোন্ কবির প্রভাব তাঁর কোন্ কবিতায় আছে তার বিচার আমরা এখানে করবোনা। ভাষা, ছন্দ, রুচি এবং চিন্তানীতির তিনি যে নজরুল পূর্ব যুগে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন তা' আমাদদর পক্ষে যথেষ্ট। কেননা অন্ধকার যুগে একজন মুসলমান লেখকের আধুনিক কবি মহলে স্থান লাভ করা দুষ্কর ছিলো। গোলাম মোস্তাফার সমসাময়িক লেখকেরা তা হয়ত ভালো করেই জানেন।

একালের কাব্য সমালোচকেরা গোলাম মোস্তফার ছন্দজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এটা খুব সত্য যে তরুণ বয়েসে কবির মনে স্বপ্ন ও ছন্দ চমৎকার দানা বেধে ছিলো আর তাতেই তিনি কাব্যে হিল্লোল তোলেছিলেন। মনে হয় কবি সত্যেন দত্ত তার মনে গভীর রেখাপাত করেছিলেন। রবীন্দ্র পরিমণ্ডলে বাস করেও তিনি সত্যেন্দ্রনাথের হালকা ছন্দে

www.ahlehadeethbd.org

Contents



উল্লসিত হতেন। এটাতে দোষগুণের কোন প্রশ্ন উঠেনা; কারণ এতে আছে একটা বিশিষ্ট মন মেজাজের প্রশ্ন। সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর কবি যে কবিতাটি লিখেছিলেন তাতে গুরুর প্রতি শিষ্যের ভক্তিই উথলে উঠেছে মনে হয়—

আছে সত্যের প্রাণ, স্পন্দনমান ছন্দের নাচ্‌নায়
আছে অম্বর পায় হিল্লোল গায়, চন্দের জোসনায়,
আছে পাল্কীর গান, দেশ কল্যাণ, ঘর্ঘর চর্‌কায়
আছে 'শূদ্রের' আখ্, 'নওরোজ' রাত্, মর্মর ঝর্‌কায়।

আগেই বলেছি ইস্‌লামের সুমহান ঐতিহ্য কবিকে যথেষ্ঠ প্রেরণা দিয়েছে। কিশোর বয়েসে কবি আমাদের জাতীয় চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য 'পরিচয়' শীর্ষক যে কবিতাটি লিখেছিলেন তাতে তাঁর জাতির প্রতি দায়িত্ববোধ পরিস্ফুট হয়েছে। এক স্থানে আছে—

একদা যাদের পণ্য তরণী ঘুরিত জগত ময়
জেনোয়া, ভিনিস, সিংহলে তার রহিয়াছে পরিচয়,
যাদের কৃপায় হইল জগতে কত না আবিষ্কার
'আজোর' এবং কালিফোর্ণিয়া সাক্ষ্য দিতেছে তার।
জগতের মাঝে আমরা সবাই বিপুল একটি জাতি
লুকায়ে রয়েছে আমাদের মাঝে অসীম বীর্য ভাতি।
আমরা জগতে মরিব না কভু চিরকাল বেঁচে র'ব
যুগে যুগে ল'ভি নূতন শক্তি বিশ্ব বিজয়ী হ'ব।

কোন কবিতা বিচার করতে হলে দেখ্‌তে হবে তার আবেদন রস-লোকের নির্ভৃত কুঞ্জে পৌঁছে দিতে পেরেছে কিনা। শেষ বয়সের কতকগুলো কবিতা বাদ দিলে আমাদের মনে হয় কবির অধিকাংশ কবিতা পাঠককে অপূর্ব আনন্দলোকে নিয়ে যায়। একেতো তিনি ছিলেন উচ্চশিক্ষিত স্কুল শিক্ষক, তদুপরি স্যর সৈয়দ প্রমুখ পুনর্জাগরণবাদী মনীষিদের মন্ত্র শিষ্য। কাজেই ইসলাম ও মুসলমানের কথা থাকা সত্বেও তাঁর কবিতাগুলো প্রচারধর্মী হয়ে ওঠেনি। তীব্র অনুভূতি ও জাতীয় মঙ্গল তাঁর কবিতার মর্মস্থল। আগেই বলেছি, সমসাময়িক কবিদের ভাষা ও ছন্দ তাঁর সকল রচনাকে সুষমা দান করেছিলো। ঈদ উৎসব, স্বাধীন, মিশর, শবেবরাত, কোরবানী, ইস্‌লাম, মুসলিম, ভবিষ্যতের স্বপ্ন, নও জমানার গান, প্রভৃতি কবিতা এবং বিশেষ করে পরিণত বয়সের রচিত 'কাব্য কাহিনীর' কবিতাগুলোতে এর পরিচয় পাওয়া যায়। আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে যখন মুসলিম জাহানের সর্বত্র জাতীয় জাগরণের জীমূত ভেরী বেজে উঠেছিলো আর মৃতকল্প বাঙালী মুসলমানের প্রাণে ভবিষ্যৎ আশার স্বপ্ন জেগেছিলো, তখন এই কবি লিখেছিলেন—

রীফ হতে কেপ কুমারিকা
যত মুসলিম জাগিল সে ডাকে
হেরিল নূরের নব শিখা।
ফারান গিরির শিখর হইতে
আলোক নামিল সারা ধরনীতে
জয়-যাত্রায় বাহির হইল
ইস্‌লাম-পরি' রাজটীকা
লুকাইল ভয়ে গিরি গহ্বরে
মিথ্যার যত কুহেলিকা।

উদ্ধৃতি বাড়িয়ে আর কাজ নেই কবির সকল কবিতাই নীতিধর্মী। স্বপ্ন, আবেগ ও ছন্দ কুশলায় সেগুলো হয়েছে একান্ত প্রাণবন্ত। মুসলমানের জাতীয় জীবনের নানা সমস্যার ওপরও তিনি কবিতা রচনা করেছেন। তাতেও তিনি সমান কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তখনকার মুসলিম জাহানের ঘটনাবলী অর্থাৎ আমানুল্লাহর পতন, বাচ্চাই সাক্কুর আবির্ভাব, নাদির খানের উত্থান প্রভৃতি কবিতাতেও একটা ব্যস্ত সমস্ততার ভাব পরিলক্ষিত হ'লেও কবির ইস্‌লাম-প্রীতি ও স্বাজাত্যবোধ নিখাদ সোনার মতো জ্বল্‌জ্বল করছে। বস্তুতঃ কবির মনে এই ইস্‌লাম-প্রীতি বিশেষ আসন লাভ করেছিলো বলেই আমরা দেখ্‌তে পেয়েছি নজরুলের বহু প্রশংসিত অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা বিদ্রোহীর সুর তাঁর কাণে ভালো লাগে নি। "নিয়ন্ত্রিত" শীর্ষক একটি কবিতা লিখে তিনি এর প্রতিবাদও জানিয়েছিলেন। এটা ভালো কি মন্দ তার কথা এখানে উঠ্‌ছে না। রবীন্দ্র নাথের গীতাঞ্জলীর সুর নজরুলের প্রাণে সাড়া জাগায়নি, সত্যেন দত্তের হাল্‌কা

www.ahlehadeethbd.org

Contents



চটুল ছন্দ ছান্দসিক কবি মোহিত লালের মনে কোন আবেদনই সৃষ্টি করতে পারেনি। এ ধরণের ব্যাপার হয়েই থাকে। গোলাম মোস্তফা ছিলেন স্কুলের মাষ্টার। শিক্ষকের মনোভঙ্গী ছিলো তাঁর। আর নজরুল ছিলেন 'যখন চাহে এমন যা' করার পক্ষপাতী অর্থাৎ পুরাদস্তুর বোহেমিয়ান। কাজেই শিক্ষক কবি নজরুলের বিদ্রোহে ভীত হয়ে লিখলেন—

তোর হৃদয়ে বাহিরে আধারে আলোকে
নিখিল ভুবন মাঝারে
মুক্ত বাধন পথ ঘিরে ঘিরে ঘিরে
রাজিছে হাজারে হাজারে
তুই যতই প্রয়াস করিস্ আপন মনে ভাই
সেই খেয়ালী বিধির বাধন এড়ায়ে পাবিনে মুক্তি
কোন ঠাঁই।

*　　*　　*　　*

তুই পথে যেতে যেতে ফাগুন উষার
রক্ত আলোকে নদী তীরে
সত্ত স্নাতা, সিক্ত বসনা মুক্ত চিকুর যুবতীরে
চলার গতিতে সহসা থমকি একবার দেখে চলে যা,
থাকে যদি কিছু বলিবার তবে আখির ভাষায় বলে যা
তুই ফুল বনে গিয়ে লুটে নেরে ফুল সুরভি
সাঝের বাতাসে তটিনীর কূলে গেয়ে যা উদাস পূরবী।

কবির ইস্লামের প্রতি গভীর মমত্ববোধ ও খোদা ভীতিই নজরুলকে টিপিক্যাল কবি হয়ে কাব্য ক্ষেত্রে রুটিন মাফিক কাজ করার পরামর্শদানে উৎসাহিত করেছিলো।

কবির স্বপ্নাতুর মনে ইস্লাম আলো ছায়ার জাল বুনেছে—একথা বলা হয়েছে। ইস্লামের মহিমা প্রীতিই তাঁকে একজন সাধকের পর্যায়ে নিয়েছিলো। ১৯১৩ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত তার সাহিত্য সাধনার ক্রম-বিকাশ লক্ষ করলে মনে হয় তিনি সর্ব্বদাই ছিলেন স্বধর্ম-নিষ্ঠ। অবশ্য সমসাময়িক কবিদের রোমান্টিকতা তার কবিতাতেও সংক্রামিত হয়েছিলো, কিন্তু সেখানেও দেখেছি তার ইসলাম আশ্রিত কল্পনা ও রূপকের ব্যবহার। তাকে আমরা একজন আদর্শনিষ্ঠ সাহিত্যিক বলতে পারি। তার বিখ্যাত "কবির প্রেম" কবিতায় আছে—

সেথা শ্যামল কানন তল কুসুম ছাওয়া
বহে হেনার সুরভি মালা মধুর হাওয়া।
সেথা ফুল বীথিকায় ঝর ঝর্ণা ঝোরায়
মোরা কাটাইব চিরকাল সুখে দুজনায়
চির উচ্ছল যৌবন-পরশ পাওয়া।

এ যেনো বেহেশতের কুঞ্জ ঝটিকায় আদি নরনারীর প্রেমাভিসার। এমন সতর্কভাবে কাব্য চর্চা করেছিলেন বলেই তিনি প্রকৃত সমালোচকের দৃষ্টিতে হবেন সত্যিকার আদর্শবাদী ও চরিত্রবান সাহিত্যিক। সুবিধাবাদীদের মতো তিনি কখনো মক্কা, আবার কখনো কাশী নিয়ে উল্লসিত হন নাই। কবির জীবনে discipline অর্থাৎ নিয়মানুবর্তিতা থাকতেই হবে এমন কোন কথা নেই। তবে আলোচ্য কবির জীবনে তা ভালো ভাবেই ছিলো।

কবি গোলাম মোস্তফার সাহিত্য সাধনা শুধু কবিতা রচনাতেই সীমিত ছিলনা। তার প্রবন্ধাবলী আমাদেরকে আকৃষ্ট করেছে। বারান্তরে তাঁর চিন্তা-শীলতার কিছু পরিচয় দেবার আশা রাখি। শিক্ষকের মনোভঙ্গী থাকায় তাঁর সকল রচনাই হয়েছে সরস এবং হৃদয়গ্রাহী। অস্পষ্টতা ও হেয়ালীর ঠাসবুননি তাঁর কোন রচনাতেই পাওয়া যায়না। আগেই বলেছি তাঁর রোমান্টিক মনের কল্পনা ও চিন্তা কোন কোন প্রবন্ধ বা গবেষণা গ্রন্থকে সাহিত্য সমাজে তুমুল মতানৈক্যের সৃষ্টি করেছে। সাহিত্যের একজন নগণ্য পাঠক বা লেখক হিসেবে বলতে চাই, কবির মনের রোমান্টিকতা একান্ত ভাবে খাটি। কবি যখন চোখ বুজে কথা বলতে শুরু করতেন তখনকার ছবিটি আমার মনশ্চক্ষে এখনো ভেসে উঠে। রোমান্টিক মনের আকুলি বিকুলি বাস্তবিকই ছিলো উপভোগ্য। বস্তুতঃ কবির রোমান্টিকতার বিশেষ সুনাম আছে। স্থানাভাবে একটিমাত্র কবিতার উদ্ধৃতি এখানে দিলাম। এর স্থান কোথায় হওয়া উচিত তা সমালোচকদের বিচার্য :

www.ahlehadeethbd.org

Contents



সন্ধ্যারাণি ! সন্ধ্যারাণি !
এই যে মোদের গোপন মিলন,—কেউ জানে না
আমরা জানি।
পশ্চিমের ঐ গগন কোণে
এলে তুমি সংগোপনে
উড়িয়ে দিয়ে মৃদুল বায়ে রেশমী মেঘের আঁচলখানি।
রক্তরাঙা মুখের পরে অসীম ছাওয়া ওই যে নীলা,
পূত তোমার এলিয়ে দেওয়া মুক্ত কেশের সহজ লীলা,
শান্ত নদীর মুকুর তলে
দেখ্‌ছো কি মুখ কৌতূহলে ?
সীমন্তে কে পরিয়ে দিলো হীরক টীপ ওই কখন আনি ?
তোমায় আমায় এমনি করে নদীর ধারে নিতুই দেখা,
লক্ষ লোকের চোখের তলেও আমরা দু'জন একা একা,
তোমায় আমি ওগো প্রিয়া,
ভালবাসি হৃদয় দিয়া,
শুনেছিগো তোমার মুখে ভালবাসার মৌন বাণী।

কবি প্রথম যৌবনে এমন সুন্দর কবিতা লিখতে পেরেছিলেন। বাংগালী কবি সমাজে তাঁর যে অক্ষয় আসন লাভ হবে এই কবিতাই কি তার যথেষ্ট প্রমাণ নয় ?

www.ahlehadeethbd.org

Contents

# সাময়িক প্রসঙ্গ

بسم الله الرحمن الرحيم

পরলোকে

## কবি গোলাম মোস্তফা

বিগত ১৩ই অক্টোবর বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি এবং সাহিত্যিক গোলাম মোস্তফা ইন্তিকাল করিয়াছেন। (ইন্না লিল্লাহি..... রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৬৭ বৎসর।

কবি গোলাম মোস্তফা ছাত্র জীবন হইতে শুরু করিয়া মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সাহিত্য চর্চা করিয়া গিয়াছেন। তিনি শুধু কবি ছিলেন না, গদ্য রচনাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ঔপন্যাসিক হিসাবে বিশেষ নাম করিতে না পারিলেও, প্রবন্ধকার ও জীবনী লেখক হিসাবে তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। 'বিশ্বনবী' তাঁহার শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কীর্তি। উর্দু কাব্য সাহিত্যের দুই খানা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ—মুসাদ্দসে হালী এবং ইকবালের 'শেকোয়া ও জওয়াবে শেকোয়া'র তিনি পদ্যানুবাদ করেন। তা ছাড়া ইকবালের বহু খণ্ড কবিতারও তিনি অনুবাদ করিয়া বাংলা সাহিত্যে ইসলামী ভাবধারা প্রচারে ব্রতী হন। 'নওবাহার' নামে একখানা বাংলা মাসিক তিনি ঢাকা হইতে প্রকাশিত করেন।

কবি গোলাম মোস্তফার সব মতামত সম্পর্কে আমরা একমত না হইতে পারি, কিন্তু ইসলামের প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগ, তাঁহার সাহিত্যকর্মে ইসলামী আদর্শ-প্রীতি সুন্দরতর সমাজ সৃষ্টির জন্য তাহার সারা জীবনের সাধনাকে আমরা মূল্য না দিয়া পারি না।

৬৭ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু অকাল মৃত্যু না হইলেও, উহা আকস্মিক এবং সেজন্যই তাঁহার ইন্তিকাল অধিকতর বেদনাদায়ক। তাঁহার মৃত্যুতে পাক-বাংলা সাহিত্য নিঃসন্দেহে দরিদ্রতর হইল—তাঁহার শূন্যস্থান পূরণ করার মত কোন কবি-সাহিত্যিক আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে না।

আল্লাহ তাঁহার পরলোকগত আত্মার মাগফিরাত মঞ্জুর করুন এবং তাঁহাকে জান্নাতবাসী করুন! আমীন।

আমরা তাহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

## মরহুম খাজা নাযিমুদ্দীন

পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও গবর্ণর জেনারেল আলহাজ্ব খাজা নাযিমুদ্দীন বিগত ২২শে অক্টোবর অকস্মাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় তাঁহার ঢাকাস্থ বাসভবনে ইন্তিকাল ফরমাইয়াছেন। (ইন্না লিল্লাহে.....রাজেউন)

খাজা নাযিমুদ্দীন সম্ভ্রান্ত, উচ্চশিক্ষিত, শাসনযন্ত্রের উচ্চতম পদে অধিষ্ঠিত এবং কৃতবিদ্য রাজনীতিবিদ ছিলেন। কিন্তু ইহাই তাঁহার সঠিক পরিচয় নয়। ধর্মের প্রতি নিষ্ঠা, চরিত্রের নিষ্কলঙ্কতা, শস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের প্রতি নিস্পৃহতা, হৃদয়ের অকপটতা এবং আচরণে সরলতা ছিল তাঁহার ব্যক্তিজীবনের অপরূপ বৈশিষ্ট্য।

রাজনীতিক ও শাসক হিসাবে নাযিমুদ্দীনের নাম দীর্ঘ স্থায়িত্বলাভ করিতে পারে, কিন্তু মানুষ নাযিমুদ্দীনের স্মৃতি ইহলোকের অন্তরফলকে দীর্ঘদিন অক্ষয় হইয়া গাঁথা থাকিবে।

আমরা মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি অকপট সহৃদয়তা জ্ঞাপন করিতেছি এবং তাঁহার আত্মার মাগফিরাত ও অনন্ত সুখ কামনা করিতেছি। আমীন!

www.ahlehadeethbd.org

Contents

# ইসলামিক এরাবিক য়ুনিভার্সিটি

বিভিন্ন সংবাদ-পত্রের পৃষ্ঠায় দেখিয়া আসিতেছি যে, সরকার শীঘ্রই একটি ইসলামিক এরাবিক য়ুনিভার্সিটি কায়িম করিতে যাইতেছেন এবং ঐ য়ুনিভার্সিটির স্থান নির্বাচনের জন্য একটি কমিটিও সরকার ইতিমধ্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। এ সম্পর্কে আমরা দুইটি কথা সরকারের গোচরীভূত করিতে চাই।

১। মাদ্‌রাসা বোর্ড

শিক্ষা-বিভাগের দুইটি দিক আছে। একটি হইতেছে "শিক্ষাদান" এবং অপরটি হইতেছে "পরীক্ষা গ্রহণ"। য়ুনিভার্সিটিটি কায়িম হইলে য়ুনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ উচ্চ পরীক্ষাগুলি গ্রহণ করিবেন। কাজেই নিম্ন ও মধ্যম পর্যায়ের পরীক্ষাগুলি গ্রহণ করিবার জন্য য়ুনিভার্সিটি স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই কয়েকটি স্বশাসিত (autonomous) মাদ্‌রাসা বোর্ড স্থাপিত হওয়া অপরিহার্য। মাদরাসা বোর্ড স্থাপন সম্পর্কে আমরা কিছুই শুনিতে পাইতেছিনা বলিয়া এই কথাটিই সর্বাগ্রে সরকারের গোচরীভূত করা আমরা প্রয়োজনীয় মনে করি।

তারপর এ সম্পর্কে বর্তমানে একটি কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হইতেছি। তাহা এই—পূর্ব পাকিস্তানের চারিটি বিভাগের প্রত্যেকটিতে যেমন একটি করিয়া স্কুল বোর্ড স্থাপিত হইয়াছে সেইরূপ প্রত্যেকটি বিভাগের জন্য একটি করিয়া মাদরাসা বোর্ড স্থাপনের জন্য অনতিবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হউক।

২। ইসলামিক এরাবিক য়ুনিভার্সিটির জন্য স্থান নির্ধারণ।

অতীতের ইতিহাসে পূর্ব পাকিস্তানে য়ুনিভার্সিটি ও বোর্ড স্থাপন ব্যাপারে যে সকল নীতি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে বলিয়া আমাদের মনে উদয় হয় সেই নীতিগুলি আমরা সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করি না। যথা,

(ক) য়ুনিভার্সিটি বা বোর্ড একমাত্র জিলা শহরেই স্থাপিত হইতে হইবে। তাই চট্টগ্রাম বিভাগে য়ুনিভার্সিটি স্থাপনের কথা স্থির হইলে চট্টগ্রাম, সিলেট, কুমিল্লা ও নোয়াখালী চারি জেলারই অধিবাসী নিজ নিজ জেলা শহরে য়ুনিভার্সিটি স্থাপনের দাবী জানায় এবং অবশেষে চট্টগ্রামে য়ুনিভার্সিটি স্থাপনের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হইলে কুমিল্লা ও সিলেট জেলা দুইটি বিক্ষোভ প্রদর্শন পর্যন্ত করে।

(খ) জিলা শহরগুলির মধ্যে যে জিলাটি ধন-সম্পদের দিক দিয়া সর্বাধিক সমৃদ্ধ সেই শহরেই বোর্ড ও য়ুনিভার্সিটি স্থাপিত হইতে হইবে।

(গ) সম্প্রতি চট্টগ্রামে য়ুনিভার্সিটি স্থাপনের পক্ষে একটি কথা যুক্তিরূপে ব্যবহৃত হইতে শুনা গিয়াছিল। কথাটি ছিল এই—বিভাগের মধ্যে বড় বড় উকীল-এডভোকেট, ডাক্তার-অফিসার, প্রভৃতি শিক্ষিত পরিবারের সংখ্যা যেহেতু চট্টগ্রাম শহরেই সবচেয়ে বেশী, কাজেই য়ুনিভার্সিটি চট্টগ্রামেই স্থাপিত হইতে হইবে, ইত্যাদি।

ইসলামিক এরাবিক য়ুনিভার্সিটির স্থান-নির্ধারণ সম্পর্কে আমাদের নীতি এই যে,

১। ইহা কোন জিলা শহরে কোনক্রমেই স্থাপিত হওয়া উচিত নয়। কারণ—

(ক) এই য়ুনিভার্সিটির সুষ্ঠু পরিচালনা ও সম্প্রসারণের জন্য যে মা-হাওল—যে আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রয়োজন তাহা পূর্ব-পাকিস্তানের কোন শহরেই প্রয়োজনোপযোগী বর্তমান আছে বলিয়া আমরা মনে করি না।

www.ahlehadeethbd.org

Contents



(খ) শহর-মুখী মানসিকতা কোনক্রমেই প্রশংসনীয় নয়।

(গ) সাধারণতঃ মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র শ্রেণীর মুসলিমদের সন্তানেরাই এই য়ুনিভার্সিটির ছাত্র হইবে। ধনী লোকের সন্তান শতকরা ২।১ জনের বেশী কখনই হইতে পারেনা। কাজেই শহরে থাকা-খাওয়ার ব্যয় গ্রামাঞ্চলের তুলনায় বহু বেশী বলিয়া এই য়ুনিভার্সিটির ছাত্রদের অভিভাবকেরা তাহা বহনে অক্ষম হইবে।

(ঘ) য়ুনিভার্সিটি চালাইবার জন্য সরকার যে অর্থ ব্যয় করেন তাহার অধিকাংশই আসে গ্রামাঞ্চল হইতে; শহরের সমৃদ্ধি ব্যবসা-বাণিজ্য মারফতেই ঘটিয়া থাকে। আর এই ব্যবসা-বাণিজ্য গ্রামের উপরেই নির্ভরশীল। অবস্থার এই প্রেক্ষিতে দরিদ্র গ্রামবাসীদের নিজ সন্তানদের ব্যয়-বহুল শহরে রাখিয়া পড়াইতে বাধ্য করা তাহাদের প্রতি যুলুমেরই নামান্তর।

২। এই য়ুনিভার্সিটিটি স্বীয় বৈশিষ্টের দিক দিয়া যেহেতু পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র প্রতিষ্ঠান হইতে চলিয়াছে, কাজেই ইহা এমন এক স্থানে স্থাপিত হওয়া উচিত যে স্থান পূর্ব পাকিস্তানের সকল প্রান্ত হইতে যথাসম্ভব সম দূরবর্তী।

৩। য়ুনিভার্সিটিটির স্থান নির্ধারণ ব্যাপারে ঐ স্থানে পূর্ব হইতেই কোন উচ্চাঙ্গের মাদ্‌রাসা থাকার প্রশ্ন একেবারেই অবান্তর। কারণ য়ুনিভার্সিটিটি নিজ শিক্ষকদের সহযোগে নিজেই একটি শিক্ষিত সমাজের জন্ম দিবে।

৪। মোমেনশাহীর কৃষি য়ুনিভার্সিটি যেমন পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র কৃষি য়ুনিভার্সিটি, সেইরূপ ইসলামী য়ুনিভার্সিটিটিও পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র য়ুনিভার্সিটি হইতে চলিয়াছে। কাজেই ইহাকে ঢাকাতেই রাখিতে হইবে বলিয়া মত প্রকাশ করার পশ্চাতে কোনই সঙ্গতি পরিলক্ষিত হয় না। তারপর কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত যে ঢাকা শহরে একমাত্র ঢাকা য়ুনিভার্সিটিরই স্থান সঙ্কুলান হইতেছিল না বলিয়া ১০।১২ বৎসর ধরিয়া উহাকে একবার টুঙ্গিতে এবং আর একবার জয়দেবপুরে স্থানান্তরিত করিবার কথা চলিতেছিল, সেই ঢাকা শহরে বর্তমানে শুধু ঢাকা য়ুনিভার্সিটিই নয়, আর একটি য়ুনিভার্সিটিও (ইঞ্জিনিয়ারিং) চালু হইয়াছে এবং তাহাদেরই ছাত্রাবাস ও শিক্ষকদের স্থান সঙ্কুলান হওয়া একটি সমস্যারূপে এখনই দেখা দিয়াছে। কাজেই সেই ঢাকা শহরে এই য়ুনিভার্সিটি কায়িম করিলে উহার সম্প্রসারণ একেবারে অসম্ভব হইয়া উঠিবে অধিকন্তু পূর্ব পাকিস্তানের দিনাজপুর রংপুর ও খুলনা এই তিন প্রান্তের পক্ষে অত্যধিক দূরবর্তী হওয়ায় ঢাকায় ইসলামী য়ুনিভার্সিটি দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ লোকই উপকৃত হইতে পারিবে না।

সর্বশেষে বক্তব্য এই যে, সময় ও অর্থব্যয়ের দিক দিয়া পূর্ব পাকিস্তানের সকল প্রান্ত হইতে যমুনার পূর্বপারে জামালপুর ও পশ্চিমপারে সিরাজগঞ্জই সর্বাধিক সঙ্গত মধ্যস্থল। উত্তরের দিনাজপুর পশ্চিমের রাজশাহী ও দক্ষিণের খুলনা, বরিশাল হইতে সিরাজগঞ্জ ও জামালপুরের দূরত্ব এবং পূর্বের সিলেট ও চট্টগ্রাম হইতে ঐ দুই শহরের দূরত্ব কম-বেশী সমানই বলা যাইতে পারে। কাজেই পূর্ব পাকিস্তানের সর্ব প্রান্তের নাগরিকগণের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই দুই শহরের কোন এক শহরে ইসলামী য়ুনিভার্সিটি স্থাপিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু এই দুই মহকুমা শহরের মধ্যে সিরাজগঞ্জে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের মত উঁচু এবং প্রশস্ত জায়গার একান্ত অভাব। অপর পক্ষে জামালপুরে এই দিক দিয়া কোন অসুবিধার কারণ নাই। কেননা, এখানে এখনও প্রচুর খাসমহলের জমি রহিয়াছে। কাজেই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য সরকারের জমি হুকুম দখল, স্থায়ী বাসিন্দার উচ্ছেদ এবং তজ্জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন হইবে না। অধিকন্তু ব্রহ্মপুত্র ও ঝিনাই নদীর মধ্যবর্তী স্থানটি মোটামুটি স্বাস্থ্যকর, খাদ্য দ্রব্যও অপেক্ষাকৃত সস্তা, তদুপরি দরিদ্র ছাত্রদের জন্য জায়গীরের ব্যবস্থাও দুঃসাধ্য হইবে না বলিয়াই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। জামালপুরে একটি রেলওয়ে জংশন ষ্টেশন আছে। প্রদেশের সর্বপ্রান্ত হইতেই এখানে যাতায়াতের সুবিধা রহিয়াছে।

আমরা একান্তভাবে আশা করি, সরকার এবং তাহাদের নিয়োজিত কমিটী দেশের দরিদ্র ও অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর অধিকতর সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমাদের প্রস্তাবটি গভীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

www.ahlehadeethbd.org